জীবনতারা।

(রমন্যাস।)

শ্রীহরিমোহন কবিভূষণ প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১২২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট "রাধারমণ প্রেসে"

শ্রীনৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা।

উপহার।

পরম সুহৃদ বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।

মহাশয়,

আপনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পরমহিতৈষীবন্ধু—আপনি যত্ন না করিলে কত রত্ন লুপ্ত হইত তাহা বলা যায় না। আমার উন্মাদিনী জীবনতারাকে আমি আপনার করে অর্পণ করিলাম—আপনার ন্যায় আর কে তাহাকে যত্ন করিবে?

কলিকাতা
১লা মার্চ্চ ১৮৮৯।

বশম্বদ
শ্রীহরিমোহন শর্ম্মা।

জীবনতারা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস। নূতন বৎসরের সমাগমে প্রকৃতি অভিনব সাজে সাজিয়া হাসিতেছে। পরাধীন জীবনে যে টুকু সুখের সম্ভাবনা, অভাগা আর্য্য সন্তান তাহা ভোগ করিতেছে।

জগদীশপুরের গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র ফুলের বাগান। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মধ্যবিৎ অবস্থার এবং অতি সদয় প্রকৃতির লোক। বাটীতে নারায়ণ আছেন, প্রত্যহ কাহার উদ্যানে ফুল তুলিতে যাইবেন, তাই বাটীর পার্শ্বে যে একটু স্থান ছিল, সেইখানে গোলাপ, মল্লিকা প্রভৃতি কতক-গুলি ফুলগাছ বসাইয়া একটী বাগানের মতন করেন।

দিবা অবসান প্রায়। এক ষোড়শী রমণী কলসী লইয়া হেলিতে দুলিতে পুষ্পলতিকায় জল সেচন করিতে আসিল। সেই নব যুবতীর রমণীয় রূপরাশির ললিত লাবণ্যের তরল তরঙ্গ. সর্ব্বাঙ্গে ঢল ঢল করিতেছে। প্রফুল্ল কুসুমনিচয়ের কমনীয় কনক কান্তি, পরিমলময় হাসিরাশি ও মধুর সৌরভ যুবতীর নব-যৌবনে মিশিয়া কি চমৎকার মায়াচক্রের সৃষ্টি করিল!

বিশাল নয়নে নীলপদ্মের নীলোজ্জ্বল জ্যোতিঃ উছলিয়া উঠি-তেছে; সরসবিম্বাধরে স্নিগ্ধ রক্তরাগ হাসির সহিত ফুটিয়া পড়ি-

তেছে। নিটোল ললাটে শারদ চন্দ্রের সুধাময় চন্দ্রিমা নিদ্রিত রহিয়াছে; বঙ্কিম মরালকণ্ঠের কি মনোহর ভঙ্গিমা! বক্ষস্থলে নবোদিত কমলকোরকসদৃশ কঠিন পয়োধরযুগল কন্দর্পের দর্পচূর্ণ করিবার জন্যই যেন মহাদম্ভভরে উন্নত মস্তকে নীলাম্বরে অদ্ধাবৃত হইয়া সুযোগ সন্ধান করিতেছে! সে হৃদয়ের সে অমৃত ময় শোভা, পাঠক! কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব? কেমন করিয়া তাহার অবিকল চিত্র তুলিব? যদি ভাবুক হও, ভাবিয়া দেখ; কবি হও, কল্পনা কর; চিত্রকর হও, ত মনে মনে চিত্র কর। এই রমণীতে সূর্য্যের তেজঃ, শশির সৌন্দর্য্য, গোলাপের সৌরভ, কমলের মাধুর্য্য ও সাগরের গাম্ভীর্য্য মাখান। দেখিলে প্রণয়ে, আনন্দে, বিস্ময়ে ও ভালবাসায় হৃদয় পুলকিত হয়।

পুষ্পলতিকায় জলসেচন শেষ হইল। ক্লান্ত কলেবরা কামিনী কলসী রাখিয়া মাধবীমূলে উপবেশন করিলেন। বনমাঝে কুসুমভূষণা বনদেবীরও কি এত শোভা—এত সৌন্দর্য্য!

রমণী চিন্তা করিতেছেন—সেই গভীর হৃদয়ের গভীর ভাব ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ধীরে ধীরে বিষণ্ণ বদনে একটি নবা আসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া রমণীর পার্শ্বে বসিলেন। কিয়ৎকাল অনিমিষ নয়নে সেই নবযুবতীর অভিনব সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিয়া, যুবতীর হস্ত ধরিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "জীবন! এ বিষাদের, এ চিন্তার কারণ কি?"

পাঠক! এই কামিনীই জীবনতারা—গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের কন্যা। জীবনতারা আশৈশব স্বাধীনহৃদয়া রমণী। নদীর গতির ন্যায় তাহার চিত্তবেগ আপনার মনে স্বাধীনভাবে চলিয়াছে। কার সাধ্য তাহাকে অন্যদিকে ফিরায়? জীবন পিতামাতার

সম্পূর্ণ অবাধ্য না হইয়াও তাঁহাদের বশীভূত নহে। সে রাগিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া রক্তিমনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইলে, কেহ কথা কহিতে পারিত না।

জীবনতারা পঞ্চদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া মধুময় ষোড়শ বয়ে পদার্পণ করিয়াছে। সে সুরূপসী কামিনীর রূপরাশি অভিনব যৌবনের সমাগমে—বসন্তসমাগমে পারিজাত কাননের ন্যায়, শরতে সুধাংশুর অংশুরাশির ন্যায়, অতি রমণীয় হইয়া উঠিল। হাসিলে সেই সুরসাল অধরবিম্বের ও মুক্তামসৃণ দশনপাঁতির শোভায় জগৎ মোহিত হইত। কিন্তু জীবন বিবাহ করিল না। সে আপনার মনে আপনার আনন্দে আপনার প্রেমে আপনি হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান সময়ের কুসংস্কারতিমিরাচ্ছন্ন আকাটমূর্খ কাণ্ডজ্ঞানহীন যণ্ডামার্ক স্বার্থপর চালকলালোভী ভট্টাচার্য্য ছিলেন না। তিনি প্রকৃত বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী ছিলেন, ভাবিলেন—"ক্ষতি কি, কন্যা এখনো ত বালিকা।"

জীবনতারা শৈশব অবধিই ফুল বড় ভাল বাসিত। সর্ব্বদাই ফুলগাছ, ফুল, ফুলের মালা লইয়া আছে। একাকিনী বাগানে আসিয়া ফুল তুলিয়া মালা গাথিয়া কবরী সাজাইত, গলায় পরিয়া কুসুমভূষণে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া আপনার মনে নাচিত, গান করিত। রূপে, বীণাস্বরে ভুবন মাতাইয়া তুলিত।

আজ বৈশাখমাসে এই ক্ষুদ্র পুষ্পকাননের কি চমৎকার শোভা! বিবিধ রমণীয় কুসুম বিকসিত; সুশীতল, মলয় সমীরণ মন্দ মন্দভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। সুরভি সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত। ভ্রমর ফুলে ফুলে মধুপান ও আনন্দে

ঝঙ্কার করিতেছে। অমৃতের সহিত মধুর লাবণ্য, শরচ্চন্দ্রের বিমল চন্দ্রিমা ও বীণাপাণির বীণাধ্বনি নব যৌবনে প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিল।

জীবনতারা অতি বিদ্যাবতী। সংস্কৃত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য সকল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এই রমণী যেরূপ স্বাধীনহৃদয়া, উচ্চমনা, সেইরূপ অভিমানিনী।

যুবা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল—"ও মনে কি ব্যথা লাগিয়াছে বল।

জীবনতারা উত্তর করিল—"আমি চিন্তাকুল—আমার হৃদয় ব্যথিত তোমাকে কে বলিল?"

ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে যুবা বলিল—"নতুবা এ নির্দ্দয় উত্তর কেন?"

"প্রতাপ! রাগ করিলে?" রবিকরস্পর্শে তুষার রাশি যেরূপ দ্রব হয়; জীবন সেইরূপ গলিয়া কহিল "প্রতাপ! রাগ করিলে?"

প্রতাপ কে? প্রতাপ পিতৃমাতৃহীন—গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে প্রতিপালিত, জীবনতারার শৈশব সহচর। প্রতাপ পরম সুন্দর পুরুষ, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান। তবে কালচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া উদরান্নের জন্য এই বয়সে তাঁহাকে অনেকবার যবনের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর।

"প্রতাপ রাগ করিলে!" এই তিনটী কথায় স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন। কজন এই কামিনী কণ্ঠের কথা তিনটীর গূঢ় অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ? প্রতাপ কামিনীর করকমল স্বকরে গ্রহণ করিয়া সতৃষ্ণভাবে সেই সুধাময় বদন সুধাকরের পানে চাহিয়া কহিলেন "তোমায় দুঃখিত দেখিলে, আমারো দুঃখ হয়। কারণ জানিলে সেই কারণের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করিব।"

জীবনতারার মুখমণ্ডল নিশাবসানে দিবাকরের সম্মিলনে সরোজিনীর ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিলেন "দুঃখের কারণ জানিলে, তাহা দূর করিবে, প্রতিজ্ঞা করিতেছ?"

"জীবন!" প্রতাপ প্রমদার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিলেন— "জীবন! আজ একত্রে আমাদের দশ বৎসর গত হইল, তোমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত, তাঁহাকে যে পিতার ন্যায় মান্য করিব, তোমাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিব, তোমাদিগকে সুখী করিতে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিব ইহা কি বিচিত্র?"

জীবনতারার মুখমণ্ডলের উপর দিয়া এক খণ্ড মেঘ চলিয়া গেল। কিন্তু প্রতাপ তাহা লক্ষ্য করিল না।

জীবনতারা উত্তর করিলেন—"তুমি কার অন্নে প্রতিপালিত, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। সন্ধ্যা হইল, এখন যাই, মা খুঁজিবেন।"

যুবতী এই বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। প্রতাপ তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া কহিলেন—"জীবনতারা! রাগ করিও না, ব'স। মা তোমাকে এখন খুঁজিবেন না।"

জীবনতারা হাসিয়া প্রতাপের পানে সলজ্জভাবে চাহিয়া উত্তর করিল—"তুমি নবীন যুবক, আমি নব যুবতী, নির্জ্জনে সন্ধ্যালে একত্র দেখিলে লোকে কি বলিবে?"

প্রতাপও হাসিয়া বলিলেন—"বলিবে ইহাদের দুজনে বড় ভাব!"

জীবন। তুমি পুরুষ, লোক নিন্দায় ভয় নাই; আমি অবলা রমণী—আমারি জগতে মুখ দেখান ভার হইবে। সে যাহা হউক, এখানে কি ভেবে আসিলে, বল?

প্রতাপ। কি ভেবে, আর কেনই বা আসিলাম, জানি না। মনে কি উদয় হইল, এই দিকেই আসিলাম।

জীবন। আমি এখানে আছি, জানিতে পারিয়াই আসিতেছ, কেমন? গোপন করিতেছ কেন?

প্রতাপ। না জীবন! তুমি এখানে আছ জানিতাম না। তবে অয়স্কান্ত মণির যেরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, তোমার ও যদি সেইরূপ গুণ থাকে, তবে তুমিই আমাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছ!"

জীবনতারা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"প্রতাপ! তুমি আমাকে ভালবাস?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ অনিমিষ নয়নে নীরবে জীবনতারার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। জীবনতারা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল—"তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

প্রতাপ যুবতীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া মধুর স্বরে উত্তর করিলেন—"কেন, কখনও কি অন্যভাব দেখিয়াছ, জীবনতারা! তাই আজ একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

জীবনতারা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—প্র"তাপ! তুমি অতি নির্দ্দয়, আর তোমাকে অধিক কি বলিব! আমি কি জন্য বিবাহ করিতে অস্বীকৃত তাহা তুমি জান? একবারও কি একথা তোমার মনে উদয় হইয়াছিল? দিন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যামিনী এই অভাগা কামিনী তোমার জন্য কিরূপ অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছে, একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছ?”

বলিতে বলিতে জীবনতারার নয়নতারা জলভারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রতাপের আজ চৈতন্য হইল। তিনি আদরে প্রেমভরে সেই প্রেমময়ী প্রমদাকে হৃদয় ধরিয়া কহিলেন “জীবনতারা! রোদন করিও না। ও নয়ন কাঁদিবার জন্য নয়! তুমিও অবগত নহ—এই দরিদ্র তোমার জন্য নিরন্তর কি নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত! তোমার অনন্দময় মধুর মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে বিরাজিত! জীবন, অভাগার এই আঁধার হৃদয়ে তুমিই জীবনতারা! জীবনের সহিত তোমার ঐ প্রেমময় প্রতিমাখানি গাথিয়া রাখিয়াছি। জীবন, তোমাকে ভালবাসি—প্রাণের সহিত, মনের সহিত—তোমাকে আত্মার সহিত ভালবাসি! কিন্তু জানিতাম আমার এ ভালবাসা শ্মশান কুসুমের ন্যায় প্রস্ফূটিত হইয়া শুকাইয়া যাইবে; কেহ কখনও জানিবে না। তুমি বিবাহ করিবে না, তোমার কাছে প্রণয়ের কথা তুলিয়া ফল কি?”

জীবনতারা উত্তর করিলেন “আমি বিবাহ করিব না কেন, অন্তরের সহিত ভালবাসিলে অবশ্য বুঝিতে পারিতে। বালিকাকালেই তোমাকে ভালবাসিয়াছি, প্রাণ মন যৌবন তোমাকে দান করিয়াছি, তুমিই আমার পতি! জীবনতারা স্বাধীন-হৃদয়া, জীবনতারা কাহারো বশীভূত নয়। কিন্তু প্রণয়ের কাছে জীবনতারা সম্পূর্ণ পরাজিত। জীবনতারা ভীরু বালিকা নয়; অবলা রমণী হইয়া দুর্জ্জয় সাহস ও চিত্তের স্বাধীনতা প্রভাবে জীবনতারা অতি বলবতী। দেখিতে চাও

ত বল, একাকিনী গভীর নিশিতে শ্মশানে গিয়া নর-কঙ্কালে সজ্জিত হইয়া তোমাকে ভৈরবীমূর্ত্তি দেখাইতে প্রস্তুত আছি। এই চিত্ত কাহারো কাছে অবনত নয়; কিন্তু প্রতাপ! তোমার কাছে আমি শক্তিহীনা! আমি এক মাত্র প্রেমের বশীভূত! এই প্রেম অতি উচ্চ, অতি গভীর, অতি সরল। পিতা তোমার বিবাহ দিবেন, সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, অন্য তোমাকে লইবে, প্রতাপ! এদুঃখ আমার সহ্য হবে না! জীবিত থাকিতে জীবনতারা তাহা দেখিতে পারিবে না। তাই আজ তোমার কাছে হৃদয়ের দ্বার খুলিলাম। তুমি আমাকে নিলর্জ্জ ভাবিও না। তোমাকে সাবধান করিবার জন্যই—সরলাসুলভ শরমের মাথা খাইয়া রমণী হইয়া তোমার কাছে প্রেমের কথা তুলিলাম। প্রতাপ, তুমি আমার, অন্য কেহ তোমাকে পাইবে না, এই আমার প্রতিজ্ঞা!

সেই জ্যোৎস্নারূপিনী পরমারূপসী কামিনীর কথায় প্রতাপের হৃদয় পর্য্যায়ক্রমে ভয়, আনন্দ ও বিস্ময়ে কখন শঙ্কিত, কখন প্রফুল্ল, কখন বা স্তম্ভিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন—জীবনতারা সামান্য রমণী নহে। তিনি সেই মনোমোহিনী স্থিরা-সৌদামিনীসদৃশ রমণীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন ও আনন্দে তাহার বদনারবিন্দ চুম্বন করিয়া কহিলেন "প্রাণময়ি! আজ আমার পরম শুভদিন—আমি অতি ভাগ্যবান। তোমাকে দেখিলে জগৎ বিস্মৃত হই; নয়নমুদিলে জগৎ জীবনতারাময় দেখি! আলোক ত্যজিয়া কার সাধ আঁধারে বাস করে?"

বস্তুত সেই উদ্ধত প্রকৃতি দাম্ভিকা প্রমদা প্রতাপের নিকট বালিকা। প্রমত্তাতরঙ্গিনী গভীরসাগরসঙ্কাশে কবে অভি-

মান দেখাইতে পারে? এভাবের নিগূঢ় মর্ম্ম কে বুঝিবে! তবে প্রাণ-খোলা ভালবাসা ভিন্ন এভাব সচরাচর ঘটে না।

প্রেমের পাগলিনী সেই কামিনী মসৃণমৃণালভুজে প্রতাপের গলা বেষ্টন করিয়া বিশালবক্ষে ঢলিয়া পড়িলেন। হৃদয়ে হৃদয়ে অধরে অধরে মিলিত হইল—পীনস্তনীয় পীন পয়োধর-যুগল প্রতাপের হৃদয়ে সংলগ্ন হইল;—কি অমৃতমাখা চিত্তো-ন্মাদকারি স্পর্শ! সেই স্পর্শ স্বর্গীয় সুখ, বিমল আনন্দ, মধুর স্বপ্ন, অথচ যেন অগ্নিকণাময়! সেই স্পর্শে গোলাপের কমনীয় কান্তি, চন্দ্রের বিমল চন্দ্রিমা, পারিজাতের মধুর লাবণ্য, শতদলের সুরভি সৌরভ, অমৃত ও গরল মাখান! সেই স্পর্শে আবেশময় নিদ্রা, ভবতাপহারিণী ভ্রান্তি, মায়াময়ী মরীচিকা; সেই স্পর্শে মরুভূমির দগ্ধ দীর্ঘোচ্ছ্বাস! তানাহলে কন্দর্পের কুসুমশরা-সনত্যক্ত সুকোমল কুসুমশরে জগৎ জর্জ্জরিত হইবে কেন? কুসুমে যদ্যপি শাণিত বিষময় লৌহশলাকা না থাকিবে, তবে বিধাতার কারুকৌশলের চমৎকারিত্ব কোথা?

প্রমদা প্রেমভরে প্রতাপের বক্ষে ঢলিয়া পড়িয়া আদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিল—অনূঢ়া যুবতী বিনানিমন্ত্রণে আপন ইচ্ছায় পুরুষের মুখচুম্বন করিল—রে অপ্রেমিক পাষণ্ড! তুমি মনে করিতেছ কি নীতিবিরুদ্ধ কাজ? কিন্তু প্রেমিকা সরল হৃদয়া কামিনীর সরল প্রাণে তোমার ও কুটিলতা এখনো প্রবেশ করে নাই—তাহার এসব নিন্দার বিষয় নহে। সুখ-সাগরে অনন্দ-শতদলে প্রতাপের হৃদয় মলয় বাতাসে আন্দোলিত! যুবকযুবতী নূতন প্রেমে মুগ্ধ। রজনী হইল, জ্ঞান নাই—লোকনিন্দার আশঙ্কা নাই। উভয়ে উভয়ের অঙ্গে

ঢলিয়া পড়িয়া নীরবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া নীরব প্রেমে মোহিত!

সহসা প্রতাপের চৈতন্য হইল, বলিয়া উঠিলেন—"আঃ আমি কি বিশ্বাসঘাতক!"

জীবনতারা ও চমকিত হইয়া কহিলেন—"এ পরিতাপ কেন!"

প্রতাপ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"জীবন! তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি—তোমাকে কলঙ্কিনী ও তোমার পিতামাতা ভ্রাতাকে অসুখী করিতে পারিব না।"

জীবনতারাও গম্ভীর ভাবে বলিল "প্রতাপ! তুমি কি স্বপ্ন দেখিতেছ? আমাকে কলঙ্কিনী—করিতে কে সাধিতেছে? প্রতাপ! তুমি কি আমাকে সেইরূপ রমণীই বুঝিয়াছ? তুমি কলঙ্কের অর্থ জান?"

বলিয়া জীবনতারা প্রতাপের হস্ত ধরিয়া বসাইল। আবার প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদনচুম্বনে প্রতাপকে মুগ্ধ করিয়া কহিল "প্রতাপ! ভালবাসা কি সুখের সামগ্রী! ভালবাসার বদলে ভালবাসা পেলে হৃদয় কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়! তুমি আমাকে ভালবাস, আমি তোমাকে ভালবাসি, এই আমাদের চিন্তা, জগৎ কেন পুড়িয়া ভস্ম হউক না, সে ভাবনায় আমাদের প্রয়োজন কি? রাত্রি হইল, কি প্রভাত হইল, সে সংবাদে সুখ স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া ফল কি? এস হৃদয়ে হৃদয়ে—আজ এই দুটী কোমল যুবক যুবতীর কোমল হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাইয়া পবিত্র পরিণয় ও প্রেম সূত্রে মনপ্রাণ বন্ধন করি! আজ আজীবন ভালবাসাস্রোত হৃদয়কন্দর হইতে বহির্গত

হইয়া প্রবল প্রবাহে ধাবিত—সহজে কিরূপে তাহার গতি রোধ হইবে? সাগরে মিলিত না হলে সে স্রোতের বিরাম কোথা?"

প্রতাপ চৈতন্যশূন্য—রূপমোহে মুগ্ধ! তাঁহার সেই কোমল ভুজবন্ধন ছাড়াইতে শক্তি নাই। জীবনতারা তাঁহাকে যৌবন সাগরে রূপের তুফানে ফেলিয়া প্রেমের হিল্লোলে নাচাইতে ডুবাইতে ও উঠাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণপরে ধীরে ধীরে জীবনতারার হস্ত স্কন্ধদেশ হইতে সরাইয়া প্রতাপ কাতর ভাবে কহিলেন "জীবনতারা! রাত্রি হইল, চল বাড়ী যাই। আমাদের বিবাহের কথা—প্রণয়ের কথা পিতামাতাকে বলিলে, বোধ হয় তাঁহারা কখনও অসম্মত হইবেন না। নিতান্ত সম্মত না হলে দুজনে তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া কাঁদিব।"

এক বিচিত্র ভঙ্গীসহকারে উচ্চশব্দে হাসিয়া জীবনতারা উত্তর করিল "বিবাহ! প্রতাপ! এ অর্ব্বাচীনের কথা কেন? এ কুসংস্কার কেন? মন, জীবন, চিত্তবেগ ও প্রণয় স্বাধীন। ভালবাসা গিরিনির্ঝরসম্ভবা তরঙ্গিনী। লৌকিক বন্ধনে সেই প্রণয়, সাধের ভালবাসা, এই মধুর জীবন বন্ধন করিতে চাহি না। প্রেম পবিত্র, নির্ম্মল—হৃদয়নিহিত এক স্বর্গীয় পদার্থ; ভালবাসা ফুল্ল কমলিনী—অমূল্যরত্ন; তাহাতে কলঙ্ক নাই, অপমান নাই, পাপ নাই। ভাবিয়া দেখ, জগৎ এই বিমল ভালবাসাপূর্ণ হইলে স্বর্গের কামনা কে করিত? তাই বলি, লৌহশৃঙ্খলে চরণ বন্ধন করিও না; আমি বনবিহঙ্গিনী—স্থবর্ণপিঞ্জরেও বদ্ধ থাকিতে সাধ নাই। যদি বাস্তবিক আমাকে

ভালবাস, যদি তোমার ভালবাসা আমার ন্যায় সরল, আন্তরিক ও গভীর হয় বল; নতুবা এস উভয়ে উভয়কে বিস্মৃত হই।"

প্রতাপ জীবনের অলক সরাইয়া মুখচুম্বন করিয়া চিবুক ধরিয়া বলিল—"জীবন! তোমাকে বিস্মৃত হইব, কোন্ প্রাণে বলিলে? রাগ করিও না, সংসারে থাকিতে হইলে, সবদিক দেখা চাই। তুমি কুলকামিনী, আমি আজ মোহমদে উন্মত্ত হইয়া তোমাকে কুপথগামিনী করিলে, নরকেও আমার স্থান হবে না। তুমি অদ্যাপি বালিকা। বুঝিতে পারিতেছ না, তাই এরূপ বলিতেছ চিত্তবেগ গিরিপ্রবাহিনীর ন্যায় স্বাধীন স্বীকার করি, কিন্তু সেই চিত্তবেগ গিরিনদীর ন্যায় একবার একদিকে ধাবিত হলে, আর তাহাকে ফিরান যায় না। একবার পদস্খলিত হইলে, আর উঠিতে পারিবে না। ভালবাসি, তাই সাবধান করিতেছি। তুমি আমার পরিণীতা বনিতা হলে, সুখ বই অসুখের কি কারণ আছে, বল? আমি দরিদ্র সত্য, কিন্তু দরিদ্র কি সুখী হয় না? সুখ দুঃখ আপনার মনে, মনের উপর আধিপত্য থাকিলে, সকল অবস্থাতেই সুখী হইতে পারা যায়।"

রমণী গ্রীবা উন্নত করিয়া বঙ্কিম নয়নের চঞ্চল তরল কটাক্ষে প্রতাপের পানে চাহিয়া কহিল "প্রতাপ! ক্ষান্ত হও, আমি বক্তৃতা শুনিতে চাই না। ভালবাসিলে পতিত হইতে হয়, তোমার মুখে আজ এই প্রথম শুনিলাম। জানিলাম, তুমি আমাকে ভালবাস না। মনের উপর জীবনতারার কি আধিপত্য, তুমি তাহার কি বুঝিবে?"

সেই চন্দ্রিমাময়ী রমণীর আয়তলোচন অশ্রুজল পূর্ণ

হইল। সেই কাঁদ কাঁদ বিষাদমাখা রাগরক্তিম চন্দ্রাননের কি পরম শোভা! যুবকের হৃদয় যেন ভুজঙ্গের বিষম দংশনে জ্বলিয়া উঠিল। তরুণীকে হৃদয়ে ধরিয়া বলিল "প্রাণময়ি! আমি যথার্থই নির্দ্দয়, নতুবা তোমার ও সরল হৃদয়ে ব্যথা দিব কেন? দুঃখ করিও না। তোমাকে কাতর—তোমার নীল-নলিনীনেত্রে জলধারা দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। চল, বাড়ী যাই। সাধে সাধে কলঙ্কের ভাগী হওয়া উচিত নয়। তুমি আমার—তবে জীবন! এ দুঃখ কেন?"

প্রতাপ পুনর্ব্বার প্রমদারত্নকে যত্নে বক্ষে ধরিয়া মুখকমল চুম্বন করিল।

জীবনতারা কাঁদ কাঁদ ভাবে ভুজযুগে প্রতাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "প্রাণাধিক! যদি আমাকে ভালবাস, তবে ছলনা কেন?"

এই বলিয়া সেই প্রেমপাগলিনী প্রমদা প্রতাপকে গাঢ়-ভাবে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিল। ঘন মুখচুম্বনে তাহার হৃদয় উন্মত্ত করিয়া তুলিল। সেই আলিঙ্গন, সেই গাত্রস্পর্শ, সেই নীরব সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাকাল—তাহার সঙ্গে বসন্তের মলয় পবন, কুসুমের সুরভি সৌরভ ও চাঁদের সুচারু পিযূষময় চন্দ্রিমা—যুবকযুবতী কেন না মানব জগৎ বিস্মৃত হইবে?

"না জীবন! আমি মজিব না, তোমাকেও মজাইব না, আমাকে ছাড়িয়া দাও!" অকস্মাৎ প্রতাপ এই কথা বলিয়া প্রেমপ্রতিমার মসৃণমৃণাল বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন—একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন না।

জীবনতারা অপমানিত, তিরস্কৃত ও লজ্জাবনতমুখী হইয়া

অনেকক্ষণ তথায় সন্তপ্ত হৃদয়ে বসিয়া থাকিয়া চিত্তবেগকে সম্পূর্ণরূপে সংযমিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রিতে নিদ্রার সহিত প্রতাপের নয়ন যুগলের সাক্ষাৎ হইল না। চিন্তাবিষে যার হৃদয় জর জর, তার নিদ্রা সুখ-সম্ভোগের সম্ভাবনা কোথা? জীবন জীবনতারাময়, অথচ সেই অভিমানিনী কামিনীর জ্বলন্ত সৌদামিনীমূর্ত্তি যতই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল, তিনি ভয়ে ও ক্ষোভে ততই কাতর হইলেন। প্রাণ থাকিতে প্রাণপ্রতিমা জীবনকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। বাল্যকাল অবধি যে কামিনীকে মনে মনে ভাল বাসিয়া আসিয়াছেন—যে কামিনী তাঁহার জন্য পাগলিনী—কোন্ প্রাণে সেই প্রেমপ্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিবেন? অথচ সেই প্রদীপ্ত তেজোময়ী রমণীর সহবাসে শান্তি ও সুখের সম্ভাবনা কোথা? প্রতাপ আন্দোলিত সিন্ধুসলিলে তৃণের ন্যায় ভাসিতে ও ডুবিতে লাগিলেন। পথহারা পান্থের মত ভাবনা কাননে নিবিড় তিমিরে ঘুরিতে লাগিলেন।

কখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন; কখনও বা জ্ঞানধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া জীবনতারার জ্বলন্ত-প্রেমে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন, ভাবিতে ভাবিতে জীবন জীবনতারাময় হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলেন "জীবনতারা আমার!"

জীবনতারাও আপনার কক্ষে শয়ন করিয়া চিন্তাসাগরে ভাসিতেছেন। আজ জ্যোৎস্নারূপিণী জীবনতারার নবযৌবনের জলন্তশোভা, রমণীয় রূপরাশি, অপূর্ব্ব গরিমা, সকলি ঘৃণিত হইয়াছে! আপনার চক্ষে জীবনতারা আজ অতি ক্ষুদ্র! রমণীর ইহা অপেক্ষা আর নিদারুণ মর্ম্মবেদনা কি আছে?

জীবনতারা আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—"প্রতাপ! তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, তোমার অনিষ্ট কামনা করিব, মনেও ভেব না। তবে যেরূপে পারি, তোমাকে আমার করিব! তুমি অবলা রমণীর অপমান করিয়াছ; আমি যাচিয়া পাগলিনীর ন্যায় তোমাকে প্রেমদান করিতে গিয়াছিলাম, তুমি সেই সরল প্রেম অবজ্ঞা করিয়া সরলার সরল প্রাণে ব্যথা দিয়াছ!"

চিন্তাতেই রজনী অতিবাহিত হইল।

দুই তিন দিন কাটিয়া গেল, কেহ কাহারো সহিত দেখা করিল না, অথবা পিতামাতার নিকট বিবাহের কথা তুলিল না।

চতুর্থ দিবস রজনীতে প্রতাপ আপনার কক্ষে শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত। গ্রীষ্মকাল; নিদাঘের প্রচণ্ড প্রতাপে বিশ্ব যেন দ্রব হইবার উপক্রম হইয়াছে। সমীরণের গতি একেবারে স্থগিত—তরুরাজীর একটী শাখা, একটী পল্লব, একটী পত্রও নড়িতেছে না। জগৎ নীরব, নিস্তব্ধ ও নিদ্রিত। মধ্যে মধ্যে কেবল পেঁচক ও ঝিল্লির কঠোর রবে শর্ব্বরীর শান্তি ভঙ্গ হইতেছে।

প্রতাপ গৃহের সমস্ত জানালা ও দ্বার খুলিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। নীরব নির্ম্মল নীলোজ্জ্বল আকাশে সপ্তমীর চন্দ্র বিরাজিত। বিশ্ব জ্যোৎস্নাময়। চকোর চকোরী প্রীতি

প্রফুল্লহৃদয়ে সুধাপানাশায় জাগরিত; নীরবে চাঁদের চন্দ্রিমা মাখিয়া চাঁদের পানে চাহিয়া উড়িতেছে।

একটী রমণী—নবযুবতী পূর্ণিমার ন্যায় আলুলায়িত কুন্তলে মোহিনীবেশে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সেই নির্ম্মল জ্যোৎস্নার মাঝে স্থিরাবিজলীরেখাসদৃশ প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। এত যে দুরন্ত গ্রীষ্ম, প্রতাপের তাহা গ্রাহ্য নাই, তিনি অঘোর, অচৈতন্য। সেই ষোড়শী রূপসী অনিমিষনয়নে নিদ্রিত প্রতাপের প্রসন্ন আনন্দপ্রফুল্ল বদনসুধাকর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত প্রকোষ্ঠ জ্যোৎস্নাময়। শরীর সুস্নিগ্ধ মধুর হাসি বদনকুমুদে প্রতিফলিত হইয়া যুবকের সরল প্রশান্তভাবের এক অপূর্ব্ব মাধুরী সৃষ্টি করিয়াছে। যুবতীর মন প্রাণ মোহিত হইল। মৃদুস্বরে বলিলেন "প্রণয় যথার্থই স্বাধীন! মনের মত মানুষ না পেলে কখনই হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায় না। ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগই যদি প্রেমের চরম ফল হইত, তবে ভালবাসার প্রয়োজন ছিল না। বাসনাবৃত্তি অনায়াসে চরিতার্থ করা যায়। কিন্তু মনে মনে প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে জীবনে যৌবনে মিশিয়া না গেলে, প্রণয়ে সুখ কোথা? এই নিদ্রিত কন্দর্পের মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া কোন্ কামিনী প্রেমে পাগলিনী না হয়? এ মুখে যেন সরলতা, ভালবাসা ও প্রীতি মাখান!"

এইরূপ চিন্তা করিয়া জীবনতারা অতি আদরে ধীরে ধীরে প্রতাপের নিদ্রিত অধরবিম্ব চুম্বন করিল।

"না, সন্ন্যাসী আমাকে প্রতারণা করেন নাই, নতুবা এই গ্রীষ্মে এত নিদ্রা কেন? এই ঔষধে প্রথমে গভীর নিদ্রা তৎপরে প্রণয়িনীর গভীর প্রেমে উন্মত্ততা! কি আশ্চর্য্য গুণ!

সন্ন্যাসী শিখাইয়া দিলে চিরদিন প্রেমরাজ্যে রাজরাণী হইয়া ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ইন্দ্রধনু ও বসন্তের সঙ্গে সুখশতদলে বিরাজ করিতাম। প্রেমাকাশে তা' হলে আর বিরহ রাহু ও যন্ত্রণাতিমির থাকিত না।—আর জাগ্রত হইবার বিলম্ব নাই।''

আপনা আপনি এই কথা বলিয়া যুবতী পুনর্ব্বার প্রতাপকে হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিলেন।

প্রতাপের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া জীবনতারাকে পাগলিনীবেশে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় চমকিয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন. একবার জীবনতারার পানে ফিরিয়া চাহিলেন না।

জীবনতারা ভাবিয়াছিল প্রতাপ কথা কহিবে, আদরে প্রেমভরে প্রেমসম্ভাষণ করিবে; কিন্তু ঔষধের গুণ ব্যর্থ হইল—সব আশা ফুরাইল। প্রতাপ কথা কহিল না, তিরস্কার করিল না, ফিরিয়া চাহিল না। যোগীর যোগহারিণী কামিনীকে পদে ঠেলিয়া চলিয়া গেল!

লজ্জার উপর লজ্জা! অপমানের উপর অপমান! জীবনতারার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। হৃদয়ের মায়াময় নন্দনকানন দাবানলে পুড়িয়া মরুভূমি হইল! প্রেমের সাধ, ভালবাসার সাধ—সব সাধ ফুরাইল। সোহাগের ইন্দ্রধনু জীবনাকাশ হইতে লুপ্ত হইল! আর কি কখনও সেই শুষ্ক আঁধার হৃদয়ে দেখা দিবে? শরতের সুধাংশুকিরণে আর কি সে বজ্রদগ্ধ হৃদয় জোৎস্নাময় হইবে? আর কি প্রেমের মলয় সমীরণ নন্দনের পারিজাতসৌরভ মাখিয়া সুমন্দহিল্লোলে তাহা শীতল করিবে?

মনপদ্ম বিকসিত হইবে? আর কি উন্মূলিত শুষ্ক মনোলতিকা মঞ্জরিত হইবে?

যখন দেখিলেন প্রতাপ কথা কহিল না, ভৎর্সনা করিল না—সম্পূর্ণ অবজ্ঞাভাব প্রকাশ করিয়া নীরবে চলিয়া যায়, তখন যুবতীর চৈতন্য হইল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, দ্রুত পদে ধাবিত হইয়া সদর রাস্তায় প্রতাপকে ধরিলেন।

সেই আধ উলাঙ্গিনী আধ পাগলিনী সুকেশিনী চন্দ্রবদনা বালা প্রতাপের হাত ধরিয়া সজলনয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া আধ মধুর আধ কাতর আধ আধ স্বরে বলিল "প্রিয়তম! প্রাণাধিক! এ প্রেমিকের কাজ নয়! আমি অবলা বুঝিতে পারি নাই, ভালবাসার গুণে ভালবাসিয়া ভুলিয়া যাও! প্রতাপ! আমি সংসার চাহি না, ধর্ম্ম চাহি না, আমি কেবল তোমাকে চাই,—বল, আমার হবে?"

বলিতে বলিতে সেই পাগলিনী বরাঙ্গিনী কামিনীর বিশাল হরিণনয়নে অবিরল জলধারা বিগলিত হইল। তিনি প্রতাপের বক্ষে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। চাঁদের চন্দ্রিমা রাশি অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদের উপর পতিত হইল। পৃষ্ঠে, গণ্ডে, স্কন্ধে, বক্ষে, কুঞ্চিত কৃষ্ণ চাঁচর কুন্তলদল ঘন ঘনাকারে ঝলমল করিতেছে! নীলোজ্জ্বল অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রোৎপলে জলধারা গলিতেছে; অর্দ্ধাবৃত বক্ষস্থলে নবীন পয়োধর যুগলের মধ্যে যৌবনের জলজলাবণ্য সৌন্দর্য্যের ললিতলহরী চন্দ্রের সুচারুচন্দ্রিমায় মিশিয়া মুক্তামালা ঝলমল করিতেছে; নাসিকায় উজ্জ্বল মুক্তাফল ঢল ঢল করিতেছে, অধরবিম্বে রক্তরাগ ফুটিয়া পড়িতেছে; চঞ্চল অঞ্চল ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে; বামহস্তে প্রতাপের অঙ্গ বেষ্টিত—কি মনোহর

চিত্র! সেরূপ দর্শন করিয়া কোন্ যুবক সংসার বিস্মৃত হইয়া সেই হাস্য-প্রতিমা রমণীর চরণরাজীবে জীবন উপহার দিবে না ?

বীণাবিনিন্দিত অমৃতময় সুললিতস্বরে জীবনতারা পুনর্ব্বার বলিল "প্রতাপ! তোমাকে কেন দেখিয়াছিলাম? সূর্য্যালোক যেমন ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া ক্রমে জগৎ আলোকময় করিয়া ফেলে, তুমিও তেমনি ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত জীবন প্রতাপ ও প্রেমময় করিয়াছ! তুমি আমার পতি, তুমি আমার গতি—অভাগী জীবনতারার জীবনমন্দিরে—প্রতাপ! তুমিই জীবনস্বরূপ! আর আমাকে কাঁদাইও না,—রমণী হইয়া, প্রতাপ! তোমাকে আর কি বলিব, বল?"

সেইরূপ, সেই কান্তি, সেই অপূর্ব্ব ভ্রান্তিময় ভঙ্গিমা প্রতাপকে মোহিত করিল। ভাবিলেন জীবনতারার তেমন রূপ তিনি কখনও দেখেন নাই। রমণীর কি রূপের গরিমা প্রেমের কি বিচিত্র মহিমা! যৌবনের কি অদ্ভুত লীলা! সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সেই পথের উপর তিনি জীবনতারাকে বক্ষে ধরিয়া ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিলেন—বার বার প্রেমাদরে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন।

"জীবন! আমারি দোষ।" "রোদন সংবরণ কর। এখন আমি বুঝিলাম, তোমাকে না পেলে সুখী হব না—তুমি আমার হৃদয় গগনে সুখতারা!"

"প্রতাপ! প্রাণেশ! তবে কি তুমি আমাকে ভালবাস?" জীবনতারা আনন্দমদে মত্ত হইয়া উত্তর করিলেন। চল, কোথা যাবে, চল, আমিও তোমার সহগামিনী হব!"

প্রতাপ বলিলেন "জীবন! বিবাহের নামে তোমার ভয় কেন?"

জীবনতারা অধর ফুলাইয়া বলিল "প্রতাপ! তুমি বড় অপ্রেমিক। তুমি আমাকে ভালবাস না? আমি আমার—আমার উপর জগতে কাহারো অধিকার নাই, সেই আমি আমাকে তোমায় দান করিতেছি তাতে পাপ কি, অধর্ম্ম কি? লোকনিন্দা কি? আমার আজন্ম নিজস্ব সাধের সামগ্রী পবিত্র প্রেম, প্রগাঢ় ভালবসা, যাচিয়া তোমায় দিতেছি, কি জন্যই বা তুমি লইবে না?"

প্রতাপ নিরুত্তর। জীবনতারা পুনর্ব্বার বলিল "যদ্যপি তোমার জন্য পাগল না হতাম, তোমার প্রেমে না মজিয়া যাইতাম, তোমাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এখন তোমাতে মিশিয়া গিয়াছি,—কে তুমি, কে আমি কেমন করিয়া বাছিয়া, লইব? রসায়নের কি এ শক্তি আছে?"

এই সময়ে একটী লোক সহসা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যুবকযুবতী প্রেমে অন্ধ, আত্মজ্ঞানে জগৎ বিস্মৃত—নবাগত ব্যক্তিকে দেখিল না।

যুবতী বাক্য শেষ করিয়া বাহুলতাদ্বারা প্রতাপের গলাজড়াইয়া মুখচুম্বন করিল। "প্রতাপ! আজ আমাদের পরম সুখের রজনী!"

নবাগত ব্যক্তি ব্যঙ্গসহকারে বলিল, "এরূপ জ্যোৎস্নাময়ী বসন্তরজনীতে এমন যুবক যুবতীর অভিসার—এ রাত্রি সুখের না হইয়া কি দুঃখের হইবে?"

উভয়ের চৈতন্য হইল। চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লজ্জায় ঘৃণায় প্রতাপের যেন মৃত্যু উপস্থিত হইল। তিনি, জীবনতারার ভুজবন্ধন ছাড়াইয়া নীরবে, অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি বলিবেন, কি উত্তর দিবেন? যিনি তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন, লেখা পড়া শিখাইয়াছেন —আজ তাঁহাকে কি বলিয়া বুঝাইবেন?

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য কোপকম্পিত স্বরে তনয়ার পানে চাহিয়া কহিলেন "জীবনতারা! তোর স্বাধীনচিত্ততা, তেজস্বীতার বিলক্ষণ পরিচয় পাইলাম! শৈশবে তোর মৃত্যু হইলে আজ আমাকে এই মর্ম্মবেদনা পাইতে হইত না, আমার পবিত্র কুল কলুষিত হইত না। রাক্ষসী দেবীর আকারে আমার গৃহে জন্ম লইয়াছে জানিতাম না! তুমি বালিকা—তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই, তুমি প্রেম জান না, তাহাও আজ দেখিলাম! তুমি বিবাহ করিবে না, আপনার মদে মত্ত, আপনার "গৌরবে গৌরবিনী— মনে করেছিলে আমি অন্ধ, একেবারে নিশ্চিন্ত আছি! জীবনতারা! তোমাকে শতধিক্! তোমার জীবনে ধীক্! তোমার জন্মে ধিক্! তোমার সৌন্দর্য্যে ধিক্!"

লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া শিশিরসিক্ত সরোজিনীর ন্যায় জীবনতারা নীরবে পিতার ভর্ৎসনা শুনিতেছিল; ক্রমে তাহার স্বাভাবিক তেজঃস্বীতা ও অভিমান হৃদয় উত্তেজিত করিল। তিনি গ্রীবা উন্নত ও বিশাল পদ্মপলাশলোচন বিস্তারিত করিয়া অবিচলিত ভাবে পিতার পানে চাহিয়া অভিমানে অধর ফুলাইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন "পিতা! তুমি আমাকে বিনাপরাধে গালি

দিতেছ। সত্য বটে গভীর রজনীতে আমি এক যুবকের সঙ্গিনী —কিন্তু তাই বলিয়া আমি অপরাধিনী কিসে জানিলে? এই যুবক আমার পতি—আমি মনে মনে এই যুবকে পরিণীতা হইয়াছি! জীবনতারা তোমার অকলঙ্ক কুলে কালী দেয় নাই—কখন দিবে না। জীবনতারা প্রেমের পাগলিনী সত্য—কন্যা হইয়া পিতার সম্মুখে সরমের মাথা খাইয়া বলিতে হইল, জীবনতারা প্রতাপের—কিন্তু জীবনতারা আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয় নাই।”

“তোমার আবার লজ্জা সরম. তোমার আবার আত্মগৌরব আত্মজ্ঞান!” বিকট হাসিয়া গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য কর্কশস্বরে উত্তর করিলেন, “তুমি রমণী কুলের কলঙ্ক!—অথবা পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন কি? কপালে যাহা ছিল, ঘটিয়াছে।”

“পিতঃ!” প্রতাপ বিনয় বাক্যে বলিল “আপনার জীবনতারা রমণীর শিরোমণি, আপনি আমাদের উভয়কে ক্ষমা করুন।”

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন “আমি তোমাকে কিছুই বলি নাই; তুমি উপযুক্ত কাজই করিয়াছ! আর তোমার মুখ দেখিতে চাহি না, আমার সম্মুখ হইতে তুমি দূর হও।”

“পিতা জীবনতারা তাঁহার পায় পতিত হইয়া বলিল “প্রতাপ নিরপরাধী। প্রতাপের উপর রাগ করিও না। সমস্ত অপরাধ আমার।”

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য কোন উত্তর না দিয়া তনয়ার হাত ধরিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ একাকী সেই রজনীতে পথে দাঁড়াইয়া—জগৎ শূন্য! ভগ্নহৃদয় হতাশাপূর্ণ। দুনয়নে অশ্রুবারি বিন্দু বিন্দু

বিগলিত। বাঁচিবার সাধ রহিল না। লজ্জায় ঘৃণায় জীবন্মৃত হইলেন। প্রণয়, সুখ, ভালবাসা—প্রাণের জীবনতারাও মরীচিকার ন্যায় অদৃশ্য হইল। ভাবিলেন "এ পাপ জীবনে আর প্রয়োজন কি? জীবনতারা! তুমি আজ আমাকে লোক-নয়নে বিষ্ঠাকৃমি অপেক্ষাও ঘৃণিত করিলে! রজনী প্রভাত হইলে পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক বলিয়া কেহ আর আমার মুখ দর্শন করিবে না। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবে না। সকলে আমার গায় ধূলি নিক্ষেপ করিবে। অপমান সহিয়া লোকের ঘৃণ্য হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয়। অথবা কোন্ সুখেই বা বাঁচিতে বাসনা? এ অনন্ত সংসারে আমার স্থান কোথা?"

প্রতাপ চলিলেন। কোথা যাইতেছেন জ্ঞান নাই। চিন্তাকুলচিত্তে চলিতে চলিতে ভাগীরথীকূলে উপস্থিত হইলেন। পুণ্যসলিলা তরঙ্গিনী মৃদু লহরীমালা বিস্তার করিয়া সুমধুর কুলু কুলু নিনাদে আপনার মনে সাগর উদ্দেশে ধাবিত। বিমল জ্যোৎস্নারাশি সেই তরঙ্গিত শ্বেত সলিলে নিদ্রিত—অথচ সেই ললিত লহরী সঙ্গে মাধুরী যেন উছলিয়া উঠিতেছে! সেই নীরব নিশীথে গঙ্গার কি অপূর্ব্ব শোভা! জগৎ নিস্তব্ধ—নিদ্রিত; কেবল তরঙ্গের হৃদয়মন তৃপ্তিকর কুল কুলধ্বনি। তীরস্থিত পাদপশ্রেণীও বিমল চন্দ্র কিরণে বিভূষিত হইয়া মৃদুমন্দ গন্ধবহ হিল্লোলে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। প্রকৃতি আনন্দময় হাসির সাগরে ভাসিয়া শান্তি ভোগ করিতেছে।

কিয়ৎকাল কূলে দাঁড়াইয়া প্রতাপ প্রকৃতির সেই নৈশ নির্ম্মল শোভা দেখিলেন। ভক্তি রসে হৃদয়কন্দর অভিষিক্ত হইল। কহিলেন "মা ভাগীরথি! অভাগাদিগের তুমিই

একমাত্র গতি। যখন পিতামাতা ভাইভগিনী আত্মীয়বর্গ ঘৃণা করিয়া বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন, স্পর্শে দেহ অপবিত্র মনে করেন, জননি! তুমিই তখন তাহাকে আদরে স্নেহভরে কোলে স্থান দিয়া থাক। মা আমারে কি কোলে স্থান দিবে?"

সংসারে একেবারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, জীবন যন্ত্রণা বোধ হইয়াছে;—প্রতাপ উন্মত্ত! ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার কহিল "ভ্রান্তিমদে মজিয়া যদি কখন পাপ করিয়া থাকি, গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া গঙ্গাজলে প্রাণ অঞ্জলি দিতেছি, মা দয়া করিয়া দীনহীনের পাপ মোচন করিও।"

সহসা কল্লোলিনীর সলিলরাশি প্রবল তুফানে স্ফীত হইয়া উঠিল। মত্ত পবনহিল্লোলে ভীমগম্ভীর কল্লোলে তুঙ্গ তরঙ্গাবলী তটিনীর বিশাল বক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। নিবিড় ফেনরাশি শ্বেতজটাজালের ন্যায় লহরী-মস্তকে দুলিতে লাগিল। আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়া সহস্র বাহুতে কূলে আঘাত করিতে করিতে প্রবাহিনী উন্মাদিনীবেশে ধাবিত হইল। চন্দ্র নিবিড় নীরদমণ্ডলে ঢাকিয়া গেল—সেই রজত জ্যোৎস্নাময়ী রজনী গাঢ় তিমিরে মগ্ন হইল!

প্রতাপ চমকিত বিস্মিত—বিশ্ববিস্মৃত। জলে ঝাঁপ দিবেন, কে যেন পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

"নির্ব্বোধ কি জন্য প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত? আত্মহত্যা সহজ কাজ, গৌরবের, পৌরুষের বিষয় নয়! জীবিত থাকিয়া যে ব্যক্তি জীবনের ব্রত উদ্যাপন করিতে পারে, স্ব নামে ধন্য হইতে ও স্বোপার্জ্জিত যশঃরাশিতে মস্তক শোভিত করিতে পারে, সেই পুরুষ, তাহারই পৌরুষ, সেই ধন্য।"

কি সুললিত কণ্ঠস্বর! তাহার স্তরে স্তরে যেন অমৃত মাথান। প্রতাপের চৈতন্য হইল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন এক ভুবনমোহিনী রমণী! প্রথমে বোধ হইল, এ জীবনতারা, কিন্তু দেখিলেন এ জীবনতারা নয়—এক অদ্বিতীয়া পরমা সুন্দরী রমণী। সর্ব্বাঙ্গে যৌবনতরঙ্গ স্বর্গীয়রূপ মাধুরীর সঙ্গে মিশিয়া রঙ্গে নৃত্য করিতেছে। লাবণ্যরাশি ঝরিয়া পড়িতেছে। এ রূপের, এ যৌবনের এক অদ্ভুত চমৎকার মহিমা! শরচ্চন্দ্রের কাছে নক্ষত্রের যেমন শোভা হয় না, এ ষোড়শী রূপসীর কাছে জীবনতারাও সেইরূপ নিষ্প্রভ! অথচ উভয়েই যুবতী—উভয়েই পরমা রূপসী, কিন্তু উভয়ের রূপের উভয়ের যৌবনের মাঝে বিস্তর প্রভেদ; সে প্রভেদ বর্ণনা করা যায় না।

প্রতাপকে নীরব দেখিয়া যুবতী পুনর্ব্বার কহিলেন—সেই চাঁদমুখের মধুময় কথা একবার শুনিলে ভুলিতে পারা যায় না। আজীবন যেন সেই স্বর শ্রবণ বিবরে নৃত্য করিতে থাকে।

"এই নবীন বয়সে কি বিরাগে জীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, বল?"

প্রতাপ চক্ষু উন্মীলন করিয়া বরাঙ্গিনীর বদন পানে চাহিলেন; কথা কহিবেন কি সেই রমণীর রমণীয় রূপে একেবারে মোহিত! সেই রূপে যেন মহামরীচিকা, সেইরূপে যেন মোহকরী মন্ত্র, সেই রূপে যেন ভুবন ভুলান আবেশ মাথান!

অনেকক্ষণ পরে জড়িত স্বরে কহিলেন "তুমি কে, কি জন্য একাকিনী এই গভীর রজনীতে ভীষণ শ্মশানে ভ্রমণ করিতেছ?"

যুবতী মৃদুমধুর হাসিয়া, চাঁদের আলোকে সোহাগা ঢালিয়া ইন্দ্রধনুতে সৌরভ মাখাইয়া, সোহাগে ঢলিয়া প্রতাপের স্কন্ধে

হস্তাপর্ণ করিয়া কহিলেন "আমি কে, এখনি বলিব। তুমি অতি সৌভাগ্যবান; তুমি রাজরাজেশ্বর হইবে। তুমি অতি নির্ব্বোধ, তাই এই সংসারের সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, এই নবীন বয়সে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে! জীবন অতি অমূল্য—যত্নের সামগ্রী। সে জীবনকে যে স্বহস্তে নষ্ট করে, তাহার তুল্য নরাধম, মহাপাতকী আর নাই। আমি আজ তোমাকে আত্মহত্যা রূপ মহাপাপ ও নরক যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াছি।"

প্রতাপ বিষাদপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল "আত্মহত্যা মহাপাপ জানি; জীবনান্তেও তাহার নিস্তার নাই, ভীষণ নরককুণ্ডে অনন্তকাল দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সহজে কেহ আত্মহত্যা করে না। আমার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই, বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।"

অধর চাপিয়া মধুর হাসিয়া সেই রূপসীবালা ধীরে ধীরে প্রতাপের হস্ত ধরিয়া প্রণয়মাখা দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া অতি সুললিত স্বরে কহিল "তাই তোমাকে নির্ব্বোধ বলিতেছিলাম। প্রাণত্যাগ করিয়া যখন তোমাকে অনন্তকাল নরকাগ্নিতে পুড়িতে হইবে, তখন আত্মহত্যায় হৃদয়জ্বালার শান্তি কোথা? তুমি কঠিন অনল পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রজ্বলিত তরল অনলে বাস করিতে যাইতেছিলে। যুবক! তুমি পরম সুখী!"

বলিয়া চন্দ্রবদনা আবেশবিহ্বল ঢল ঢল ছল ছল নয়নে হাসিয়া মুক্তা মসৃণ উজ্জ্বল দশনপংক্তির অপূর্ব্ব শোভায় প্রতাপের হৃদয় বিচলিত করিয়া তাহার পানে চাহিল।

প্রতাপের মস্তক ঘুরিয়া গেল—একবার সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। অনিমিষ নয়নে ক্ষণকাল যুবতীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া একটী অত্যুষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "না, না, জীবনতারাকে ভুলিতে পারিব না। এ অসার জীবনে কাজ নাই!"

বলিয়া সহসা সেই কামিনীর হস্ত ছাড়াইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। অতলজলরাশি এক মুহূর্ত্ত কম্পিত ও আন্দোলিত হইয়া পরক্ষণেই স্থির ভাব ধারণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ জলে নিমগ্ন হইলেন। জীবন কি বস্তু তখন তাহার জ্ঞান হইল। সেই সলিল গর্ভে যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছেন, সহসা যেন শুষ্ক ভূমিতে পদ সংলগ্ন হইল। আশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন সে শ্মশান, সে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল ভাগীরথী কিছুই নাই। নন্দনকানন সদৃশ এক অপূর্ব্ব কাননে বিকসিত কুসুম শয্যায় তিনি শায়িত। সেই পরমা সুন্দরী অপ্সরীরূপিণী পূর্ণযৌবনা কামিনী পার্শ্বে বসিয়া সহাস্যবদনে প্রেমপ্রফুল্ল নয়নে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে। বিহঙ্গগণের মধুর কাকলীধ্বনিতে কানন আনন্দিত। সুরভি সৌরভে চৌদিক পুলকিত। অদৃশ্যভাবে সুললিত নৃত্যগীত বাদ্যরব প্রমোদউদ্যান প্রেমে বিহ্বল করিয়াছে।

প্রতাপ বিস্মিত। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সেই প্রমদার বদনপদ্মপানে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি নাই।

রমণী ভালবাসাপূর্ণ তরলদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া মৃদুমধুর হাসিয়া প্রতাপের হস্ত ধরিয়া বীণানিন্দি সুললিত স্বরে কহিল "এখন কি আর তোমার মরিবার সাধ আছে? বল দেখি, তুমি সত্যই পরম সৌভাগ্যবান কি না?"

প্রতাপ মৃদুস্বরে উত্তর করিল "সুন্দরি! তুমি কে, আমি কোথা বল? অথবা এ সমস্তই কি কেবল অলীক স্বপ্ন! মরীচিকা!"

যুবতী কহিলেন "সমস্তই সত্য, কিছুই স্বপ্ন নহে। আমি তোমাকে পরম সুখী করিব। তোমার যশঃকিরণে জগৎ আলোকিত হইবে।"

প্রতাপ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। যুবতী আদরে প্রেমভরে ধীরে ধীরে তাহার হস্ত টিপিয়া বলিলেন "এ আক্ষেপ কেন! আমি পরিহাস করি নাই। তোমার দুঃখ দূর করি-বার শক্তি আমার আছে।"

প্রতাপ কাতরভাবে বলিল "আমার দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। তুমি জান না তাই ও কথা বলিতেছ। আমার ন্যায় ভাগ্যহীন পুরুষ জগতে জন্মে নাই, জন্মিবে না। তোমায় দেখিয়া উচ্চকুলোদ্ভবা বোধ হয়; কিন্তু তোমার চরিত্র অতি বিচিত্র।"

ঈষৎ হাসিয়া অথচ গম্ভীরভাবে প্রেমপূর্ণ ঢল ঢল সচঞ্চল নয়ন কমলের বঙ্কিম তরল দৃষ্টিতে প্রতাপকে মোহিত করিয়া রমণী

উত্তর করিল "প্রেমিক হইয়া তুমি এমন অপ্রেমিকের ন্যায় কথা কহিতেছ, বড় আক্ষেপের বিষয়! অমি যথার্থই সম্ভ্রান্ত কুলসম্ভবা। আমার ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাও অপরিসীম। কি চাও বল। যদি প্রেম চাও, সরল প্রেমে তোমাকে সুখী করিব; ঐশ্বর্য্য চাও, কুবেরের ভাণ্ডার তোমার পায় লুটাইয়া দিব; রাজ্য চাও, ভূমণ্ডল তোমায় দিতে প্রস্তুত আছি। শক্তি চাও, বাসবের প্রচণ্ড প্রতাপ দিব। কি চাও বল। রূপ, যৌবন, দীর্ঘজীবন সমস্তই তোমাকে দিতে পারি। মরিয়া লাভ নাই। বাঁচিয়া থাকিলে, রূপ, যৌবন, ধন ও শক্তি পাইলে জগতের বিস্তর মঙ্গল সাধিতে পারিবে, এবং আপনিও পরম সুখী হইবে। তাই তোমাকে মরিতে দিই নাই, তাই তোমাকে দুই বার বাঁচাইয়াছি।"

রমণীর বাক্যে প্রতাপের প্রলাপ বোধ হইল, ভাবিলেন এ কামিনী উন্মত্ত। মনে একবার একটা আশারূপ ইন্দ্রধনু উদয় হইয়াছিল, সহসা তাহা অদৃশ্য হইল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তাহাতে আর সন্দেহ কি? মনে করিলে তুমি যে এখনি আমাকে রাজরাজেশ্বর করিতে পার, তাহা নিশ্চয়। তবে আমার ও সব কিছুতেই প্রয়োজন নাই। তুমি আপনার ঐশ্বর্য্য আপনি ভোগ কর।"

এই বলিয়া প্রতাপ উঠিলেন—সেই বসন্তরূপিনী কামিনী ও উঠিয়া দাঁড়াইল। গ্রীবা বাঁকাইয়া আবেশবিহ্বল ললিতবঙ্কিম কটাক্ষে প্রতাপের পানে চাহিয়া বাহুলতিকার দ্বারা তাহার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া অধর ফুলাইয়া কোকিলকুজিত ভ্রমরগুঞ্জিত বীণা-নিন্দিত মধুর মোহন স্বরে কহিল "তুমি কি মনে করিলে আমি

প্রবঞ্চণা করিতেছি। তোমার মনের কথা আমার নিকট অপ্রকাশ নাই। তুমি ভাবিয়াছ আমি বাতুলা, কেমন সত্য কি না? —যুবক! দেখ দেখি, আমি সুন্দরী কি না? ভুবনে এমন রূপ কি দেখিয়াছ?"

বলিয়া যুবতী এক চমৎকার ভঙ্গিমা সহকারে হাসিল। সেই হাসি ঈষৎ উচ্চ, কিন্তু তাহার স্তরে স্তরে ইন্দ্রধনুর রেখার ন্যায় মধুরতা মাখান, সুধাস্রোত প্রবাহিত, প্রীতি যেন গাঁথা! যুবকের মন ভুলিয়া গেল, মস্তক ঘূর্ণিত হইল। এ রমণী কে? সত্যই কি বাতুলা? অথবা আমার সহিত ব্যঙ্গ করিতেছে?"

যুবতী তাহাকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া প্রীতি প্রফুল্ল আননে তাহার মুখচুম্বন করিল! মরি! মরি! কি নির্ম্মল অনন্দ! সেই নিশ্বাস কি সুরভি সৌরভে সুরভিত! সেই চুম্বনে কি পরমানন্দ মাখান! সেই আলিঙ্গনে, সেই স্পর্শে কি অমৃত উছলিয়া পড়িতেছে!

"প্রতাপ!" এতক্ষণ সেই কামিনী নাম ধরিয়া সম্ভাষণ করে নাই, এখন কহিল "প্রতাপ! আমি কি তোমার ভালবাসার, তোমার প্রণয়ের, তোমার আদরের সামগ্রী হইবার যোগ্য নহি? একবার নয়ন মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, এখন পরম রমণীয় চিত্র আর কখন দেখেছ কি?"

বাস্তবিক তেমন বিচিত্র চিত্র প্রতাপ কখন দেখে নাই। যখন সেই এলোকেশী ষোড়সী রূপসী রূপের পসরা প্রসারিত করিয়া পূর্ণিমার ন্যায় তাহার সম্মুখে প্রেমভরে হাসিমাখা মুখে গ্রীবা বাঁকাইয়া অধর ফুলাইয়া অপূর্ব্ব পীনপয়োধরশোভিত সরস

হৃদয় উন্নত করিয়া দাঁড়াইল—কোথা বা জীবনতারা—কোথা বা তাঁহার সেই ধর্ম্মজ্ঞান, কিছুই স্মরণ রহিল না।

যুবতী কহিল "প্রতাপ! দেখ দেখি আমি কি পাগলিনী! আমি তোমার নাম জানি। কি জন্য চমকিত হইতেছ? জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত কি হইয়াছে, মৃত্যু পর্য্যন্ত কি হইবে তোমার জীবনের সমস্ত ইতিহাস সমস্ত ঘটনা এক একটী করিয়া বলিয়া দিতে পারি! তুমি পিতৃমাতৃহীন; জীবনতারা তোমার প্রেমে উন্মাদিনী—আবার চমকিয়া উঠিলে যে? ইতি পূর্ব্বে আমি তোমাকে ভাল বাসিতাম না। যখন জীবনতারার সঙ্গে পথে দাঁড়াইয়া দুজনে প্রেমের কথায় মগ্ন ছিলে, আমি তখন সেই খানে উপস্থিত—সব দেখিয়াছি। তাতেও মন মোহিত হয় নাই। ভগ্নহৃদয়ে বিষণ্ণ বদনে ভাগীরথীর অভিমুখে আসিতে দেখিয়া প্রথমে কেমন দয়া হইল। তোমার সেই হতাশাক্ষুণ্ণ বিষণ্ণ বদনের প্রশান্তভাব আমার প্রাণ মন মোহিত করিল।"

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে প্রতাপ এরূপ বিস্মিত হইতেন কি না সন্দেহ। এ রমণী কে? অনিমিষ নয়নে আবার ক্ষণকাল কামিনীর বদন কমল দেখিলেন। পূর্ব্বে কখন তাহাকে দেখেন নাই। অথচ সেই প্রফুল্ল বদন কমলে প্রমত্ততার চাঞ্চল্যভাব, ঔদাস্য, শূন্যতা—কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। গাম্ভীর্য্য শারদ চন্দ্রিমা মাখিয়া ঢল ঢল ভাবে সেই অনিন্দ বদনারবিন্দে ইন্দীবর নয়নে খেলিয়া বেড়াইতেছে! ছলনা, চাতুরী বা বৃথা অহঙ্কার—কিছুরই কোন লক্ষণ নাই। কেবল প্রীতিরাশি উছলিয়া পড়িতেছে। তবে এ রমণী কে?

তরুণী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল "এখনো কি তোমার বিশ্বাস হয়

না। যদ্যপি তোমার অমঙ্গল কামনা আমার উদ্দেশ্য হইবে, তবে তোমাকে বাঁচাব কেন?”

প্রতাপ কহিলেন “তুমি কে আগে আমাকে বল।”

যুবতী হাসিয়া প্রতাপের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া কহিল “প্রাণাধিক্! আমি কে জানিয়া তোমার ফল কি? আমি তোমার মিত্র তোমাকে ভালবাসি, রাজ্যধন, শক্তি—এ সকলি তোমার পদতল, তারপর প্রেম, ভালবাসা, দীর্ঘজীবন, চিরযৌবন ও পরম আনন্দ—এ সকলি তোমার। কেবল আমি তোমার ভালবাসা চাই। আজ তোমাকে জগতের কেহ চিনে না, জানে না; আজ তুমি অতি দুর্ব্বল, ভগ্নোদ্যম; আজ তোমার নবীন হৃদয় ভীষণ শ্মশান ভূমি; আজ তুমি পথের ভিখারী; আজ তুমি যবনপদবিদলিত;—ইচ্ছা করিলে, ভালবাস বলিয়া একবার আমাকে হৃদয়ে ধরিলে, কাল তুমি দুর্জ্জয় পুরুষ, কাল তোমার চক্ষে জগৎ তৃণবৎ। নীরোগ দেহে শত সহস্র বৎসর রূপ যৌবন ও নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ ও শান্তির সরসীমাঝে সুখ শতদল আহরণ করিবে। যবনের চরণ সেবায় ক্রটী কর নাই, কই এখনো ত সেই ভিখারী! নবাব মহম্মদ খাঁর জ্বলন্ত বিষমাখা হৃদয়-ভেদী শেল—আশ্চর্য্য! এখনো কি তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া নাই? সেত অধিক দিনের কথা নয়। তুমি চাকুরীর আশায় তাহার চরণ সেবা করিতে গেলে সেই পাপাত্মা যবন তোমাকে কি বলিয়াছিল? তোমার যুবতী ভগ্নীকে তাহার কাছে লইয়া গেলে সে তোমাকে চাকুরী দিবে—কেমন? তুমি যদি মানুষ হতে, তাহলে মরিতে যাইতে না। বাচিয়া থাকিয়া সেই পাপী-ষ্ঠকে সমুচিত প্রতিফল দিতে চেষ্টা করিতে।”

"রমণী! তুমি কখনও মানবী নহ! ক্ষান্ত হও।" উন্মত্ত-ভাবে উদাসনেত্রে কামিনীর পানে চাহিয়া প্রতাপ এই কথা বলিয়া উঠিল।

"আমি মানবী তোমাকে কে বলিল? যুবতী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল। আমি যে হই না কেন, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? মানবী আবার কোনকালে—আমি তোমাকে যা দিব বলিলাম—দিতে পারে?"

প্রতাপ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল "তুমি সত্যই আমাকে ঐশ্বর্য্য ও শক্তি দিতে পার? বিষয় বিভবে তাদৃশ আকাঙ্খা নাই—শক্তির একান্ত আবশ্যক। সেই শক্তি যদ্যাপি তুমি আমাকে দিতে পার, চিরকাল তোমার দাস হইয়া থাকিব।"

হাসিয়া প্রতাপকে হৃদয়ে ধরিয়া কামিনী উত্তর করিল "আমি পরিহাস করি নাই?"

প্রতাপ জ্ঞানশূন্য—উন্মত্ত; সেই পূর্ণিমারূপিণী রূপসীকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া কহিল "তুমি দানবী, মানবী, পিশাচী, যে হও আমি তোমার দাস!"

প্রতাপের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া মৃদু হাসিয়া মধুর স্বরে প্রমদা উত্তর করিল "তোমার জীবনতারার দশা কি হইবে?"

প্রতাপ পাগলের ন্যায় কহিল "আমি জীবনতারা চাই না। শক্তি চাই। আমাকে তুমি শক্তি দাও।"

এই বলিয়া প্রতাপ সেই ভাবিনী কামিনীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আদরে প্রেমভরে বার বার তাহার সরস সুধাময় অধর-বিম্ব চুম্বন করিল। কামিনীও আবেশসাগরে অঙ্গ ঢালিয়া দিল। রূপে রূপে যৌবনে যৌবনে লাবণ্যে লাবণ্যে প্রণয়ে

প্রণয়ে মিশিয়া গেল! শ্মশান যেন ত্রিদিব স্থরভি জোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইল! নীরব নিশিতে কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুল মধুরতানে মঙ্গল গান আরম্ভ করিল। মকরন্দময় মলয়পবন যুবক যুবতীর চিত্তকানন প্রমোদিত করিয়া স্থমন্দ গতিতে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। অদৃশ্যে মধুর গীত বাদ্যের আনন্দময় নিক্কণ দিঙ্মণ্ডল পুলকিত করিল। উভয়েই প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ, উভয়েই নীরব! নীরবে উভয়ে উভয়ের মুখমধু পান করিতে লাগিল। বাহ্যজ্ঞান নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই—স্থখ স্বপ্নে উভয়ই উন্মাদিত।

কতক্ষণ পরে প্রমদা কহিল “প্রাণাধিক! এই সকল স্থখ ফেলিয়া তুমি কি না জীবন ত্যাগ করিতেছিলে! জীবনে স্থখ আছে কি না, বল দেখি? আমি কে এখন তোমাকে বলিব। দানবী, মানবী যে হই না কেন—তুমি বলিয়াছ, তোমার তাহাতে ক্ষতি নাই, তুমি কেবল শক্তি চাও।”

প্রতাপ বিম্বাধরার অধরবিম্ব চুম্বন করিয়া কহিল “তুমি কে আমি জানিতে চাহি না; তুমি আমাকে শক্তি দাও। যবন বংশ ধ্বংশ করিবার প্রচণ্ড শক্তি আমাকে দান কর।”

যুবতী করকমলে যুবকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রেমপূর্ণ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া বলিল “ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ও সম্মান না থাকিলে শক্তি সকল সময়ে কার্য্যকারিণী হয় না। আবার দেহ ক্ষণভঙ্গুর—শতদল দলগত সলিলের ন্যায় অস্থির হলেও শক্তি কার্য্য করিতে পারে না। স্থতরাং অজেয় ও ধন্য হইতে হইলে ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও দুর্জ্জয় দেহ আবশ্যক। এ সকলি আমি তোমাকে দিব।

যত দিন তুমি আমাকে ভালবাসিবে, তত দিন আমি তোমার; তুমি যেখানে থাক, আমি তোমায় রক্ষা করিব যখন যা বলিবে তাই করিব।”

প্রতাপ চমকিয়া উঠিল—তাহার অন্তরাত্মা যেন কম্পিত হইল! রমণী তাহা দেখিল—মৃদু হাসিয়া প্রতাপের মুখ চুম্বন করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া কোকিলকণ্ঠে বলিল “এ আশঙ্কা কেন?”

“না, না,” প্রতাপ ব্যাকুলিতভাবে ভাবিনীকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া উত্তর করিল, “সে ভাব গিয়াছে। আমি তোমাকে ভালবাসি।”

যুবতী প্রেমে একেবারে প্রতাপকে উন্মত্ত করিয়া হাসিতে পৌর্ণমাসী শশীর চন্দ্রিমা রাশি বর্ষণ করিয়া কহিল “প্রতাপ! আমি সত্যই দানবী—হর্য্যক্ষ দানবের কন্যা। ঐ যে অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতেছ, ঐ বৃক্ষে আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করি। পিতা দানবদিগের অধীশ্বর; আমি তাঁহার অতি আদরের কন্যা, আপনার রূপে, আপনার গৌরবে, আপনার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াই। আমার নাম পরিবালা। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও ভাল বাসি নাই—মনে করিও না পুরুষ ভুলান্ আমার ব্যবসা।”

“পরিবালা!” প্রতাপ সেই প্রেমপ্রফুল্ল বিম্বাধরে অধর দিয়া পিযুষ পান করিতে করিতে বলিল “পরিবালা! আর আমাকে ভীত বা চকিত দেখিতেছ? তোমাকে ভাল বাসিব না? তোমার মধুময় কথায়, অঙ্গ সৌষ্টবে, সৌন্দর্য্যে, তোমার নয়নে, অধরে, প্রণয়, ভালবাসা ও প্রীতি ঝরিয়া পড়িতেছে—যদি জীবনতা-

রাকে ভাল না বাসিতাম, তবে তোমাকে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতাম। জগতে তোমার ন্যায় ভালবাসার সামগ্রী কি আর আছে ?”

যুবতী হাসিয়া বলিল “কেন, তোমার জীবনতারা ?” প্রতাপ বিষাদপূর্ণস্বরে বলিল “আমি জীবনতারাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি সত্য, সে আমার জন্য পাগলিনী—কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তাহার সেই সুখের সরল হৃদয়ের সরোজকানন শুষ্ক হইল,—আমার অপরাধ কি ? পারি যদি, আমি তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিব।”

মৃদু হাসিয়া অনিন্দ্য মসৃণ দশনমুক্তার বিমল উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশ করিয়া পরিণী বলিল “প্রিয়তম! এস আর বিলম্বে কাজ নাই ; রজনীও প্রভাতা প্রায়। গন্ধর্ব্ব পর্ব্বতে অমৃত সরসী নামে এক সুন্দর সরোবর আছে। সেই সরোবরে স্নান করিলে, তোমার এই কন্দর্পোপম কান্তি আরো কমনীয়তা লাভ করিবে ; সেই অনুপম মধুর সুরভিরূপ বিশ্বমণ্ডল মোহিত করিবে। তোমার নিশ্বাস গোলাপের পরিমলে সুবাসিত হইবে। নব যৌবন মনোহর লাবণ্যে চিরকাল শরীর ভূষিত করিয়া রাখিবে। দেহ অসীম বলশালী হইবে। শাণিত অসি, কামানের গোলা, ভুজঙ্গের বিষ, জ্বলন্ত অনল—এমন কি বজ্রাগ্নি ও তোমার শরীর স্পর্শ করিতে পারিবে না। তুমি অয়েজ হইবে এবং অলক্ষে চিন্তাগতিতে চরাচর ভ্রমিতে পারিবে। তোমায় দেখিলেই শত্রুর হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে, দেহ অসাড় হইবে। ঐশ্বর্য্যে তুমি ভুবন ক্রয় করিতে পারিবে। তবে আমি দানবী—কতকাল মানুষের সহবাসে থাকিব— স্থিরতা নাই ; কবে তোমায় ছাড়িব

তাহাও বলিতে পারি না। যবন সম্রাট ইন্দ্রপুরের রাজা রাজেন্দ্র রায়ের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে। সেই রাজ্য আমি তোমায় ক্রয় করিয়া দিব, কারণ আপাততঃ সম্পদ ও পদ আবশ্যক। এখন এস।”

এই বলিয়া সেই কামিনী প্রতাপের হস্ত ধরিয়া অদৃশ্য হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেমপাগলিনী জীবনতারার নয়নতারায় অনিবার তারাকারা নীরধারা বিগলিত। স্বর্ণসরোজিনী শুকাইয়া গিয়াছে। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিনযামিনী জীবনতারা এক চিন্তায় নিমগ্ন। গৃহের বাহিরে যায় না; জগৎকে মুখ দেখায় না। পিতা মাতা তাহার সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

জীবনতারা একাকিনী আপনার কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছে "আমি প্রতাপকে ভালবাসি। জীবন প্রতাপময়। এত আশা, ভালবাসা সব বিফল হইল! যুবতীর অভিনব হৃদয়কানন শ্মশান হইল! কোন্ প্রাণে সেই প্রাণময় প্রতাপকে হারাইয়া, বিনা কলঙ্কে কলঙ্কের ভাগী হইয়া জীবিত আছি? হৃদয় কেন বিদীর্ণ হয় না? প্রতাপ! তুমি কিছুই বুঝিলে না; অবলার মর্ম্মবেদনা ভাবিয়া দেখিলে না; এত ভাল বাসিলাম, ভালবাসার বদলে ভাল বাসিলে না! অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ করিয়া পালাইলে। প্রতাপ! তুমি অতি নির্দ্দয়! ভালবাসিলে অভাগিনীকে

কাঁদাইয়া ভীষণ মরুভূমিতে ফেলিয়া পালাইতে না। হায়! অপ্রেমিকে প্রেম ও প্রাণ দিয়া আজ আমাকে কি দারুণ লাঞ্ছনা সহিতে হইল! হা শাস্ত্রকারগণ! কোন্ প্রাণে এই পাষাণময় শাস্ত্র রচনা করিলে? অবলা কুলকামিনীদিগের বিষণ্ণ কাঁদ কাঁদ মলিন মুখকমল একবার কি তখন তোমাদের মনে উদয় হইল না? কেমন করিয়া তাহাদিগকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিলে? সাধের প্রেমে ঐবাদ কেমন করিয়া সাধিলে? পবিত্র প্রণয়পঙ্কজে বিষ অর্পণ করিলে? অথবা যখন শবের সহিত জ্বলন্ত অনলে জীবিত রমণীকে দগ্ধ করিতে পরম আনন্দ বই তোমাদের কুলিশহৃদয়ে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা মায়া মমতার লেশমাত্র উদয় হইল না, তখন তোমাদের অসাধ্য কার্য্যই বা কি? হা ভারত! কোন্ পাপে কামিনীকুল তোমার উদরে জন্ম গ্রহণ করে? তুমি সুখের, সৌভাগ্যের, প্রতাপের অত্যুচ্চ শিখর হইতে অতল নরকসম গভীর কূপে পতিত হইয়াছ। স্বাধীন সুসভ্য প্রতাপশালী আর্য্যসন্তানগণ ফেরুবৃন্দবৎ যবনপদে বিদলিত হইতেছে। বিষহীন ফণী, উত্তাপহীন অগ্নি, কিরণহীন তপনের ন্যায় আজ তাহারা অতি দীন—জগতের ঘৃণ্য! ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া হা ভারত! ভারতপুত্র আজ বিষম অধর্ম্মপঙ্কে কলুষিত! মাতঃ! এ ঘোর অধঃপতনের কারণ কি? তোমার স্বার্থপর শাস্ত্রকারগণ তোমাকে এই দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া দাসপদে দলিত ও জ্বলন্তঅনলে দগ্ধ করিতেছে। আর যেন ভারতে রমণীর জন্ম হয় না! ভারত! তুমি ভীষণ শ্মশান হও!

"হা অদৃষ্ট! অবলা কুলবালাগণ কত কাল আর এই অত্যাচার সহ্য করিবে? কতকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দাসীবৃত্তি করিবে?

কবে তাহাদের তিমিরময় হৃদয় আকাশে আনন্দময় ইন্দ্রধনু উদয় হইবে? হাস্যময়ী উষা সহাস্যবদনে দেখা দিবে?

"হা প্রতাপ! আর কি আমি তোমাকে পাব না? তোমার সেই তেজঃপূর্ণ প্রসন্নবদন দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল হবে না; আমি কি মনে মনেই স্বয়ম্বরা, মনে মনেই বিধবা হইলাম! আর কি সে প্রণয় পারিজাত বিকসিত হবে না? তুমি পুরুষ—অনায়াসে যথা ইচ্ছা চলিয়া গেলে। স্বাধীনপ্রাণ জীবনতারা লাঞ্ছনা সহিয়াও গৃহবাসিনী! কই স্বাধীন-প্রাণে আমি তোমার মত স্বাধীনভাবে গৃহত্যাগ করিতে সাহসী হইলাম না? কুলে মানে তোমার প্রেমে জলাঞ্জলি দিতে ত প্রস্তুত ছিলাম, কলঙ্কের পানে একবারও ফিরিয়া চাই নাই; কই এখন যে, গৃহের বাহির হইতে লজ্জায় মুখ অবনত হইয়া পড়ে, ভয়ে হৃদয় কম্পিত হয়। এখন জানিলাম তুমিই আমার সাহস, তুমিই আমার বল, তুমিই আমার তেজঃ ছিলে! মিহিরকিরণে শশির গৌরব তোমার গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত ছিলাম। তোমাকে দেখিয়া হৃদয়কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল; এখন রবির হিরণ্ময়ী ছবির বিরহে কমলিনী মলিনা।

"অবলা রমণী যে কত দুর্ব্বল, এখন আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম। তুমি নিকটে ছিলে, সর্ব্বদা তোমাকে দেখিতাম, ভালবাসিতাম, তখন আমার কত বল, কত তেজ ছিল। যে পিতামাতা ভয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতেন না, আজ আমি তাঁহাদের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না। মন্ত্রমুগ্ধ ফণিনীর মত আমার মস্তক অবনত! তুমি কি আদরের সামগ্রী, যখন কাছে ছিলে, ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই; তখন

তোমার উপর কত রাগ করিতাম! হায়, তোমাকে ভুলাইতে আপনি ভুলিয়া গিয়া, লজ্জাহীনা হইয়া উন্মাদিনীভাবে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছি—সেই আলিঙ্গন হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। আমি জানিতাম প্রেমিক হলে, আমার প্রতি ভালবাসা থাকিলে তুমি রাগ করিবে না, আমাকে চঞ্চলা ভাবিবে না। প্রণয়ের সেরূপ রীতিই নয়। প্রণয়হীন জীবন সলিলহীন সাগরের ন্যায়, সৌরভহীন কুসুমের ন্যায়, সৌন্দর্য্যহীন বসন্তের ন্যায়, বর্ণহীন ইন্দ্রধনুর ন্যায়, লাবণ্যহীন যৌবনের ন্যায়, কিরণহীন সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত বিফল—অতি ভয়ানক! আমার ভালবাসা যদি বুঝিতে—এই গভীর হৃদয়ে গভীর প্রণয়স্রোত কি বিমল আনন্দলহরী সনে প্রবাহিত—যদি অনুভব করিতে পারিতে, তবে আজ আমাকে নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া উদাসহৃদয়ে এ ভাবে কাঁদিতে হইত না! আমি যা করিয়াছি, সমস্তই তোমার প্রেমে মজিয়া। তোমার বিবাহ হইবে, অন্যে তোমাকে লইবে কোন্ প্রাণে জীবনতারা দেখিবে? হৃদয়ের প্রেমপ্রবাহ হৃদয়গর্ভেই ঘুরিতেছিল, আর আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। অকস্মাৎ প্রভূতপ্রভাবে উচ্ছলিত হইয়া বক্ষভেদ করিয়া প্রবলতরঙ্গে ধাবিত হইল; আমিও উন্মত্ত, জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম! প্রেমতৃষ্ণা প্রাণ আকুল করিল। আমার প্রেমে, আমার মনে যা কিছু মলিনতা ছিল, বিচ্ছেদানলে পুড়িয়া কষিতকাঞ্চনের ন্যায় এখন সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়াছে। হতাশা নিবিড় কুয়াশাজালে হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া না রাখিলে, আজ তাহা আনন্দ-নন্দনকানন! আজ তাহা শরতের একখানি অকলঙ্ক পূর্ণশশধর! আজ তাহা কন্দর্পের

কুসুমশয্যা; বসন্তের বিহারক্ষেত্র! ছয়রাগ ছত্রিশরাগিণীর নাট্যশালা!

"রমণী কি সত্যই দুর্ব্বল? প্রতিজ্ঞা করিলাম, রমণী উদ্ধারে জীবন ক্ষয় করিব। চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই,—হৃদয়ে পুরুষ সাজিয়া পুরুষকে পৌরুষ শিখাব! যত পারে কালভুজঙ্গ হৃদয়ে জড়াইয়া দংশন করুক—জীবনের এই মহাব্রত উদ্যাপনে ভগ্নোৎসাহ হইব না।"

প্রত্যহ জীবনতারার এই চিন্তা, এই ধ্যান। একমাস অতীত হইল, প্রতাপ ফিরিল না, প্রতাপ তাহাকে একখানি পত্রও লিখিল না। হতাশা যেন সেই তেজঃস্বিনী কামিনীকে আরো তেজোময়ী করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে বাঙ্গালার নবাবের দেওয়ান আলাউদ্দীন কোন কার্য্যবশতঃ জগদীশপুরে আসেন। মুসলমানের অত্যাচারে ভারতবর্ষ জর্জ্জরিত। নবাব মহম্মদ খাঁর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ—হিন্দু-জাতির উপর অত্যাচারের পরিসীমা নাই। কুলবতী কামিনী-দিগের রূপবতী ও যুবতী হওয়া ভার হইয়াছিল। একবার দুরন্ত যবনের পাপদৃষ্টিতে পড়িলে, রাজমহিষী হইলেও নিস্তার নাই। এই সময়েই অবগুণ্ঠনের আবিষ্কার। কত টিকিওয়ালা দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ শিরোমণি মহাশয়ের টিকিচ্ছেদন, মস্তক মুণ্ডন, কল্‌মা-পাঠ ও গোমাংস ভক্ষণ ঘটিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বঙ্গ-বাসী একেবারে জীবনহীন।

রাত্রি প্রায় দশটা। মহাসমারোহে শিবির সন্নিবেশ করিয়া আলাউদ্দীন উপযুক্ত সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৌতুক ও পরিহাস করিতেছে। মদে সকলেই বিষম উন্মত্ত। বিবিধ খাদ্য সামগ্রী স্বর্ণ ও রজত পাত্রে থরে থরে সজ্জিত। সুরভি তামাক ও সুরা মুহুর্মুহু চলিতেছে।

"এত আমোদ এত উল্লাস—কিন্তু সকলি যেন ফাঁক ফাঁক! এক সপ্তাহ এই গ্রামে অতিবাহিত হইল, যথার্থ বিমল আনন্দ একদিনও ভাগ্যে ঘটিল না। দন্তুরার হাসির ন্যায় আমাদের এই আমোদ। কিরণ বিনা যেমন সূর্য্যের শোভা নাই, কিরণ-রূপা মনোমত কামিনী ভিন্ন পুরুষও সেইরূপ শোভাহীন। শুনিয়াছি এইগ্রামে বিস্তর রূপবতী যুবতী আছে, দুর্ভাগ্য বশতঃ এবার একটী ভোগ করিতে পাইলাম না। ফতে খাঁ, ক্রমে সব ভুলিয়া যাইতেছে।"

বলিয়া আলাউদ্দীন ফতে খাঁ নামে জনৈক পারিষদের পানে চাহিল।

"হুজুর! আদেশ করিলে একটা কেন পরীর মত দশটা রূপসী আনিয়া দিতে পারি।"

ফতে খাঁ দাড়ী নাড়িয়া বাহাদুরী জানাইয়া উত্তর করিল।

আলাউদ্দীন আর এক পাত্র সুরা টানিয়া বলিল "হিন্দুরমণী আমার ভারি সাধের সামগ্রী। সরমকুঞ্চিত নবযুবতীর সঙ্গে কৌতুক করিতে বেশ।"

ফতে। ও কথা যদি বলিলেন—কেমন হে আলি খাঁ, আজ সন্ধ্যাকালে আমরা যা দেখিলাম, তার কি তারিফ বল।

আলি। তেমন রমণী আমি ত কখন দেখি নাই। সে যেন

রূপের জীবন্ত প্রতিমা। ফুল বাগানে যেন পূর্ণিমার উদয় হয়েছিল। ভেবেছিলাম হুজুরকে সংবাদ দিব, কিন্তু কেমন মনে হয় নাই।

আলা। সৎকাজে তোমার এরূপ গাফিলি বড় অন্যায়।

ফতে। বাস্তবিক হুজুর। হিঁদুর ঘরে তেমন রূপবতী রমণী আছে, আমি জানিতাম না। সে যেন একটী পরি। আমার ইচ্ছা হইতেছে, তারে আনিয়া আপনাকে ডালি দি।

আলা। বল কি ফতে খাঁ। তোমার কথায় হৃদয় যেন উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। এ অমৃত সমান সুরা, এ আমোদ, কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না। এমন রত্ন পাইয়া কি বলে ছাড়িয়া আসিলে? আহা মরি! মরি! আমি যেন সেই সুন্দরীকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি!”

ফতে। হুজুর! তেমন রূপ আপনি দেখেন নাই। সেই কামিনী প্রেমে ঢল ঢল, যৌবনে টল টল, লাবণ্যে তর তর। তার সর্ব্বাঙ্গে যেন গোলাপের ললিতমাধুরী ঝরিয়া পড়িতেছে।

আলা। অহে, প্রাণ যে পাগল হয়ে উঠিল। বুকের ভিতর যেন লু বহিতেছে! কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। আর এক গেলাস মদ দাও।—সেই কামিনীর উমর কত?

ফতে। সেই কামিনী ঠিক মনের মত। অশ্বত্থের নবীন মুকুল, বসন্তের অভিনব গোলাপ, শরচ্চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না—তার বয়সের কথা কি বলিব? সরস ষোড়শবর্ষে পড়িয়া আনন্দসরসে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় রূপে, যৌবনে, প্রেমে, সৌরভে, গৌরবে ও রসে ডগমগ করিতেছে!

আলা। তারে আমার চাই,—যদি এই জগদীশ গ্রাম

পোড়াইয়া ফেলিতে হয়, তাও শ্রেয় ; তারে আমার চাই। সেই রূপ গৌরবিনীর যৌবন সাগরে অবশ্যই অবগাহন করিব।

এ দিকে রাত্রি প্রায় অবসান। সুরাপানে, পরিহাসে সময় যে কত দ্রুত চলিয়াছে, কাহার দৃষ্টি নাই। নির্ম্মল পূর্ব্বাকাশে সুখতারা উদিত হইয়া ঝলমল করিতেছে।

ফতে। হুজুর! অনুমতি করিলে এই রাত্রেই তারে আনিয়া দি।

একটু চিন্তা করিয়া আলাউদ্দীন বলিল "রাত্রি প্রভাত প্রায়। তোমরা এক কাজ কর। এখানে না আনিয়া একেবারে সেই প্রাণতোষিণীকে বিল্লগ্রামের বিহারভবনে লইয় যাও। এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে। বিল্লগ্রাম এখান হইতে দশ ক্রোশ মাত্র। আমি কাল তথায় যাইব। তুমি এখনি বন্দোবস্ত কর, কি জানি যদি সেই প্রাণের পাখি উড়িয়া যায়। এই হাজার টাকা পুরস্কার দিলাম ধর।

টাকা পাইয়া ফতে খাঁ প্রফুল্ল অন্তরে প্রস্থান করিল।

জগৎ নীরব নিদ্রিত। গগন মণ্ডল দেখিতে দেখিতে মেঘমালায় আচ্ছাদিত হইল। চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারময়। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। এই অন্ধকারে ফতে খাঁ কালান্তের কালসদৃশ কয়েক জন যবনকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য নিদ্রিত। অকস্মাৎ তাঁহার বাটীর দ্বারে বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইল। নিদ্রা ভাঙ্গিল ; গৃহিণীও জাগিলেন। উভয়ে ভয়ে জড়সড়, বাটীতে ডাকাইত পড়িয়াছে। প্রতিবেশীগণেরও ঘুম ভাঙ্গিল ; কিন্তু কথা কহে সাহস কার ?

দস্যুগণ কপাট ভাঙ্গিয়া যে ঘরে গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য গৃহিণীর

অঞ্চল ধরিয়া এককোণে লুকাইয়া কাপড়ে প্রস্রাব করিতেছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

গৃহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে হাত জোড় করিয়া বলিলেন "বাপগণ! আমাদের প্রাণে মারিও না। আমরা অতি গরিব— যা আছে লইয়া যাও।"

"বেটী চুপ, নচেৎ এখনি মশালে তোর মুখ পোড়াইয়া দিব।" বলিয়া ফতে জ্বলন্ত মশাল তাঁর মুখের কাছে ধরিল। গৃহিণী ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইলেন।

"এ ঘরে নয়" বলিয়া দস্যুরা আর একটী ঘরে প্রবেশিল। এটি গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের পুত্র নরেন্দ্রনাথের শয়ন ঘর। তিনি অধিক রাত্রি অবধি পড়িয়া অঘোর ঘুমে অচেতন। তাঁহার বিবাহ হয় নাই। দস্যুদের চীৎকারে, মশালের আলোকে, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন ভীষণ-মূর্ত্তি দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী যবনদলে গৃহপূর্ণ। ভয়ে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিলেন "এ ঘরে তোমাদের লইবার যোগ্য কিছুই নাই। কয়খানি পুস্তক আছে, ইচ্ছা হয় লইতে পার।"

"এ ঘরেও নয়," বলিয়া ফতে খাঁ দলবল লইয়া সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল।

জীবনতারা কি করিতেছেন? এতরাত্রি হইয়াছে, জগৎ নিদ্রিত, কিন্তু তিনি জাগরিত; প্রতাপের ধ্যানে নিমগ্ন। দস্যুরা দ্বার ভাঙ্গিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল, দেখিলেন। ভয়ে এক-বার তাঁহার হৃদয় কাঁপিল না। পালাইবারও চেষ্টা করিলেন না। চিন্তা ত্যাগ করিয়া বক্ষস্থলে একখানি সুশাণিত ছোরা

বাঁধিয়া ভাল করিয়া আঁটিয়া কাপড় পরিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলেন। কপাট ভাঙ্গিয়া দস্যুরা তাঁহার গৃহে প্রবেশিল। তিনি যেন কিছুই জানেন না, আপনার মনে পড়িতে লাগিলেন।

'আরে আমার প্রাণের পাখি," ফতে খাঁ মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল "তুমি এখানে আর আমরা সৃষ্টি খুঁজিতেছি!"

তখন যেন জীবনতারার চৈতন্য হইল। তিনি মস্তক তুলিয়া চাহিলেন। সে দৃষ্টির কি মধুরতা! সে মুখের কি পরম শোভা! ফতে খাঁর পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইল। জীবনতারা বুঝিল, ইহারা তস্কর নয়, তাহার সন্ধানেই আসিয়াছে। কিন্তু ইহারা কে?

ফতে খাঁ ক্ষণকাল প্রমদার গম্ভীর রূপগৌরবে মোহিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল "সুন্দরি! তুমি পরম সৌভাগ্যবতী। আজ তুমি রাজ রাণী হইলে। কোন রমণীর সঙ্গেই আমরা বাক্য ব্যয়ে সময় নষ্ট করি নাই; কিন্তু তোমার মদগম্ভীরভাব আমাকে মোহিত করিয়াছে। তাই যেন তোমার অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে সাহস হইতেছে না।"

জীবনতারা অমৃতনিস্যন্দিনী সুমধুর স্বরে মৃদু মধুর হাসিয়া অর্দ্ধপ্রফুল্ল নেত্রে প্রেমভরা দৃষ্টিতে ফতে খাঁর পানে চাহিয়া কহিল "আমি দীনহীনা রমণী; এ সৌভাগ্য ঘটিবে, এমন কি পুণ্য করিয়াছি? আপনাকে সামান্য তস্কর বলিয়া বোধ হয় না; এ অবলা কামিনীর সঙ্গে এ পরিহাস কেন?"

সেই হাসি সেই কথা সেই আবেশবিহ্বল ঢল ঢল ভাব,

চঞ্চল বঙ্কিম কটাক্ষ—মন্মথের পঞ্চ পুষ্পশরে ফতেখাঁর হৃদয় বিদ্ধ করিল। তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। কালসর্প রূপে মোহিত হইল!

"আপনি ঐ বিছানার উপর বসুন।" বলিয়া হাত ধরিয়া ফতেখাঁকে বসাইয়া যুবতী পুনর্ব্বার বলিল "কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন, বলুন। এরূপ সৌজন্য, এরূপ মহত্ত্ব তস্করে সম্ভবে না। আর যদি তস্কর হন, আমার যে দুএকখানি গহনা আছে, খুলিয়া দিতেছে গ্রহণ করুন।"

জীবনতারা অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিবার উপক্রম করিল।

"আহা কর কি; কর কি!" বলিয়া ফতেখাঁ তাহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিল। "ও সোণার শরীর অলঙ্কারহীন করিও না। সুন্দরি! তুমি যথার্থই অনুভব করিয়াছ, আমি তস্কর নই। অদৃষ্ট তোমার অতি সুপ্রসন্ন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারি না। তুমি আমাদের সঙ্গে এস।"

এই সময়ে বহির্দ্দেশে একটা গোল উঠিল। জীবনতারার গৃহে দস্যুদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নরেন্দ্র ভীত হইলেন। গোপনে বাহিরে গিয়া পরিচিত কতকগুলি লোক লইয়া আসিয়া দস্যুদের আক্রমণ করিলেন। যাহারা বাহিরে পাহারা দিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে মারামারি বাধিল। গভীর চীৎকারে নীরব নৈশ গগন ফাটিতে লাগিল।

ফতেখাঁ। "সুন্দরি! এস" বলিয়া বলপূর্ব্বক জীবনতারাকে তুলিয়া লইয়া ছুটিল। নরেন্দ্র কতক্ষণ যুঝিবেন? গুরুতর আঘাত

প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অন্য অন্য লোক পলায়ন করিল। শিবিকা প্রস্তুত ছিল, ফতে খাঁ জীবনতারাকে তন্মধ্যে পুরিয়া বাহকদিগকে দ্রুত চলিতে অদেশ করিল। বাহকগণ শিবিকা স্কন্ধে লইয়া নীরবে দ্রুত ধাবিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিল্লগ্রামের বহির্ভাগে একটী রমণীয় উদ্যানের মধ্যে যবনের বিহার ভবন। জীবনতারা তথায় অবরুদ্ধ হইলেন। দ্বারে দ্বারে যমদূতসম প্রহরীগণ ফিরিতেছে। পালাইবার উপায় নাই। জীবনতারা সেই উদ্যানস্থিত অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া চিন্তা নিমগ্ন। কি ভাবে সেই গভীর হৃদয় আন্দোলিত, কে তাহা অনুভব করিতে সক্ষম?

"আমি ইচ্ছা করিয়াই এই পাপিষ্ঠদের হস্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়াছি। কিন্তু কার আদেশে আমি এখানে আনীত? অবশ্যই সে ক্ষমতাশালী। ফতে খাঁ কহিল সে তাহার অনুচর মাত্র। নিশ্চয় ইহারা নবাবের কর্ম্মচারী। নতুবা এত সাহস কাহাদের সম্ভাবনা? জাতিভেদ আমি মানি না,—হিন্দু, মুসলমান সব সমান। হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুশাস্ত্রের উচ্ছেদ সাধন জীবনের ব্রত—হায়, এ ব্রত কথন্ উদযাপন করিতে পারিব? প্রতাপশালী কোন এক যবনকে ভুলাইতে পারিলে, এ প্রতিজ্ঞা অনেকাংশে পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু কিসে ভুলাইব? জীবন, যৌবন, মন প্রতাপকে দিয়াছি। প্রণয়ের কথা ভুলিয়া আর কেহ আমাকে

ভুলাইতে পারিবে না। মুখের প্রণয়ে বা কাহাকে কত দিন ভুলাইয়া রাখিবে?

সন্ধ্যা আগত প্রায়। গোধূলি ধূলিধূষারত অঙ্গে গম্ভীর-ভাবে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিল। কুসুম-কাননে কুসুম সকল এক একটী করিয়া ফুটিতে লাগিল। সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যা-সমীরণ নির্ম্মল সুরভিপুষ্পপরিমলে দিঙ্মণ্ডল পুলকিত করিল। যুবতী চিন্তাকুলচিত্তে একাকিনী উপবিষ্টা। ফতেখাঁ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

"মরি! মরি! কি শোভা হইয়াছে! তুমি যেন সহস্র শরৎচন্দ্রের রজতময় চন্দ্রিমায় গৃহ আলো করিয়া চারিদিকে লাবণ্য ছড়াইয়া রূপের হাটে রূপের পসরা বিস্তার করিয়া যৌবনসাগরে প্রেমপঙ্কজে ক্রীড়া করিতেছ!"

ফতে এইরূপে রূপযৌবনের বর্ণনা করিয়া যুবতীর পার্শ্বে কিয়দ্দূরে একখানি আসনে বসিল।

জীবনতারা মৃদুমোহন হাসি হাসিয়া বীণাস্বরে কহিল "কি জন্য এবং কাহার আদেশে আমি এখানে অবরুদ্ধ—আপনি এ পর্য্যন্ত আমাকে বলিলেন না?"

যবন উত্তর করিল "সুন্দরী! এখন আর বলিবার প্রতিবন্ধক নাই। নবাব বাহাদুরের দেওয়ান তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী।"

জীবনতারার সেই প্রেমপ্রফুল্ল মুখকমল সহসা মলিন হইল।

ফতে। সুন্দরি! তোমার হাসিমাখা বদনমণ্ডল এ সুখ সংবাদে এমন মেঘাচ্ছন্ন হইল কেন? সেই সামান্য কুঠির কি তোমার বাসযোগ্য? আহা, তোমার রূপলাবণ্য আমাকেও উন্মত্ত করিয়াছে।"

ফতেখাঁ একটী হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

জীবনতারা প্রেমভরা ঢল ঢল দৃষ্টিতে ফতের পানে চাহিয়া করুণস্বরে বলিল "আপনি প্রেমিক হলে, আমাকে ভাল বাসিলে কখন আমাকে পরকে দিতেন না! আপনাকে দেখিয়া অবধি আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে; আমি যেন সর্ব্বদা মনশ্চক্ষে আপনার মোহনমূর্ত্তি দেখিতেছি!"

"সুন্দরি! সুন্দরি!" যবন উন্মত্তভাবে উত্তর করিল—"তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

"ভালবাসি!" জীবনতারা অধর ফুলাইয়া মৃদু হাসিয়া দশন শ্রেণীর উজ্জ্বল শোভায় যবনের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া বলিল "তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ভাল বাসি!"

ফতেখাঁর মাথা ঘুরিয়া গেল। বলিল "সুন্দরি! তুমি আমাকে পাগল করিলে—মজাইলে! আমার মনে যে কি হতেছে, তোমাকে কি বলিব? তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া তোমার অমৃতময় অধরবিম্ব চুম্বন করিয়া প্রাণ শীতল করি ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু আলাউদ্দীন জানিতে পারিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। যদি তাকে তোমার কথা না বলিতাম।"

"তাইত তোমাকে অপ্রেমিক বলিতেছিলাম।" চঞ্চল হরিণ নয়নের কুটিল বঙ্কিমকটাক্ষ হানিয়া যবনের প্রাণ জ্বর জ্বর করিয়া জীবনতারা অপূর্ব্ব ভঙ্গিমাসহকারে বলিল "আপনিওত পুরুষ—ভয় কি?"

ফতে খাঁ উদাসভাবে চাহিয়া বলিল "তাই ত সুন্দরি! স্বহস্তে আপনার পায় কুঠারাঘাত করিয়াছি!"

একজন ভৃত্য দেওয়ানের আগমন সংবাদ দিল। ফতে

খাঁ শশব্যস্ত হইয়া বলিল "সুন্দরী! আমার গতি কি হবে?"

জীবনতারা তাহার হাত ধরিয়া অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল "প্রাণাধিক্! তুমি আমাকে ভালবাস—প্রাণের সহিত ভাল বাস?"

ফতে উত্তর করিল "তোমাকে না পেলে বাঁচিব না।"

জীবনতারা একটু চিন্তা করিয়া বলিল "তবে এখন স্থির হউন। কোন কথা প্রকাশ করিবেন না। আমি উপায় করিব। আমার মন, প্রাণ, রূপ, যৌবন আপনার।"

ফতে সুখের সাগরে আশার হিল্লোলে ভাসিতে লাগিল। আলাউদ্দীন গৃহে প্রবেশ করিল। জীবনতারা অধোমুখে বিরসভাবে বসিয়া রহিল।

আলাউদ্দীনের বয়স পঞ্চাশ বৎসর। দেহ নিতান্ত ক্ষুদ্র ও কৃশ। ধূর্ত্ততা ও ইন্দ্রিয়াশক্তি গহ্বরনিহিত ক্ষুদ্র নয়ন দুটীতে ফুটিয়া পড়িতেছে। চিবুকে দুই চারি গাছি শ্মশ্রু, ওষ্ঠ পুরু। তাহাকে দেখিলেই পাকা বদমায়েস বলিয়া বোধ হয়। সেই শঠ লম্পট ও নৃশংস যবনকে দেখিয়া প্রবলহৃদয়া প্রমদার অটলহৃদয় বিচলিত হইল। কেমন করিয়া তাহাকে ভুলাইবেন?

ফতে খাঁ সসম্ভ্রমে উঠিয়া আলাউদ্দীনকে বসাইয়া কহিল "তুমি ভাগ্যবতী; সুখের সময় পরিতাপ করিও না। এই প্রতাপশালী পাঠান কুলতিলক তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন।"

আলাউদ্দীন যুবতীর রূপলাবণ্য দেখিয়া একেবারে মোহিত হইল। ফতেখাঁর মুখে গল্প শুনিয়াই জীবন উদাস হইয়াছিল; এখন স্বচক্ষে সেই বরাঙ্গীর যৌবনতরঙ্গ, সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠব—লাব-

ণ্যের অদ্ভুত মাদকতা দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অনিমিষ-নয়নে তৃষ্ণাতুর হৃদয়ে যুবতীকে ক্ষণকাল নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "ফতে, কি দিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিব? আহা! মানব জন্ম লইয়া, এমন স্বর্গীয় রত্ন যে না বক্ষে ধারণ করিল, তাহার জন্ম বৃথা! ফতে, তুমি আমার পরম বন্ধু। এখন তুমি যাও, আদরে সোহাগভরে সোহাগিনীর সঙ্গে দুটা প্রেমালাপ করি।"

ফতে খাঁ চলিয়া গেল। জীবনতারা সেই শঠশিরোমণি লম্পট পাঠানের সঙ্গে একাকিনী। আলাউদ্দীন ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পরম আদরে কামিনীর কর-কমল ধরিয়া বলিল "সুন্দরি! এ বিষাদ কেন? একবার হাসি-মুখে কথা কহিয়া তাপিত প্রাণ শীতল কর। আদরের আদরিণী —সোহাগের সোহাগিনী—হৃদয়ের অধিশ্বরী হইয়া হৃদয়ে বিরাজ কর! অয়ি অমৃতভাষিণি! একবার অমৃতময় কথা শুনাইয়া কর্ণকুহর চরিতার্থ কর। সুন্দরি! একবার বদন তুলিয়া অধীনের প্রতি কৃপা দৃষ্টিতে চাও।"

জীবন কথা কহিল না। অবিরল ধারে বারিধারা নীলোজ্জ্বল নয়নযুগলে বিগলিত হইতে লাগিল।

আলাউদ্দীন প্রেমাদরে প্রমদার চিবুক ধরিয়া কহিল "অয়ি নয়নরঞ্জিনি! তুমি কাঁদিতেছ? অনাথিনীবেশে পর্ণকুটীরে অতি ক্লেশে বাস করিতেছিলে—এখন তুমি রাজরাজেশ্বরী। কিঙ্কর কিঙ্করীগণ তোমার চরণ সেবা করিবে। তুমি রত্নালঙ্কারে বিভূ-ষিত হইয়া হৈমগেহে প্রেমের প্রতিমার ন্যায় বিরাজ করিবে! তবে এ রোদন কেন?

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যজিয়া ঢল ঢল চঞ্চল নয়নের বিলোল বিষণ্ণ

দৃষ্টিতে চাহিয়া জীবনতারা অতি মৃদুঃ অতি মধুর স্বরে বলিল "মহাশয়! আপনি আমাকে বিষয় বিভব দিতে পারেন; আপনার ক্ষমতাও বিস্তর। তথাপি প্রাণ কেমন কাঁদিয়া উঠিতেছে। কাল অবধি আমি ভাবিতেছি,—বেশ বুঝিতেছি যে আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আর আমাকে ক্লেশ পাইতে হইবে না। আপনি মহানুভব—প্রেমিক, আমি যে, ধন অপেক্ষা আপনার ভালবাসার প্রত্যাশী, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু মহাশয়—"

যুবতী আর বলিতে পারিল না। দরবিগলিত ধারে দুনয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। বাক্যের জড়তা হইয়া আসিল। শরতের হাসি কান্নার ন্যায় সেই কাঁদ কাঁদ হাসি হাসি প্রেমের রমণীয়প্রতিমা দেখিয়া কোন্ পুরুষ স্থির থাকিতে পারে? আলাউদ্দীন আকুল প্রাণে অঞ্চলে অম্বুজনেত্র মুছাইয়া বলিল "প্রাণেশ্বরি! কাঁদিও না, কাঁদিয়া আমাকে কাঁদাইও না। আমি তোমাকে যে কি পর্য্যন্ত ভালবাসি, বলিয়া জানাইতে পারি না। অনেক রমণীকে আমি ভালবাসিয়াছি--অনেক রমণীর প্রণয়-হ্রদে প্রীতিপদ্ম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছি,—বলিলে বিশ্বাস করিবে না—আজ তোমায় যে মনে ভাল বাসিলাম, সে মনে কাহাকেও কখনও ভালবাসি নাই! এ ভালবাসা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; পূর্ব্বের ভালবাসা সাময়িক স্বপ্নমাত্র। ভালবাসায় এত সুখ, এত আনন্দ আমার জ্ঞান ছিল না। সুন্দরি! তুমি আজ আমাকে ভালবাসা শিখাইলে!"

জীবনতারা প্রফুল্ল নীলোৎপলনেত্র তুলিয়া সোহাগভরে যবনের পানে চাহিয়া কোকিলকণ্ঠে বলিল "মহাশয়! আমি যথার্থই ভাগ্যবতী! আমি ধন চাই না, দাস দাসী চাই না,—

আমি ভালবাসার ভিখারী। আপনার ভালবাসা পেলেই সুখী হইব।”

আলাউদ্দীন এক হস্তে জীবনতারার চিবুক ধরিয়া অপর হস্তে কপোলের কৃষ্ণ কুন্তলগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে কহিল “মন দেখাবার নয়, নতুবা খুলিয়া দেখাতাম, তোমায় কত ভালবাসি। এক বার ইচ্ছা করিয়া দেখ, তোমার মনোরঞ্জনার্থে কোন্ কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হই, তবে ভালবাসার পরিচয় পাইবে।”

সূর্য্যকিরণে পঙ্কজের যেরূপ শোভা হয়, সহসা সেইরূপ এক মধুর লাবণ্য পলকের জন্য লাবণ্য-প্রতিমা জীবনতারার বদনমণ্ডলে হাসিয়া উঠিল। যবনের হস্ত ধরিয়া বলিল “প্রাণেশ্বর!—সেই প্রাণেশ্বর কথাটী আলাউদ্দীনের কি মিষ্ট লাগিল—“প্রাণেশ্বর! আর বলিতে হইবে না; আমার মন বলিতেছে, আপনার ও সরল মনে কুটিলতা নাই। তবে দাসীর একটী ভিক্ষা আছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আজ আমাকে ক্ষমা করুন; আমি আপনারি! হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল রহিয়াছে। আপনি দুই এক দিন অপেক্ষা করুন,—যখন চিরজীবনের জন্য আপনার প্রেমে বাঁধা রহিলাম, দুই এক দিন বিলম্বে ক্ষতি কি? আজ আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিব না—চিত্তের সম্পূর্ণ স্থিরতা নাই। আপনি আমাকে ভালবাসেন; ভালবাসার সামগ্রীকে যত্ন করিতে হয়। সেই ভালবাসার অনুরোধে এই মিনতিটী রাখুন।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া যবন উত্তর করিল “সুন্দরি! সত্য সত্যই আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি; তোমার রূপের কি বিচিত্র শক্তি জানি না!

নতুবা তোমার এ মিনতি বিফল হইত। আমি এ পর্য্যন্ত বাসনাকে দমন করি নাই; রমণীর মিনতি রমণীর রোদন এ হৃদয়কে মোহিত করিতে পারে নাই। তুমি আজ আমাকে ভুলাইলে! অনেক আশায় আমাকে বঞ্চিত করিলে—তথাপি রাগ হয় নাই! আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিলাম, তৎপরে আর অনুরোধ থাকিবে না। তোমার যখন যা প্রয়োজন হইবে, ফতে খাঁ যোগাইবে। কিন্তু আমি প্রত্যহ একবার করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিব। এই অঙ্গুরীয়টী লও, ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ পরিও।"

পরমানন্দে জীবনতারা অঙ্গুরীয় লইয়া সহাস্যবদনে চম্পক-কলি অঙ্গুলিতে পরিতে পরিতে কহিল "যেন অধিনীকে ভুলিবেন না।"

নবম পরিচ্ছেদ।

আলাউদ্দীন চলিয়া গেলে জীবনতারা ভাবিল "আজকার মত পরিত্রাণ পাইলাম। এই দুর্ব্বৃত্ত যবনকে অনেকটা বশ করিয়াছি। রূপযৌবনের এই রূপ মহিমাই বটে!"

ভাবিতে ভাবিতে যুবতীর এক খানি দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইল। মুকুরখানি সুবৃহৎ ও সুন্দর। সম্মুখে দাঁড়াইলে মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। আপনার রূপে আপনি বিভোর হইয়া যুবতী ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া

রহিল। বিমল বদনচন্দ্রে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিভাসিত হইল। সরস অধরবিম্বে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। মৃদুস্বরে বলিল "আপনি আপনার রূপেই পাগলিনী—প্রেমে মত্ত হইয়া আপনার প্রতিবিম্বকেই আলিঙ্গন করিতে উদ্যত! অপরে আমাকে দেখিয়া ভুলিবে—কামানলে দগ্ধ হইয়া আমার পদ-পূজা করিবে, বিচিত্র কি! এই প্রতাপশালী পাপিষ্ঠ যবনের দ্বারা আমার তিনটী কাজ সাধিয়া লইতে হইবে। শক্রসংসার, সতীত্ব রক্ষণ, প্রতিজ্ঞাপালন। আমি প্রেমের ভিখারিণী, ভালবাসার পাগলিনী, কিন্তু কামের বশীভূত নহি। যবনের কি উচ্চাভিলাষ, কি স্পর্দ্ধা! ভাবিলে রাগে শরীর ফুলিয়া উঠে! হাসিও পায়! আরো দুটী দিন নিরাপদে থাকিব। দেখা যাক, ভগবতী আমার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন। প্রতাপের প্রসন্নমূর্ত্তি হৃদয়ে বিরাজিত থাকিতে যবনকে প্রেমালিঙ্গনে কখনও তুষিতে পারিব না। মন বাঁধা না থাকিলে, একদিনের ক্ষমতার জন্যেও যবনের দাসী হইতাম! এক দিনের ক্ষমতাতেই ভারতবর্ষে ধর্ম্ম, জাতি, সংস্কার, অত্যাচারের মহাবিপ্লব উপস্থিত করিতাম! একদিনের ক্ষমতাতেই সমগ্র ভারতবাসীকে স্বমতে আনিতাম!" ছোরা খানি বক্ষঃস্থল হইতে বাহির করিয়া কহিল "ছোরা! তুই এখন আমার সহায়। তোর কৃপায় এবং সাহ-সের বলে এই বিষম সঙ্কটসঙ্কুল দুস্তর বিপদসাগর পার হইব।'

জাগরণে রাত্রি প্রভাত হইল। আহারাদির পর জীবনতারা আপনার কক্ষে একাকী উপবিষ্ট আছে; ফতে খাঁ তথায় আসিল। জীবন তাহাকে দেখিয়া পরমাহ্লাদে সমাদরে সহাস্য বদনে হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া কহিল—"প্রাণেশ্বর! এতক্ষণে

কি অধীনিকে মনে পড়িল? তোমার বিরহে সমস্ত যামিনী দারুণ যন্ত্রণায় যাপন করিয়াছি।"

সেই সদালস্য আবেশবিহ্বল চঞ্চল মধুর ভাব, সরসগরল-পূর্ণ মধুর বঙ্কিমদৃষ্টি, হাসিমাখা প্রেমময় কথা, ফতেখাঁর প্রাণ কাড়িয়া লইল। তাহার ইচ্ছা হইল—সেই দণ্ডেই সেই যুবতীকে লইয়া বনবাসী হয়।

ফতে উত্তর করিল "প্রাণেশ্বরি! আমিও যে কি কষ্টে রজনী বঞ্চন করিয়াছি, তা কি বলিব। সুন্দরি! তুমি কি কোন উপায় করেছ?"

"প্রিয়তম!" জীবনতারা সেই কামান্ধ যবনকে প্রেমফাঁদে ফেলিয়া ব্যাঘ্রী যেমন শিকারের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ কৌতুক করিয়া সহাস্য বদনে কহিল "তুমি নিশ্চিন্ত থাক; আমি তোমার ভিন্ন অন্যের হব না। আমি যা বলিব তদনুসারে চলিতে ভীত হইও না। এখান হইতে কোনরূপে পলায়ন করা চাই।"

ফতে গম্ভীর ভাবে বলিল "সুন্দরি! তুমি যা বলিবে চোখ বুজিয়া তাই করিব। একবার বল, এখনি আলাউদ্দিনের মস্তক তোমার পাদপদ্মে উপহার দিব। সুন্দরি! তোমার প্রেমময় সুন্দর মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে গাঁথা—তোমাকে না পেলে আমার জীবনে সুখ নাই।"

বিদ্যুতের ন্যায় অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ সহসা জীবনতারার বদন সরোজের উপর দিয়া চলিয়া গেল। জীবন ফতের হস্ত ধরিয়া বলিল "প্রাণেশ্বর! অবলার সঙ্গে এ পরিহাস কেন? ভাই, ভালবাসার বদলে ভালবাসা না পেলে যে কি মনোকষ্ট হয়,

আমি তোমাকে যেরূপ ভালবাসি, তুমি তাহার শতাংশের এক অংশ আমাকে ভাল বাসিলে, বুঝিতে পারিতে। হৃদয়েশ্বর! পাছে অদৃষ্ট দোষে তোমাকে পাইয়াও হারাই—এই ভাবনায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে।”

যুবতী বামহস্ত ফতেখাঁর স্কন্ধে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত চিবুক ধরিয়া সজল ঢল ঢল প্রেমভরা নয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নৃশংস পাঠানের পাষাণহৃদয় গলিয়া গেল; মস্তক ঘূর্ণিত হইল। বলিল “সুন্দরি! রোদন করিও না। তুমি আমার হবে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।”

উল্লাসিত হৃদয়ে বিনোদিনী উত্তর করিল “রসময়! অধীনী তোমার অনুরাগিনী, তোমার শরণাগত; যেন দুদিন পরে ভুলে যেও না।”

“ভুলিব!”—তেজস্বী পাঠান বলিল “প্রাণ থাকিতে তোমায় ভুলিব না।”

জীবনতারা আর একটী বঙ্কিম কটাক্ষ যবনের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল “প্রাণেশ্বর! যদি এ ভালবাসা মনের ভালবাসা হয়, এখনো সময় আছে, বিবেচনা করিয়া দেখ কারণ আমার প্রণয়ে বিস্তর বিপদ—ভালবাসি তাই পূর্ব্বে সাবধান করিতেছি; আলাউদ্দীন জানিলে কখনও ক্ষমা করিবে না।”

ফতে হাসিয়া উত্তর করিল “সুন্দরি! এখনো তুমি সন্দেহ করিতেছ? আমি স্ববলে বলবান, আলাউদ্দীনের প্রসাদে দেহের এ বল নয়। তাহাকে আমি তৃণবৎ জ্ঞান করি। তবে অনেক দিন একত্র আছি, থাকাতে বিস্তর লাভ, নতুবা

আমি কি তাহাকে ভালবাসি? অর্থও বিলক্ষণ সঞ্চয় করিয়াছি, এখন ভাব না থাকিলেও ক্ষতি নাই।”

জীবনতারা যবনের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল “প্রিয়তম! বুঝিলাম তুমি কাপুরুষ নও—জীবনতারা কাপুরুষে প্রেম করে নাই। পাছে তোমার বিপদ ঘটে সর্ব্বদা কেবল এই ভয়। কিন্তু উতলা হলে চলিবে না। আমি যেরূপ বলিব, করিলে উভয়ে নিশ্চয়ই সুখী হইব।”

সেই দিন সন্ধ্যাকালে জীবনতারা ও আলাউদ্দীন সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে হিরণ্ময় পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট। কামিনী প্রেমে, সৌন্দর্য্যে; যৌবনে ও গৌরবে ঢল ঢল। সরল সুবর্ণনলিনী মানস-সরসে পিযূষসলিলে সুখরবির বিমলছবি মাখিয়া আশা-লহরীর মৃদুমধুর হিল্লোলে দুলিতেছে, ভাসিতেছে—নাচিতেছে! রূপে, গৌরবে ও সৌরভে জগৎ আমোদিত। যবন চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় পার্শ্বে বসিয়া মন্ত্রমুগ্ধ কালভুজঙ্গের ন্যায় মোহিনীর মোহনমূর্ত্তি ও বিশ্বনাশিনী ভঙ্গিমা দেখিতেছে।

কতক্ষণ পরে জীবনতারা প্রেমপ্রফুল্লনয়নে যবনের মুখ-পানে চাহিয়া জ্বলন্ত অনলে সর্পি ঢালিয়া মৃদুমধুর মোহন স্বরে বলিল “প্রিয়তম! অধীনী স্বপ্নেও ভাবে নাই, তোমাকে এত অল্পসময়ের মধ্যে প্রাণের সহিত ভালবাসিবে! তুমি যে বল পূর্ব্বক আমাকে আনিয়াছ—সব ভুলে গিয়েছি! এখন এক অপূর্ব্ব ভালবাসায় হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে! যদি অপরাধ মার্জ্জনা কর, প্রাণেশ্বর! তবে গুটী দুই কথা জিজ্ঞাসা করি?”

আলা। “হৃদয়েশ্বরি! কি বলিবে নির্ভাবনায় বল, তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।”

জীবন। "প্রাণাধিক! আমি অবলা—কুলকামিনী, সংসা-রের কিছুই জানিনা, তোমার প্রেমে মজিয়া সব জলাঞ্জলী দিতেছি। নাথ! সংসারের এখন তুমিই আমার ভরসা। তুমি আমাকে ভালবাস সত্য—তাহার চিহ্ন এখনো এই হীরকাঙ্গুরীয় অধীনার অঙ্গুলি অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু প্রাণেশ্বর! দেখ যেন অভাগিনীকে ভুলে যেও না। চরমে যেন মর্ম্মবেদনায় পুড়িতে না হয়। তোমার প্রেমানুরাগিণী হইয়া শেষে যেন পথের ভিখারিণী না হইতে হয়! প্রাণেশ্বর! তুমি আমার গতি, তুমি আমার গতি,—তোমার হস্তে এই অবলা হিন্দু কামিনী আত্মসমর্পণ করিতেছে, দেখ, তাহাকে অকুলসাগরে ভাসাইও না।"

জীবনতারার বিশাল নীলোজ্জ্বল নয়নপঙ্কজ জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। মনের আবেশে ঘন ঘন হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল।

আলাউদ্দীন পরম আদরে তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল "সুন্দরি! তুমি কি জন্য অলীক অমঙ্গল কামনা করিতেছ? পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, তোমার ন্যায় কখনও কাহাকেও ভাল বাসি নাই। একটা আজ্ঞা করিয়া দেখ, যদি তাহা পালন করিতে পরাঙ্মুখ হই, তবে জানিও আমার ভালবাসা আন্তরিক নয়, আমি প্রবঞ্চণা করিতেছি।"

জীবনতারা সোহাগে গলিয়া আদরে মাতিয়া প্রেমভরে সেই পাষণ্ডের বুকের উপর ঢলিয়া পড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "যখন অধীনীর উপর এত অনুগ্রহ, এত দয়া, তখন ভরসা করিয়া একটী কথা বলি রাগ করিও না। তুমি রাগ

করিলে, প্রাণাধিক! আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। এই গ্রামে হিন্দুর গৃহে যে কয়টী বালিকা বিধবা আছে—তুমি আমাকে কেমন ভালবাস—তাদের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া, একবার আমাকে তার একটী প্রমাণ দেখাও। প্রাণেশ্বর! এ আমি তোমার মন পরীক্ষা করিতেছি না, হৃদয়ে অকস্মাৎ কেমন একটা খেয়াল উঠিল! তুমি দিগ্বিজয়ী—অতুল প্রতাপশালী, তোমার পক্ষে এটী কঠিন কাজ নয়।"

আলাউদ্দীন হাসিয়া উত্তর করিল "সুন্দরি! এই সামান্য আদেশ করিতে তুমি এত সঙ্কুচিত হইতেছিলে? প্রতিজ্ঞা করিলাম, কাল এই গ্রামের বালিকা বিধবাদের বিবাহ হইবে।

জীবনতারা হাসিমাখামুখে আলাউদ্দীনের হাত ধরিয়া বলিল "প্রাণেশ্বর! আমি দুঃখিনী,—দীনহীনা, এ ভালবাসার পুরস্কার দিবার আমার ভালবাসা বই আর কিছুই নাই। মন খুলিয়া ভালবাসিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছি।"

সেই গাত্রস্পর্শ, সেই প্রেমালিঙ্গন—বিজয়ে যবন জর জর; জীবনতারার দাস। সে আশার মৃদুল হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে বিদায় লইয়া গেল। দুই দিন জীবনতারার নিরাপদে কাটিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আজ তৃতীয় দিবস। সন্ধ্যা আগত প্রায়। জীবনতারা একাকিনী সেই প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট। আজ তাহার বদনমণ্ডল

পারিজাতের সুরভি লাবণ্য হাস্য করিতেছে। সেই শারদীয় পূর্ণমারূপিণী সুরূপসী কামিনী বসন্ত সৌরভে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া গম্ভীর ভাবে মনের আনন্দে বসিয়া। "জীবন-তারা!" যুবতী আপনাআপনি বলিতে লাগিল, "আজ তুমি পরম সৌভাগ্যবতী! আজ তুমি ধন্য! আজ তুমি চারিটী বালিকা বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া আঁধার হৃদয় আশার আলোকে আলোকিত করিয়াছ। আজ তুমি চারিটী শুষ্কপ্রায় বসন্ত লতিকাকে নবজীবনে সঞ্জীবিত ও মুঞ্জরিত করিয়াছ। আজ তুমি হতাশচিত্তে—ইন্দ্রধনু আঁকিয়া গৌরবে গৌরবিনী হইয়াছ। জীবনের, জীবনতারা! একটী মহৎ উদ্দেশ্য সফল করিয়াছ। তোমার সাহস ধন্য! প্রতিজ্ঞা ধন্য! আজ অবধি তুমি বীর সমাজে বীরাঙ্গনা নামে সন্মান প্রাপ্ত হইবে!"

জীবনতারা এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, ফতেখাঁ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্রই যুবতীর স্বভাবের চকিতের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। বিন্দু বিন্দু অশ্রুধারা পদ্মপলাশনয়নে বিগলিত; মুখমণ্ডল প্রভাতকালীন কুমুদিনীর ন্যায় নিষ্প্রভ; ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতেছে। অধোবদনে ভগ্নহৃদয়ে কামিনী ধরাতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ফতেখাঁ গৃহে প্রবেশিয়া প্রাণোপমা প্রমদাকে এতাদৃশ অসুখসলিলে নিমগ্ন দেখিয়া ব্যাকুলিতভাবে জিজ্ঞাসিল "সুন্দরি কি বিষাদে মনোখেদে এরূপ বিরলভাবে অধোবদনে বসিয়া আছ? কে তোমার এ কোমল প্রাণে ব্যথা দিয়াছে? বল, এখনি তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিব।"

"প্রাণেশ্বর!" চঞ্চল অঞ্চল প্রান্তে খঞ্জন নয়নের জলধারা

মুছিতে মুছিতে জীবনতারা উত্তর করিল "প্রাণাধিক! আজ আমি বড় আপমানিত হইয়াছি; তোমাকে ভাল বাসিয়া এই অবলা কুলবালাকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, জানিতাম না। বীরের প্রণয়িনী হইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী ভাবিয়াছিলাম! প্রাণেশ্বর! দারুণ মনের খেদে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! এ প্রাণ রাখিব না—আত্মহত্যা করিয়া তোমার পায় জীবন-অর্পণ করিয়া জীবনের সমস্ত জ্বালা নির্ব্বাণ করিব!"

আলুলায়িতকুন্তলা বিবশা জীবনতারা অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া সেই মদান্ধ যবনের পায় নিপতিত হইল। ফতে উন্মত্ত। আদরে প্রমদাকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিয়া—জীবনতারা অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে—কাতর ভাবে বলিল 'সুন্দরি রোদন করিও না। পাছে তোমার অশ্রুজলে আমার উদ্যমশীলতা ও সাহস শীতল হইয়া যায়, সেই ভয় হইতেছে। কে তোমার অবমাননা করিয়াছে, ও সোণার অঙ্গে ব্যথা দিয়াছে, বল, দেখিবে ফতেখাঁ প্রাণভয়ে ভীত নহে। প্রতিজ্ঞা করিতেছি এখনি তাহার রুধির-ধারায় তোমার মনের অনল নির্ব্বাণ করিব।'

সুন্দরী অশ্রুবারি সংবরণ করিয়া ফতেখাঁর হৃদয়ে শিশির-ভারাক্রান্ত বনলতিকার ন্যায় ঢলিয়া পড়িয়া কহিল 'আজ জানিলাম, আমি প্রকৃত বীরপুরুষের প্রণয়িনী—প্রেমানুরাগিনী! আজ জানিলাম তুমি যথার্থ আমাকে ভাল বাস। সব অপমান সব লাঞ্ছনা, তুমি ভুলাইয়া দিলে। হৃদয়েশ্বর! তুমি স্থির হও, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আলাউদ্দীন আজ আমার যারপর নাই অপমান করিয়াছে। তোমার মুখচন্দ্র ভাবিয়াই সমস্ত সহ্য করিয়াছি; জীবন রাখিয়াছি। সুযোগ সংযোগে দুরন্ত করীর পতন

হয়। আমি যাহা বলিতেছি শোন। কাল রাত্রি দশটার সময় আমি নরাধমকে কপট প্রেম দেখাইয়া সুরাপানে মোহিত করিয়া রাখিব। তুমি সেই সুযোগে আসিয়া তাহার খরোষ্ণ শোণিতে আমায় স্নান করাইবে। তবে তোমার তেজঃ, তবে তোমার বীরত্ব, তবে তোমার প্রণয় জানিব। আর ভয়ের কোন কারণ নাই। ফটকে একজন মাত্র প্রহরী! আমরা অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিব।

কামান্ধ যবন তাহাই প্রতিজ্ঞা করিল। যুবতী পরমাহ্লাদে উঠিয়া সুমৃণাল ভুজযুগল দ্বারা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কত প্রেম, কত সোহাগ কত ভালবাসা দেখাইয়া আলিঙ্গন করিল।

ফতেখাঁ চলিয়া গেলে জীবনতারা একাকী বসিয়া গান করিতে লাগিল। সেই কণ্ঠের কি সুমধুর স্বর—তালে তালে নৃত্য করিয়া মৃদুল লহরে সমস্ত আমোদিত করিল।

সিন্ধুভৈরবী মধ্যমান।

প্রেমেতে সঁপেছি প্রাণ প্রেমে আমি পাগলিনী।
পিরীতি সরস মাঝে হৃদে শোভে সরোজিনী॥
হৃদয় কানন মাঝে, কি সুখে বসন্ত সাজে
আনন্দ বাজনা বাজে, গায় রাগ সুরাগিনী॥
কুসুমে ঊষার হাসি, ইন্দ্রধনু পরকাশি
মলয়ে সুরভি রাশি পূর্ণশশী সোহাগিনী।

সঙ্গীত শেষ হইল। তখন যেন সেই সুমধুর স্বর লহরী গৃহ মধ্যে খেলা করিতেছে! আলাউদ্দীন তথায় উপস্থিত হইল।

"সুন্দরি! তুমি দেবী কি মানবী?" প্রেমাদরে প্রমদার কর ধরিয়া যবন বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল। 'এমন মধুর সঙ্গীত আমি কখন শুনি নাই। কর্ণকুহরে এখনো যেন অমৃত বর্ষণ হইতেছে, হৃদয়ের তারে তারে তোমার সুললিত গীত যেন গাঁথা রহিয়াছে!

ঊষারূপিনী কামিনী হাসিয়া কহিল "আমার গান শুনিয়া যে আপনি সুখী হইয়াছেন, তাহাতে পরম আহ্লাদিত হইলাম। প্রাণেশ্বর! আজ আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? আজ আপনি চারিটী হিন্দু বালিকা বিধবাকে পুনঃ পরিণীতা করিয়া আমাকে সুদৃঢ় প্রেমশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছেন। কিন্তু নাথ! আপনার আসন্ন বিপদ সম্ভাবনা জানিয়া হৃদয় যার পর নাই কাতর হইয়াছে।"

বিস্মিত হইয়া যবন উত্তর করিল "সুন্দরি! আমার বিপদ সম্ভাবনা! এ অসম্ভব ঘটনা কল্পনা করিও না।"

"প্রাণেশ!" জীবনতারা যবনের হাত ধরিয়া বলিল "যথার্থ তোমার বিপদ উপস্থিত। অসীম প্রণয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুমি আমার অনুরোধে চারিটী হিন্দু বিধবা বালিকার শ্মশান জীবনে নন্দনকানন রচনা করিয়াছ। আমিও অকৃত্রিম প্রেমের প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে প্রাণদান করিলাম। তুমি ব্যস্ত হইও না ইহার এক উত্তম উপায় আছে।"

জীবনতারা আলাউদ্দীনের কানে কানে কি বলিল। ক্রোধে যবনের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল। বলিল 'সুন্দরি! তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস' নাই। আর তোমারি পরামর্শে চলিব। অদ্য বিদায় দাও।"

আলাউদ্দীন চলিয়া গেল জীবনতারা ভাবিল ' যা কল্পনা করিয়াছিলাম, ঠিক হইয়াছে। জীবনতারা! তোমার রূপ-লাবণ্য যৌবনতরঙ্গে কে স্থির থাকিতে পারে? দুরন্ত কাল-ভুজঙ্গকে তুমি বশ করিয়াছ!

গভীর নিদ্রা সুখে জীবনতারার রজনী বঞ্চিত হইল। পর-দিন দিবাভাগ বিনা ঘটনায় কাটিল। রাত্রি দশটা। জীবনতারা পূর্ণিমার ন্যায় আলাউদ্দীনের সহিত একাসনে উপবিষ্ট। কামে সেই যবনকে অন্ধ করিয়া কপট প্রণয় সাগরে ভাসাইয়া লাবণ্য হিল্লোলে তাহাকে নাচাইতেছে ভাসাইতেছে। বিবিধ খাদ্য সামগ্রী থরে থরে সুবর্ণপাত্রে সাজান। সুরা ঘন ঘন চলি-তেছে। যবন নেশায় বিভোর। উদ্যানবাটী নীরব ও নিস্তব্ধ। এমন সময় ফতেখাঁ কালান্তের কাল সদৃশ শণিত তরবারি করে আরক্ত নয়নে আরক্ত বদনে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া কর্কশ গম্ভীর বাক্যে বলিল "পামর! তুমি আমার প্রাণতোষিণীকে সুখে ভোগ করিবে, আমি দেখিতে পারিব না। পাপিষ্ঠ! এই তোমার পাপের ফলভোগ কর।"

বলিয়া অসি উত্তোলন করিয়া যেমন আলাউদ্দীনকে আঘাত করিবে অমনি পশ্চাৎ হইতে একেবারে তিন চারিজন ভীমকায় পাঠান তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। আলাউদ্দীন ভীম-জলদনির্ঘোষে কহিল "এখনি দুরাত্মা বিশ্বাসঘাতকের মস্তক ছেদন কর।"

জীবনতারা সভয়ে 'প্রাণেশ্বর! রক্ষা কর" বলিয়া আলা-উদ্দীনের পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

একজন শত্রু বিনষ্ট হইল। ফতেখাঁর মুণ্ড জীবনতারার

পদতলে ধূলায় লুণ্ঠিত। কিন্তু জীবনতারার চৈতন্য নাই। দাসদাসীগণ বদনে নয়নে আতর গোলাপ ও সুশীতল সলিল সিঞ্চন ও ব্যজন করিতেছে। যুবতীর নিশ্বাস পতন রহিত ও হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হইয়াছে। জীবনতারা যথার্থই আলা-উদ্দীনকে জীবনদান দিয়াছে। সেই শঠশিরোমণি লম্পটের হৃদয়ও দ্রব হইল।

বিস্তর যত্নে অনেকক্ষণ পরে জীবনতারার নিশ্বাস পড়িল; নয়নপদ্ম উন্মীলিত হইল। আলাউদ্দীন আনন্দে যেন করে আকাশ পাইল। পুলকে তাহার প্রাণ পূর্ণ হইল। জীবন-তারা মৃদু ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসিল "প্রাণাধিক! ভাল আছ ত? তোমার ত কোন বিপদ ঘটে নাই?"

আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া আলাউদ্দীন জীবনতারার হস্ত ধরিয়া বলিল "প্রাণেশ্বরি! তুমিই আমাকে জীবনদান করিয়াছ। সেই পাপিষ্ঠের মস্তক তোমার পদতলে লুণ্ঠিত, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ।"

জীবনতারার চৈতন্যলাভ হইল বটে, কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্বল। উঠিবার বা কথা কহিবার শক্তি নাই। অকস্মাৎ এ ভয়ঙ্কর কাণ্ড কামিনীর কোমল হৃদয়ে সহিবে কেন? কতক্ষণপরে মৃদু মধুর স্বরে বলিল "প্রাণেশ্বর! অধিনী তোমার পায় চিরকালের জন্য বিক্রীত। অনুরোধ রাখিবে কি না বলিতে সাহস হয় না, তবে কৃপা করিয়া আজ যদি আমাকে মার্জ্জনা কর। মনে করেছিলাম তোমাকে লইয়া পরমসুখে প্রেমানন্দে যামিনী যাপন করিব, দুরাত্মা আমাদের সে সুখ-সাধে বাদ সাধিল। একে অবলা রমণী, সহজেই ভয়াকুলা,

দুরাত্মার এই ভীষণকাণ্ড হৃদয় নিতান্ত কাতর করিয়াছে। কথা কহিতে মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে।”

রাত্রিও প্রভাতপ্রায়। বিশেষতঃ এই হত্যাকাণ্ডের পর আলাউদ্দীনের মনও চঞ্চল হইয়াছে। এখন আর আমোদ ভাল লাগিবে কেন? সে অনায়াসেই যুবতীর কথায় সম্মত হইল।

সকলে চলিয়া গেলে জীবনতারা একাকিনী শয্যায় শয়ন করিয়া কোন অসুখের চিহ্নমাত্রও নাই। মনে মনে সেই তেজস্বিনী কামিনী হাসিয়া আকুল। জীবনতারার চারিটী দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল।

পরদিন রজনীতে আলাউদ্দীন ও জীবনতারা আবার একাসনে উপবিষ্ট। যবন সুরাপানে ঢল ঢল আজ আর কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। ক্রমে যবনের নেশা হইয়া আসিল। জীবনতারা কত ভালবাসা কত অকৃত্রিম প্রণয়ই দেখাইতেছে! তাহার ভাবভঙ্গী বঙ্কিমকটাক্ষ, অমৃতময় মধুর হাসি আলাউদ্দীনকে একেবারে মোহিত করিল। যুবতী ঘন ঘন সুরা ঢালিয়া দিতেছে; একবার একটী চূর্ণ সেই সুরায় মিশাইয়া দিল। যবন দেখিল না, অনায়াসে তাহা পান করিল। অনতিবিলম্বে দারুণ আলস্যভারে তাহার শরীর অবশ, অলস ও নিদ্রায় নয়ন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রাত্রি দুই প্রহর। জগৎ নিদ্রিত। যবন বসিতে অক্ষম, চেতনা বিলুপ্ত প্রায়; শয়ন করিয়া নাসিকাধ্বনি আরম্ভ করিল। জীবনতারা ধীরে ধীরে বক্ষস্থল হইতে সেই ছোরা বাহির করিয়া সহসা সেই পাপাত্মার বক্ষে সবলে আঘাত করিল। আলাউদ্দীন একবার মাত্র “আঃ!” এই শব্দটী করিল,

আর নড়িল না। প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া গিয়াছে।

জীবনতারা ক্ষণকাল অনিমিষনয়নে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেই ভূপতিত যবনের জীবনশূন্য দেহ নিরীক্ষণ করিল। শরচ্চন্দ্র বদন মণ্ডল মধ্যাহ্ন মিহিরের ন্যায় প্রদীপ্ত; নিটোল শ্বেতোজ্জ্বল ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে শিশিরসিক্ত শতদলের ন্যায় শোভিত। সর্ব্বাঙ্গ যেন ফুলিয়া উঠিতেছে। ক্ষুধার্ত্ত কেশরিণী নিহত শিকারকে এইরূপেই নিরীক্ষণ করে।

"একে একে প্রধান শত্রুদের বিনাশ করিলাম। তিনটী প্রতিজ্ঞা প্রায় পূর্ণ হইল। আর বিলম্ব করা উচিত নয়, এখন পলায়নের উপায় দেখাই কর্ত্তব্য।" সেই তেজস্বিনী কামিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মৃতদেহের বক্ষস্থল হইতে ছোরা খানি খুলিয়া লইয়া উত্তমরূপে রুধিরচিহ্ন মুছিয়া ফেলিল। যবনপ্রদত্ত হীরকাঙ্গুরীয় ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও পদতলে দলিত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। জনপ্রাণী জাগরিত নাই। নৈশ নীরব আকাশ নিবিড় মেঘমালায় আচ্ছন্ন। জীবনতারা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। বিশ্ব গম্ভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। উদ্যানের চতুর্দ্দিক ইষ্টকপ্রাচীরে বেষ্টিত—ফটক ভিন্ন অন্যপথে পালাইবার উপায় নাই। কিন্তু জীবনতারা ভগ্নোদ্যম হইবার মেয়ে নয়। সাহসে ভর করিয়া উৎসাহিত হৃদয়ে ধীর পদবিক্ষেপে ফটকের অভিমুখে চলিতে লাগিল। মসৃণমৃণালভুজে খরধার ছোরা। ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া বিশাল নয়ন বিস্তারিত করিয়া চাহিয়া দেখিল একজন প্রহরী পদচারণ করিতেছে। যুবতীর হৃদয় একবার

বিচলিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই চিত্তবেগকে দমন করিয়া দাঁড়াইল। প্রহরী দরজা ঘেরিয়া একবার এদিক একবার ওদিক ভ্রমিতেছে। জীবনতারা মনে মনে কহিল "হৃদয়! এই তোমার শেষ পরিক্ষা, এখন বিচলিত হইলে চলিবে না। হস্ত! আর একবার তোমাকে বল দেখাইতে হইবে।" এইরূপে মনকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া সাহসে বদ্ধপরিকর সেই কামিনী হামাগুড়ি দিয়া নিশব্দে প্রহরীর অতি নিকটে উপস্থিত হইল। প্রহরী আপনার মনে আকাশ পানে চাহিয়া মেঘ দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে; জীবনতারা উঠিয়াই বিপুল বলসহকারে তাঁহার বক্ষে বজ্রাঘাতের ন্যায় সেই ছোরা প্রহার করিল। প্রহরী ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। এবার আর জীবনতারা দাঁড়াইল না। ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে ছুটিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বজ্রের কড় কড় ভীষণ গম্ভীর নিনাদে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এক একবার প্রমত্তা সৌদামিনী অট্ট হাসিয়া এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে নাচিয়া উঠে, পরক্ষণেই দিঙ্মণ্ডল নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন। কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছেন কিছুই জানেন না। যুবতীর গতির বিরাম নাই—সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের ভিতর

দিয়া উজ্জ্বল আলোক-শিখার ন্যায় দৌড়িয়াছেন! সমস্ত রাত্রি ভিজিয়া পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একান্ত ম্রিয়মাণা হইলেন। চারিটী দিন যবনের আলয়ে এক প্রকার অনাহারেই কাটিয়াছে। চলিতে চরণ আর চলে না। অবলা রমণীর প্রাণে কতই বা সহিবে? পাছে পুনর্ব্বার সেই দুরন্ত যবনের হস্তে পতিত হন, এই ভয়ে দাঁড়াইয়া—ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার সাহস নাই। উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। পথ কর্দ্দমময়; বৃষ্টি অবিরল ধারে পড়িতেছে। প্রাণ ওষ্ঠাগত যুবতী দৌড়িতে দৌড়িতে পা পিছলিয়া সজোরে পড়িয়া গেলেন। সেই দারুণ আঘাত সহ্য হইল না—জীবনতারা মূর্চ্ছিত।

কতক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় পতিত ছিলেন জ্ঞান নাই। চেতনা হইলে দেখিলেন বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে। রজনী প্রভাতাপ্রায়। পূর্ব্বাকাশে লাবণ্যময়ী ঊষা কুসুমভূষণে বিভূষিত হইয়া মধুর মধুর হাসিতেছে। সুখতারা সিন্দুর বিন্দুর ন্যায় সুচারু ললাটে শোভিত। যুবতী ধীরে ধীরে উঠিলেন—কিন্তু সে তেজঃ, সে সাহস, সে বল কিছুই নাই। শরীর অবশ অবসন্ন ও জ্বরভাবাপন্ন। ভূতলে কর্দ্দমের উপর বসিয়া উদাস হৃদয়ে কামিনী বলিয়া উঠিল "হা জগদীশ্বর! অভাগিনীর ভাগ্যে এত দুঃখ এত লাঞ্ছনা লিখিয়াছিলে!" নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিবার বা বিশ্রাম করিবার অবসর কোথা? কামিনী পথ ভুলিয়া এক ভয়ঙ্কর প্রান্তরে উপস্থিত। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর অনন্ত মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। একটু কোন শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ

করে, অমনি চমকিয়া উঠেন যবনের ভয়ে প্রাণ এমনি আকুলিত।

জীবনতারা পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল। দারুণ তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে; ক্ষুধায় উদর মধ্যে বৃশ্চিক দংশন করিতেছে।

ক্রমে প্রভাত হইল। জগৎ নবজীবনে সঞ্জীবিত ও নূতন লাবণ্যে অভিষিক্ত। বৃষ্টি যেন সমস্ত মলিনতা ধৌত করিয়া দিয়াছে। সূর্য্যদেব হিরণ্ময় কিরণে বিভূষিত হইয়া রক্তময় মূর্ত্তিতে উদয়াচলে উদিত হইলেন। সে মেঘ নাই, সে ভীষণ অন্ধকার নাই; নীলোজ্জ্বল আকাশ পরিষ্কার ও নির্ম্মল। বিশ্ব-মণ্ডল লাবণ্য-আসারে অবগাহন করিয়া হাসিয়া উঠিল।

জীবনতারা চলিতে লাগিলেন। ক্রমে কত বেলা হইল। জ্যৈষ্ঠমাস। রৌদ্রের উত্তাপ অগ্নিকণার ন্যায় সোণার শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই ভিজাবস্ত্র অঙ্গেই শুকাইল। অতি ক্লেশে পাকে টানিয়া লইয়া চলিতেছেন। পদতল কণ্টক ও কঙ্করে ক্ষতবিক্ষত। মনে হইতেছে এবার একবার পড়িলে আর উঠিতে হইবে না।

বেলা দুই প্রহর। প্রখর ভাস্কর মস্তকের উপর হইতে প্রদীপ্ত অনলরাশি সদৃশ কিরণরাশি বিকীর্ণ করিয়া বিশ্ব দগ্ধ করিতেছেন। সেই ভীষণ প্রান্তরে প্রতাপগতপ্রাণা বরাঙ্গনা পুড়িতে পুড়িতে চলিয়াছেন। সূর্য্যকিরণ দূরে মরীচিকার ন্যায় ঝিলিমিলি করিতেছে।

যুবতী সম্মুখে এক সুন্দর পুরী দেখিতে পাইলেন। কোথাও সুদৃশ্য অট্টালিকারাজি শোভা পাইতেছে; কোথাও রমণীয়

উদ্যান; নানাজাতি তরুরাজি বিবিধ সুস্বাদু ফল পুষ্পে শোভিত। কোথাও সুন্দর সরোবর, হ্রদ ও দীঘিতে বিপুল সলিলরাশি ঢল ঢল করিতেছে। আহ্লাদে জীবনতারার হৃদয় উৎসাহিত ও দেহে যথেষ্ট বলসঞ্চার হইল। তিনি চলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই সুরম্যপুরী দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল!

ক্রমে প্রান্তর শেষ হইয়া সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর অরণ্য দেখা দিল। যুবতী ভগ্নোৎসাহ হইয়া একটী বৃক্ষের তলায় বসিয়া পড়িলেন। লোকালয়ের চিহ্নমাত্রও নাই। বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে। মার্ত্তণ্ডের সে প্রচণ্ড প্রতাপ নাই, এখন শান্তমূর্ত্তিতে তিনি অস্তাচলে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন।

যুবতী দ্বিরদপদবিদলিত সরোজলতিকার ন্যায় ম্রিয়মাণা হইয়া ভূতলে নিপতিত। হতাশা ভীষণবেশে ভগ্নহৃদয়ে নানারঙ্গে নৃত্য করিতেছে। শরীরযন্ত্র অবশ ও অবসন্ন। জগৎ শূন্য ও অন্ধকার বোধ হইতেছে। ক্রমে কালনিদ্রা চৈতন্য হরণ করিল।

সন্ধ্যা আগত প্রায়; সূর্য্য ডুবু ডুবু করিতেছে। এমন সময় এক জটাধারী নবীনসন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই পরমারূপসী নবযুবতী কৃশাঙ্গী কামিনীকে মৃতপ্রায় পতিত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণরসে আদ্র হইল। যুবতী মূর্চ্ছিতা। কিন্তু দেখিলেন এখনো প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। অতি মৃদু মধুরস্বরে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসিলেন; কিন্তু উত্তর পাইলেন না। তখন অতি যত্নে সেই রমণীরত্নকে বক্ষের উপর তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অদূরে অরণ্যমধ্যে তাঁহার পর্ণকুটীর। তথায় তৃণশয্যায় সেই সোণার প্রতিমাকে শয়ন করাইয়া নয়নে ও বদনে সুশীতল বারিসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ক্রমে চৈতন্যলাভ হইলে যুবতী ধীরে ক্ষীণস্বরে কহিল "একটু জল, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

জটাধারী নবীন যোগী সুস্নিগ্ধ সুশীতল সলিল তাহার মুখে অর্পণ করিল। জলপানে যুবতী যেন নূতন জীবন পাইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া মধুরস্বরে বলিল "আঃ, বাঁচিলাম, ভয়ানক তৃষ্ণা। আমি কোথা? প্রতাপ কোথা?"

সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে বলিলেন "অধিক কথা কহিলে ক্লেশ হইবে। আপনার কোন ভয় নাই।"

সূর্য্যদেব অস্তগত হইয়াছেন। জগৎ ক্রমে ক্রমে পুনর্ব্বার তিমিরাবরণে আবৃত হইল। এই সন্ধ্যাকালে সেই কাননের কি অনির্ব্বচনীয় মনোহর শোভা! দেখিলে ভাবুকের প্রাণ প্রেমরসে প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বিবিধ বনবিহঙ্গ তরুশাখায় বসিয়া ললিতস্বরে গান আরম্ভ করিল। নিকুঞ্জবন মধুরতানে মাতিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বনকুসুম সকল ফুটিতে লাগিল। সুরভি সৌরভে অরণ্য আমোদিত। সুমন্দ গন্ধবহ মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। তাহাতে নবপল্লবও প্রস্ফুটিত কুসুম সকল হেলিতেছে, নাচিতেছে। সমস্ত আনন্দময়। কিন্তু এ রমণীয় শোভা আজ দেখে কে?

জীবনতারা প্রবল জ্বরে অভিভূত। বিকারের সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান। অনবরত প্রলাপ বকিতেছে। মুখে প্রতাপের নাম লাগিয়া রহিয়াছে। জীবনতারা প্রতাপে জীবন গাঁথিয়া দিয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া ভুলিবে? সেই [illegible]কুসুমকমনীয়

অঙ্গ যেন জ্বলন্তঅনলে পুড়িয়া যাইতেছে। গায়ে হস্তার্পণ করে কার সাধ্য? চক্ষুরক্তবর্ণ হইয়া কপালে উঠিয়াছে। একএক-বার জোর করিয়া উঠিতে যাইতেছে।

যোগী যোগ যাগ ভুলিয়া গিয়া অনিদ্রায় দিবারাত্রি তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। সেই নবীন সন্ন্যাসী বন হইতে লতামূল আহরণ করিয়া রোগনিবারণার্থে কত আদরে তাঁহাকে সেবন করাইতে লাগিলেন।

এক সপ্তাহ অজ্ঞান অচৈতন্যাবস্থায় থাকিয়া অষ্টম দিবসে রোগীর চৈতন্য হইল। বিকারের লক্ষণ তিরোহিত হইয়াছে। রোগ এখন সরল অবস্থায় উপস্থিত। যোগীর যত্ন ও চেষ্টা সফল হইল। জীবনতারা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল। সন্ন্যাসীর আনন্দের সীমা নাই।

সেই কুটীরে একমাস অতিবাহিত হইল। জীবনতারা ক্রমে বিলক্ষণ সবল ও পূর্ব্বের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হইল। রূপের লাবণ্যলহরী সর্ব্বাঙ্গে উচ্ছলিত। যোগে আর যোগীর মন নাই— ধ্যানে বসিয়াও তিনি যুবতীর প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিতে পান।

একদিবস জীবনতারা বলিল "মহাশয়! আপনি আমাকে প্রাণদান করিয়াছেন। আপনার স্নেহ, আপনার যত্ন কখন বিস্মৃত হইব না। এক্ষণে কোন্ পথ দিয়া গেলে গ্রাম পাইব, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন। এখানে অধিক দিন অবস্থিতি করিয়া আপনার তপস্যাকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মান উচিত নয়।"

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যজিয়া সন্ন্যাসী বিষণ্ণ কাতরদৃষ্টিতে যুবতীর পানে চাহিয়া কহিলেন "জীবন! এখনো তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল; গ্রাম বহুদূর, এ অবস্থায়

অধিক পথ চলিলে পুনর্ব্বার পীড়া হইবার সম্ভাবনা। তাই নিষেধ করি আরো কিছু দিন বিশ্রাম কর। যদি তোমার কোন ক্লেশ হইয়া থাকে; বলিতে কুণ্ঠিত হইও না; তোমার চিত্তবিনোদনার্থে আমি প্রয়াসের ক্রটি করিব না।"

জীবনতারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী রমণী। যোগীর মনোভাব বেশ বুঝিলেন। তাঁহার স্নেহমমতা ও যত্ন যুবতীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে; যোগীর মনে কষ্ট দিতে তাহারও মনে কষ্ট হইবে। অনেক ভাবিয়া বলিল "আমি এখন উত্তমরূপ সুস্থ ও সবল হইয়াছি; পথ চলিতে তাদৃশ ক্লেশ হইবে না। অনুগ্রহপূর্ব্বক পথ দেখাইয়া দিলে পরম চরিতার্থ হই।"

যোগী আর একটী দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া কহিলেন "জীবনতারা! এখানে থাকিতে কি কোন আশঙ্কা হইতেছে? কোথা যাইবে বল। বাটীতে যাইবার ইচ্ছা নাই বলিয়াছ; ভিখারিণীর বেশে পথে পথে এ বয়সে বেড়ান কি তোমার শোভা পায়? তোমার আগমনে পূর্ণিমালোকে আমার পর্ণ কুটীর আলোকিত হইয়াছে; কোন্ প্রাণে তোমাকে বিদায় দিব? বিদায় দিয়া কি আশায় এই আঁধার অরণ্যে বাস করিব?"

জীবনতারা বাক্‌শক্তি রহিত। যুবকের কাতরোক্তি তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিল। তিনি অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার কহিলেন "জীবনতারা! এরূপ মৌন-ভাবে নীরবে রহিলে কেন? তোমার ঐ কোমল প্রাণে কি ব্যথা দিয়াছি? জীবনতারা! আমাকে কাঁদাইয়া এই অরণ্যে ফেলিয়া চলিয়া যেতে কি তোমার একটুও কষ্ট হ না?"

জীবনতারা বদন তুলিয়া অনিমিষনয়নে যুবকের পানে চাহিয়া বলিল "মহাশয়! আপনি সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই নবীন বয়সে বনবাসী হইয়াছেন। আপনার মুখে প্রেমের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। মনে করিবেন না আমি আপনার যত্ন ভুলিয়া গিয়াছি। আপনার মনে ক্লেশ হইবে জানিয়াও বলিতে বাধ্য হইতেছি, মহাশয়! সংসারের অনিত্য সুখের বাসনা আর হৃদয়ে উদ্দীপিত করিবেন না। যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, প্রাণপণে সেই ব্রত উদ্যাপন করিতে যত্নবান হউন। শুনিয়াছি যোগে বিমল আনন্দ লাভ হয়, তার কাছে অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখের অভিলাষ কেন?"

যোগী কাতরকরুণস্বরে কহিলেন "জীবনতারা! তোমায় পাইয়া আমি যোগ যাগ সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছি। তোমাকে দেখিয়াই তোমাকে ভাল বাসিয়াছি। যোগের কথা আর তুলিও না।"

জীবনতারা গম্ভীরভাবে বলিল "মহাশয়! অন্যের কাছে আমার মন বাঁধা—আপনাকে ত সমস্ত কথা বলিয়াছি। আপনি আমার আশা পরিত্যাগ করুন। আমি চলিয়া গেলে দুই একদিন শূন্য বোধ হইবে, কিন্তু কালে সমস্ত ভুলিয়া যাইবেন।"

যুবার নয়নযুগল জলভারাক্রান্ত হইল। তিনি অকস্মাৎ জীবনতারাকে বক্ষে ধরিয়া কাতরভাবে কহিলেন "জীবন তারা! আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব? অসম্ভব কথা! তোমার পূর্ণিমামূর্ত্তি আমার হৃদয়ে খোদিত—কেমন করিয়া ভুলিব? জীবনতারা! আমি তোমাকে প্রাণদান দিয়াছি,

আমিও প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি। তুমিও আঁধার হৃদয়ে জীবনতারা হইয়া আমার জীবন রক্ষা কর।"

জীবনতারা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল "মহাশয়! ছাড়িয়া দিন্। এ আপনার ভদ্রোচিত রীতি নহে। আমি অবলা রমণী—একাকিনী—আপনার আশ্রিত, বিস্মৃত হইবেন না।"

যোগী লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন প্রাণাধিকে! রাগ করিলে? তোমার অপমান করিব, মনেও ভেব না। এক রমণী আমাকে যোগী করিয়াছে—তুমি আবার প্রাণ বধিও না। জীবনতারা! আমার জীবন অতি দুঃখের। সেই দুঃখের কাহিনী শুনিলে অবশ্য তোমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইবে। আমি ব্রাহ্মণ—নামে প্রয়োজন নাই; কোন ধনবান জমীদারের একমাত্র পুত্র। পিতা শৈশবেই এক বালিকার সহিত আমার বিবাহ দেন। ক্রমে আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলাম—সেই বালিকা ভার্য্যাও অসামান্য রূপবতী ও যুবতী হইয়া উঠিল। উভয়ে পরম সুখে দিন যাপন করি। এক দণ্ড সেই প্রাণ প্রতিমার চন্দ্রানন না দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। কোন ক্লেশ নাই, কোন ভাবনা নাই। ভাবিয়াছিলাম এইরূপ সুখেই জীবন কাটিবে। জীবনতারা! সেই কামিনীকে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতাম। শরতের সুধাংশুর মাঝে ভীষণগরলের খনি কেমন করিয়া জানিব? আমি রত্নহার ভ্রমে কালভুজঙ্গীকে গলায় পরিয়াছিলাম। অনায়াসে সেই রমণী পরানুরাগিণী হইয়া পলায়ন করিল। ভুজঙ্গ অমৃত বর্ষণ করিলেও আমি এত বিস্মিত হইতাম না। যাহাকে আমি পবিত্রহৃদয়া দেবী মনে করিতাম, তাহাকে

রাক্ষসীবেশে জীবনশোণিত পান করিতে দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইলাম। জগৎ বিষময় ও শূন্য বোধ হইল। জীবন অসার ক্লেশকর হইয়া উঠিল। সংসারে একেবারে বিরাগ জন্মিল। একদা রজনীযোগে পিতামাতাকে কিছু না বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। পদব্রজে নানা দেশ ও নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এই অরণ্যে উপস্থিত হইয়া পর্ণকুটীর বাঁধিয়া তপস্যায় জীবন নিয়োজিত করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, আর কখন পাপময় সংসারে প্রত্যাগমন করিব না। ভাবিয়াছিলাম, সকল সাধ ফুরাইয়াছে, এ জন্মে কখন আর কাহাকে ভালবাসিব না। প্রণয়সরসী শুষ্ক ও আশা-কানন দাবদগ্ধ হইয়াছে; হৃদয়াকাশ কালমেঘে আবরিত। তুমি আবার জীবনতারা! সেই ভস্মাবৃত ভালবাসাকে উদ্দীপিত করিয়াছ; শুষ্ক প্রণয়সরসী অমৃতরসে প্লাবিত ও কনক-কমলদলে সুশোভিত করিয়াছ; মরুভূমিআশাকাননে বসন্ত-শোভার সৃষ্টি করিয়াছ; হৃদয় আকাশে শরচ্চন্দ্র ও অযুত ইন্দ্রধনুর রচনা করিয়াছ। জীবনতারা! অভাগার প্রতি সদয় হও।”

যুবক যুবতীরপদে লুটাইয়া পড়িল। জীবনতারার নয়ন-তারায় জলধারা বিগলিত; হৃদয় প্রেমরসে বিগলিত। আদরে হস্ত ধরিয়া যুবাকে উঠাইয়া কহিল “যদি আমার হৃদয় অন্যের কাছে বাঁধা না থাকিত, আমি আপনাকে ভালবাসিতে পারিতাম। আমিও প্রেমের কাঙ্গালিনী। আমারও প্রণয়সরসী শুকাইয়াছে; হৃদয়পদ্ম মুদিত হইয়াছে। অমিও আঁধার হৃদয়ে উদাসপ্রাণে আঁধার সংসারে পথহারা পথিকের মত ঘুরিতেছি। কৃতাঞ্জলি করি, আমাকে ক্ষমা করুন।”

যুবা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল “তবে একটী অনুরোধ রাখ, কাল যাইও, মানা করিব না, প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখিয়া লই।”

'যথা সময়ে সন্ন্যাসী ফলমূলাহরণে গমন করিলেন। বেলা অবসান হইয়া আসিল, তথাপি ফিরিলেন না। জীবনতারার হৃদয় কাতর হইয়া উঠিল; প্রাণে ভয়ও হইল। কতক্ষণ এদিক ওদিক অরণ্যমধ্যে সন্ন্যাসীর অন্বেষণ করিয়া ক্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া এক মুকুলিত তরুতলে বসিয়া মনোখেদে গান্ গাহিতে লাগিলেন। ললিত স্বরলহরীতে কানন আমোদিত হইল।

মুলতান আড়া।

কেন যে বিষাদে ব'সে কাঁদি আমি একাকিনী।
কত যে হৃদয়ে বহে সদা শোকপ্রবাহিণী॥
কে বুঝে মনের ব্যাথা, কেন যে সুবর্ণলতা।
আজি ধূলাধূষরিতা, উন্মূলিত সরোজিনী॥
কেন এ শ্মশানধরা, বিষধর বিষে ভরা,
নবীন বয়সে মরা, আমি প্রেম কাঙ্গালিনী॥

সেই মধুর সঙ্গীত শেষ না হইতেই চারিজন বিকটাকার দস্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সেই রতিরূপিণী কামিনীকে দেখিয়া চারি জনেই একেবারে বলিয়া উঠিল “আজ আমাদের কি সুপ্রভাত! কি সৌভাগ্য! কি অমূল্য রত্নলাভ হইল!”

এই বলিয়া সেই ললনাললাম জীবনতারাকে একজন অসুরকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ স্কন্ধে লইয়া ছুটিল। জীবনতারা তারস্বরে

চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সে অরণ্যে রমণীর সে করুণ বিলাপ কে শোনে?

সহসা "পাপিষ্ঠ! নরাধম!" এই জলদগম্ভীর ভীষণধ্বনি পশ্চাৎ হইতে দস্যুদের কর্ণগোচর হইল। সাহসে আশায় জীবনতারার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। নয়ন মেলিয়া দেখিলেন —সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত। "মহাশয়! আমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া জীবনতারা মূৰ্চ্ছিত হইল।

সন্ন্যাসী দ্রুতপদে আসিয়া দস্যুদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সাহস ও বীরত্বে দস্যুচতুষ্টয় চমকিত হইল। একজন নিমেষ মধ্যে বিষম আঘাতে ভূতলশায়ী হইল। কিন্তু তথাপি তিনি একাকী, জয়লাভের সম্ভাবনা কোথা? আহত হইয়া তিনিও অবিলম্বে ভূতলে পতিত হইলেন। দস্যুগণ আর ফিরিয়া চাহিল না, জীবনতারাও আহতব্যক্তিকে স্কন্ধে করিয়া পুনর্ব্বার ছুটিল।

যখন জীবনতারার চৈতন্য হইল, তখন রাত্রি হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় তাঁহারা একটী বৃহৎ নদীর উপর দিয়া চলিয়াছেন। দস্যু চারিজন কালান্তের কালসদৃশ তাঁহাকে ঘেরিয়া আছে। ভয়ে জীবনতারা নয়ন মুদিত করিল।

একজন বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞাসিল "কেমন এখন তুমি নিষ্কণ্টক? তুমি খুব চতুর মেয়ে, কেমন?"

জীবনতারা কোন উত্তর দিল না। নিষাদের জালে নিপতিত বিহঙ্গীর ন্যায় তিনি ম্রিয়মাণা।

হাসিয়া আর একজন দস্যু বলিল "কৌশলে ফতেখাঁর প্রাণবধ করিয়া পরিশেষে আলাউদ্দীনকে মারিয়া মনে করেছিলে তুমি

নিষ্কণ্টক হইয়াছ কেমন? তবে তোমার সাহসকে ধন্য! তুমি কখনও মেয়ে মানুষ নও।"

প্রথম দস্যু বলিল "সুন্দরি! ভয় কি? আমরা তোমার অনিষ্ট করিব না। এস কাছে সরে এসো, একবার হাসিমুখে কথা কও, প্রাণ শীতল হ'ক। আহা! কেমন করিয়া তোমায় ফাঁশীকাষ্ঠে ঝুলাইবে? তাদের কি কিছু দয়া হবে না!"

ফাঁশীর নামে জীবনতারা শিহরিয়া উঠিল। দস্যু দেখিয়া আনন্দের সহিত বলিল "মরি! মরি! সুন্দরি! কেন খুন করিলে?"

জীবনতারা জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসিল "সত্যই কি পাষণ্ড যবনেরা আমাকে ফাঁশী দিবে?"

দস্যু। তা আর জিজ্ঞাসা করিতেছ। তিন জনকে তুমি খুন করেছ, তারা কি তোমাকে পূজা করিবে? তুমি পাল্‌য়ে এলে সকাল বেলা গোল দেখে কে? তোমার সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল, যে তোমায় ধরিয়া দেবে, বিশহাজার টাকা, বক্সিস পাবে, ঢেট্‌রা পেটা হ'ল। ফাঁশীরও হুকুম হয়ে গেছে। সহরের তেমাত্রা পথে ফাঁশীকাট খাড়া করা হয়েছে; সেইখানে তোমায় ঝুলিয়ে রাখ্‌বে, যত দিন না তুমি মরে পচে যাও, তোমার ঐ সোণার দেহ যতদিন না কাকশকুনিতে খেয়ে ফেলে!"

জীবনতারার প্রাণ উড়িয়া গেল; কণ্ঠ শুষ্ক হইল। মস্তক ঘুরিতে লাগিল, চথে জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। জিজ্ঞাসিলেন "তোমরা কে?" দস্যু উত্তর করিল "আমরা বড় কেউ নই, আলিখাঁর চর মাত্র। বক্সিসের বিশহাজার টাকা পাঁচ পাঁচ হাজার আমাদের ধরা!"

দ্বিতীয় দস্যু হাসিয়া বলিল "আর তোমার ফাঁসীটেও

দেখিতে পাব! সুন্দরি! ভয় করো না; যাতে না তোমার কষ্ট হয়, বেশ ক'রে ফাঁশটী গলায় পরাইয়া আস্তে আস্তে টেনে দেব—সোণার পুতুলের ন্যায় তুমি ঝুলিতে থাকিবে!"

জীবনতারার বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। অনেকক্ষণ পরে কহিল "সামান্য অর্থের লোভে আমার প্রাণ বধ করিতে তোমাদের দয়া হবে না? অর্থ কদিনের জন্য? শেষে যে তোমাদের বিষম নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।"

দস্যু। তাত সব বুঝি, কিন্তু আমাদের যে চলে না? এটা এখন আমাদের ব্যবসা হয়েছে।

জীবন। তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমার গায় যে গয়না আছে সব তোমাদের দিচ্চি।"

দস্যু। ওতো আমাদেরি আছে—আর তা না হলেও কি ওতে বিশ হাজার হয়?

জীবন। তোমরা এত নিষ্ঠুর হইও না—একজন সামান্য স্ত্রীলোককে মেরে তোমাদের পৌরুষ কি? আমি মিনতি করিতেছি, আমাকে ছেড়ে দাও।

দস্যু। টাকা—টাকা, তোমায় ছেড়ে দিলে বিশ হাজার টাকা যায় যে তার উপায় কি?

জীবনতারা বিমর্ষভাবে নীরবে বসিয়া রহিল।

দস্যু পুনর্ব্বার বলিল "তা সুন্দরি! এক উপায় আছে। তোমার ন্যায় সুন্দরীকে ফাঁশী দিতে আমারও ইচ্ছা নাই। বিশেষ তোমার রূপ দেখে আমরা চারি জনেই মোহিত হয়েছি। তুমি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও—আমাদের সঙ্গে প্রেম কর, তোমাকে তাহলে না হয় কোথাও লুকুয়ে রাখি!"

জীবনতারার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

দস্যু। সুন্দরি! এস সরে এস, একবার তোমাকে বুকে ধরিয়া তোমার চাঁদমুখে একটা চুমো খাই।

আষাঢ় মাস। দেখিতে দেখিতে গগনমণ্ডল ঘোর ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইল। মেঘ দেখিয়া ভীত হইয়া দস্যুগণ মাঝিকে শীঘ্র শীঘ্র নৌকা চালাইতে বলিল। নৌকা তীরের ন্যায় চলিল।

অশনির ভীষণগম্ভীর নির্ঘোষে ভূমণ্ডল বিদীর্ণ ও বিদ্যুতের চক্‌মকিতে চমকিত হইতে লাগিল। ক্রমে মূষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জগৎ উৎপাটিত করিয়া প্রবল বেগে মত্ত প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইল। তরঙ্গিনী তীরস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল উৎপাটিত ও উন্মূলিত হইয়া বায়ু প্রবাহে ধাবিত হইল। দস্যুগণ কূলে নৌকা লাগাইতে বলিল। কিন্তু মাঝীর কি শক্তি সেই ঝটিকার গতি রোধ করিয়া নৌকা চালায়। নৌকা ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিতে ছুটিতে উলটাইয়া গেল! দস্যু, মাঝি, জীবনতারা এক সঙ্গে সেই ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল প্রমত্তা তরঙ্গিনীর গভীর গর্ভে নিমগ্ন হইল।

দেবীপ্রসাদ চৌধুরী ত্রিবেণীর বিখ্যাত ধনবান জমীদার। তিনি যেমনি দয়ালু, তেমনি ধার্ম্মিক, তেমনি লোকহিতৈষী। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। একদিন প্রাতঃকালে স্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন—এক নিরুপমা লাবণ্যবতী যুবতী সম্পূর্ণ উলাঙ্গিনী, একখণ্ড কাষ্ঠ ধরিয়া ঘাটের পার্শ্বে কর্দ্দমে মৃতপ্রায়

পতিত। কতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন, যুবতী জীবিত—মৃদু মৃদু নিশ্বাস বহিতেছে। তিনি বুঝিলেন গত রজনীর ঝড় বৃষ্টিতে রমণী জলমগ্ন হইয়াছে।

অতি যত্নে সেই জলনিমগ্না কামিনীকে শুষ্কস্থানে তুলিয়া আপনি গামোছা পরিয়া বস্ত্রখানি তাহাকে পরাইলেন। দুই একজন করিয়া ক্রমে বিস্তর লোক জমিল। তখন সেই কামিনীকে ধরাধরি করিয়া স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন। অনেক যত্নে যুবতী জীবন পাইল। সেই যুবতী জীবনতারা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সম্বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রতাপ দানবীপ্রেমে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর সেই মায়াময়ী দৈত্যতনয়ার প্রেমসাগরে নিমগ্ন। বৈরনির্য্যাতন, স্বকার্য্যসাধন, কোন প্রতিজ্ঞাই মনে নাই। এমন কি প্রাণের জীবনতারাকেও ভুলিয়া গিয়াছেন।

প্রতাপ এখন আর দীনহীন দরিদ্র নহেন। বিশাল ইন্দ্রপুর রাজ্যের অধীশ্বর। দানবনন্দিনীর কৃপাবলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের, সম্পদের, ক্ষমতার পরিসীমা নাই। সম্রাটকে প্রভূত অর্থ দিয়া পরিবাদা ইন্দ্রপুররাজ্য স্বাধীন করিয়া লইয়াছেন। দানবীর মায়ায় কি না হইতে পারে? রাজেন্দ্র প্রতাপচন্দ্র ইন্দ্রপুরের স্বাধীন রাজা! কি কোথা বা রাজা, রাজকার্য্য, প্রজাপালন— সমস্ত ভার কর্ম্মচারিবর্গের উপর নির্ভর করিয়া প্রতাপ সরস দানবীর প্রণয়-সরসে দিনযামিনী সুখ-কোকনদ আহরণ করেন।

কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতির বিচিত্র মহিমা! যত কেন রমণীয়, যত কেন মনোরঞ্জন হউক না, এক সামগ্রী, একরূপ আমোদ চিরকাল তাহার ভাল লাগে না।

একদা প্রতাপ একাকী বিহার-কাননে মঞ্জুনিকুঞ্জে উপবিষ্ট। বসন্ত. ছয়রাগ ছত্রিশরাগিণীর সঙ্গে দিনযামিনী সেই কাননে বিরাজিত। সরোবরে স্বচ্ছ সলিলরাশি ঢল ঢল; পদ্ম, কোক-

নদ, কুমুদকহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্প সর্ব্বদা সমভাবে বিকসিত। জলচর-বিহঙ্গগণ মনের আনন্দে ক্রীড়ারত। ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জ-গানে কুঞ্জকানন আমোদিত করিয়া কুসুমদলে বিহার ও মধুপান করিতেছে। স্থলেও স্বর্গের অপূর্ব্ব শোভা! সকল ঋতুর পুষ্প সকল একত্রে প্রস্ফুটিত। মধুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আনন্দিত। নানাজাতি বিহঙ্গ সুমধুর স্বরে নবপল্লবিত নবকুসুমিত তরুশাখায় বসিয়া গান করিতেছে। সুমন্দ মলয় পবন সুরভি কুসুমসৌরভে তনুমার্জ্জিত করিয়া ফুলকুলে নব কিসলয়ে নাচাইয়া হাসাইয়া অমৃত ছড়াইয়া সঞ্চরিত। কানন আনন্দপূর্ণ।

তথাপি প্রতাপ সুখী নহেন। আজ সহসা সংসার তাঁহার মনে পড়িয়াছে। তিনি করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া অধো-বদনে ভাবনানিমগ্ন। লাবণ্যপ্রতিমা দৈত্যনন্দিনী সহাস্যবদনে আবেশবিহ্বল ভঙ্গিমাসহকারে গজেন্দ্রগমনে তথায় আসিয়া প্রেমাদরে প্রতাপকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসিল প্রাণেশ্বর! আজ তোমাকে চিন্তাকুল ও বিরস দেখিতেছি কেন? মনে কি ভাবনা উপস্থিত বল? এখনি তাহার প্রতিকার করিব। স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতল—তোমার পদতলে—তবে কি ক্ষোভে হৃদয় ক্ষুব্ধ হইল? এখনো কি সাধ পূর্ণ হয় নাই বল।"

প্রতাপ প্রমদাকে বক্ষে ধরিয়া বলিলেন "প্রাণেশ্বরি! তোমার কৃপায় কোন আশাই নিষ্ফল হয় নাই। তোমাকে পাইয়া আমি সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু জীবনময়ি! আজ আমার জীবনতারাকে মনে পড়েছে! সেই প্রেমপাগলিনী কামিনী না জানি আমার বিরহে কত ক্লেশ পাইতেছে!"

অধর টিপিয়া মৃদু হাসিয়া অধর চুম্বিয়া বিম্বাধরা প্রেমভরা

দষ্টিতে চাহিয়া বলিল "প্রিয়তম! আমায় কি আর তোমার ভাল লাগে না?"

"না প্রেয়সি! প্রতাপ দৈত্যকামিনীকে আদরে পুনর্ব্বার হৃদয়ে ধরিয়া বদন চুম্বিয়া বলিল "আমি তা বলিতেছি না। জীবনতারা আমার জন্য উন্মাদিনী, আজ সহসা কেমন তাহাকে মনে পড়িল। প্রিয়ে! রাগ করিলে?"

পরি। আমি ঈর্ষার বশীভূত নহি। প্রতাপ! তোমার উপর রাগ করিব? তবে দানবী হইয়া তোমাতে মজিব কেন? তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর, আমি জীবনতারার সংবাদ আনিয়া দিব।

প্রতাপ। কিন্তু প্রাণেশ্বরি! জীবনের একটী কাজও ত এপর্য্যন্ত সাধিতে পারিলাম না! এখনো ত দুরন্ত যবন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বসিয়া তাহার শ্মশ্রু উৎপাটন করিতেছে! প্রেমময়ি! তাহাকে দণ্ড দিবার কি উপায় বল?

পরি। সে জন্য এ চিন্তা কেন—বিষাদ কেন? ইচ্ছা করিলেই সেই সামান্য পতঙ্গকে পদে দলিত করিতে পার?

প্রতাপ। না প্রিয়ে! তাহাকে প্রাণে মারিব না। এমন কোন নূতন শাস্তি দেওয়া চাই, যাহাতে সে যতদিন বাঁচিবে, নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় তাহার অন্তরাত্মা নিরন্তর দগ্ধ হইবে।

পরি। প্রাণেশ্বর! তাহাই করিব।

মুরসিদাবাদে আজ মহাধূম। যবনের আনন্দময় গম্ভীর বাদ্য ও জয়ঃধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার প্রধান প্রধান কয়েক জন ভট্টাচার্য্যের টিকি কর্ত্তন, মস্তকমুণ্ডন, কল্‌মাপাঠ ও গোমাংস ভক্ষণ হইবে; পথে পথে

এই সংবাদ ঘোষিত হইতেছে। নর্ত্তক নর্ত্তকী নাচিয়া নাচিয়া গায়ক গায়কী গান করিয়া ফিরিতেছে। যবনদলের পরম আনন্দ।

বঙ্গাধিপতি প্রবল প্রতাপ নবাব মহম্মদ খাঁ সভামধ্যে রত্না সনে আসীন। পাত্রমিত্র সভাসদবর্গ করজোড়ে চারিধারে দণ্ডায়মান। মলিনমুখে দূরে কতকগুলি ভট্টাচার্য্য। ক্ষৌরকার একপার্শ্বে বসিয়া ক্ষুর শাণিত করিতেছে। ভট্টাচার্য্যগণ বলির ছাগের ন্যায় কাঁপিতেছে। বৃহৎ কটাহে গোমাংস মস্তক সহিত সিদ্ধ হইতেছে। গোয়ালা কলসী কলসী ঘোল লইয়া উপস্থিত। মৌলবী কোরাণহস্তে দণ্ডায়মান। কৌতুক দেখিবার জন্য লোক লোকারণ্য। অথচ যবনের ভয়ে সভাগৃহ নীরব।

সময় উপস্থিত হইল। নবাব ইঙ্গিত করিবামাত্র এক একজন ভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া তাহার টিকি ছেদন ও মস্তকমণ্ডন করাইয়া দধিতে স্নান করান হইল। কল্‌মাপাঠ করিয়া পরিশেষে তাহারা ভোজনে বসিল। প্রত্যেকের পাত্রে এক একটী গোমস্তক—চুষিয়া মস্তিষ্ক খাইতে হইবে! খাবনা কার সাধ্য বলে? যবন পাদুকাপ্রহারে খাওয়াইবে! দেখিতে দেখিতে মস্তকগুলি নিঃশেষ হইল! অমনি ঘোর ভৈরব-রবে বাদ্য বাজিল; গায়কীগণ মধুরতানে বিজয় গীত আরম্ভ করিল। জয়ঃ জয়ঃ রবে গগন বিদীর্ণ হইল।

উৎসব সমাধা হইলে নমাজ পড়াইয়া নবাব বাহাদুর প্রত্যেক ভট্টাচার্য্যকে পাঁচটী করিয়া টাকা দিয়া বিদায় করিল। টাকা পাইয়া সহাস্যমুখে ভট্টাচার্য্যগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান

করিল। দর্শকগণ চলিয়া গেল। আর এক ব্যক্তিও কৌতুক দেখিতেছিল। যবনের জয়ঃধ্বনিতে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাঁহার বদনমণ্ডলে কত নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতেছিল; কিন্তু কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। পরিশেসে তিনিও চলিয়া গেলেন।

সেইদিন রজনীতে বঙ্গাধীপ বিহার ভবনে এক পরমাসুন্দরী পূর্ণযৌবনা রমণীকে লইয়া বিহার করিতেছিল। বিহারভবন নগর হইতে দুই ক্রোশ। দুই চারি জন পারিষদ ভিন্ন সঙ্গে অধিক অনুচর ছিল না।

সহসা বর্ম্মচর্ম্ম অসিধারী ভীষণকায় এক দল লোক নবাবকে আক্রমণ করিল। অনুচরগণ একে একে শমনভবনে প্রেরিত হইল।

"পাপিষ্ঠ! তুই মনে করেছিস্ এইরূপে চিরদিন সতীর সতীত্ব নাশ করিয়া নিরাপদে থাকিবি? শমন নিকটে তোর জ্ঞান ছিল না? নরাধম! পশু! এখন তোরে কে রক্ষা করিবে?"

এই বলিয়া তাহারা যবনের হস্ত পদ বাঁধিয়া টানিয়া নিকটবর্ত্তী এক নিবিড় অরণ্যের অভিমুখে প্রস্থান করিল। অরণ্যে উপস্থিত হইয়া তাহারা সেই প্রবলপ্রতাপ নবাবকে পদে বিদলিত করিতে করিতে কর্কশ গর্জ্জনে কহিল "পাপিষ্ঠ! তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই বেলা একবার ঈশ্বরকে ডাকিয়া নে। আজ তোরে শৃগাল কুকুরের ন্যায বধ করিব।"

মহম্মদ খাঁ কত মিনতি করিল, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইল; কিন্তু দস্যুদের হৃদয় কিছুতেই টলিল না। তাহারা

নবাবের গলায় ফাঁশ লাগাইয়া বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া মহোল্লাসে টানিয়া তুলিবে—একটু টানিলেই কাজ শেষ হয়, এমন সময় বীরাভরণভূষিত মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ এক যুবাপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন "এখনি নবাবকে ছাড়িয়া দাও।"

সেই বর্ম্মচর্ম্মধারী পুরুষেরা চমকিত—স্তম্ভিত। যুবকের সমদস্বাধীনভাব, গম্ভীর মূর্ত্তি তাহাদিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিল।

যুবা করস্থিত তরবারি দ্বারা নবাবের বন্ধন ছেদন করিয়া কহিলেন "আপনার ভয় নাই, আমার সঙ্গে আসুন।"

নবাব সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ হইতে নিস্তার পাইয়া শতবার সেই যুবাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিলেন। উভয়ে চলিয়া যায়, এক-জন দস্যু বলিয়া উঠিল "আমরা কি কাপুরুষ! একজন লোকে অবলীলাক্রমে আমাদের মুখের শিকার কাড়িয়া লইয়া চলিল! চল, এখনি উভয়েরই প্রাণসংহার করিব।"

দস্যুরা অসি হস্তে পশ্চাতে ছুটিল। নবাব যুবাকে সভয়ে কহিল "মহাশয়! চলুন, শীঘ্র পলায়ন করি।"

যুবা নবাবের কথার উত্তর না দিয়া জলদপ্রতিমস্বনে কহিল "সাবধান! পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত অনলে পড়িও না!"

তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে যেন বিদ্যুৎ শিখা নির্গত হইতে লাগিল। মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব অমানুষিক জ্যোতিঃ হাস্য করিয়া উঠিল—ত্রিলোক যেন যুবার পদতল! দস্যুগণ চলৎ শক্তি রহিত! হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল। জীবন জড়বৎ! তাহারা উদাসনয়নে চিত্রপটের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল!

নবাব পুনর্ব্বার কহিল "আসুন এই বেলা পলায়ন করি।"

যুবা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নির্ভয় হৃদয়ে অবিচলিত-ভাবে ধীরগম্ভীর সহজ পদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল—জগতে যেন কাহাকেও তাঁহার ভয় নাই!

নবাবের ভবনসন্নিকটে উপস্থিত হইয়া যুবা কহিল "আপনি এখন নিরাপদ; নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করুন।"

মহম্মদ খাঁ পুনর্ব্বার যুবাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিল "আপনি আজ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আপনার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। যদি আপত্তি না থাকে, আপনি কে জানিতে ইচ্ছা করি। আমার ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা অতুল, যদি কোন ইচ্ছা থাকে বলুন, এখনি সে সাধ পূর্ণ করিব।"

এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিসহকারে ঈষদ্ হাসিয়া যুবা উত্তর করিল "মহাশয়! আমি কোন পুরস্কারের প্রত্যাশী নই। অন্ধকারে পথ হারাইয়া ঐ অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দস্যুগণ একব্যক্তির প্রাণসংহারে উদ্যত দেখিতে পাইলাম—তাহাকে বাঁচাইতে ইচ্ছা হইল। আমি কয়েক দিন হইল এই সহরে বাস করিতেছি। আদেশ করেন ত পুনর্ব্বার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

মহম্মদ খাঁ যুবকের হস্ত ধরিয়া বলিল "আপনি আমার পরম বন্ধু—আপনার সহিত পরিচয় হইলে আমি যারপর নাই সুখী হইব। এই অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করুন, যখন ইচ্ছা আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।"

সময় প্রবাহিনীর গতির ন্যায় অবিরাম গতিতে প্রবাহিত। কাহারো অনুরোধ শুনে না নবাবের সঙ্গে সেই যুবকের পরম

সদ্ভাব ও আন্তরিক বন্ধুতা জন্মিয়াছে। প্রায় সর্ব্বদা উভয়ে একত্র থাকেন।

একদিবস সেই যুবকের ভবনে নবাব ও যুবা রত্নময় আসনে বসিয়া সুরাপান ও কৌতুক করিতেছেন। কোন সুরূপসী পূর্ণযৌবনা রমণী মহম্মদখাঁর পদসেবা করিতেছে; কেহ তাল-বৃন্ত লইয়া মন্দ মন্দ ব্যজন করিতেছে, কেহ তামাক সাজিয়া দিতেছে; কেহ সুললিতকণ্ঠে প্রেমসঙ্গীত গান করিয়া তাঁহার মন প্রাণ হরণ করিতেছে; কেহ বা অপূর্ব্ব ভাব সহকারে নৃত্য করিয়া যবনের হৃদয় জর জর করিতেছে। ফলতঃ প্রত্যেক কাজ এক একটী অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ষোড়শী রমণীর হস্তে অর্পিত। পুরুষের সংস্রব মাত্র নাই। মানস-সরসে দলে দলে যেন হেমনলিনী বিকসিত! যবনের চিত্ত একেবারে উন্মাদিত হইয়া উঠিয়াছে।

হাসিতে হাসিতে নবাব জিজ্ঞাসিল "সখে রাজেন্দ্র! আমি এ পর্য্যন্ত তোমার ভবনে একটী পুরুষ ভৃত্য দেখিলাম না। তুমি অতি ভাগ্যবান। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নবযৌবনা কামিনী সকলের ভাগ্যে ঘটে না।"

যুবা রাজেন্দ্রনামে পরিচিত। তিনিও মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন "পুরুষ ভৃত্য আমারদুই চোখের বিষ! যুবতীর চল-নের ধ্বনি শুনিলেও প্রাণটা শীতল হয়। দেখুন দেখি, এই ভুবন-মোহিনী কিঙ্করীগণ কেমন ভাবভঙ্গীতে ভুবন টলাইয়া টলাইয়া আপন আপন কাজ করিতেছে! অথচ ইহারা সকলেই ভদ্র-বংশীয়া। কিন্তু তাই বলিয়া আপনি কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত হইবেন না,—ইহারা আপনারই যাহাকে ইচ্ছা আপনি লইতে পারেন।"

নবাব কহিলেন "তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ। একটী এই-রূপ রূপসী অথচ সুশীলা বালিকা পেলে আমার প্রাণাধিকা কন্যা জুলিকার সহচরী করিয়া দি। তুমি জান, আমার পুত্র সন্তান নাই। জুলিকা আমার এক মাত্র কন্যা—অতি আদরের অতি যত্নের সামগ্রী। এ জগতে যদি কিছু আমার ভালবাসার থাকে, তবে তাহা জুলিকা। তেমন রূপবতী ও গুণবতী কন্যা জগতে বিরল।"

রাজেন্দ্র উত্তর করিলেন "আমি অবশ্যই আপনার এ সাধ পূর্ণ করিব। আজ সন্ধ্যাবেলা এক পরমা রূপসী সুশীলা কামিনীকে আপনার নিকট প্রেরণ করিব।"

রাজেন্দ্র নবাবকে প্রতারণা করেন নাই। সন্ধ্যার প্রারম্ভেই এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নব যুবতী কামিনী তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইল। নবাব বালিকার অঙ্গ সৌষ্ঠব ও ধীর শান্তভাবে প্রীত হইয়া! তাহাকে সঙ্গে করিয়া জুলিকার কাছে লইয়া গেলেন।

জুলিকা বাস্তবিকই পরাসুন্দরী। সেই ষোড়শী রূপসী দুগ্ধফেননিভ শিরীষকুসুম সুকোমল কুসুমশয্যায় তাকিয়ায় হেলাইয়া পা দুলাইতেছে। সরস উরসে মনোহর পীনপয়োধর-যুগল তালে তালে নৃত্য করিতেছে। আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নযুগলে অপূর্ব্ব নীলোজ্জ্বলছটা তরঙ্গ তুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে রূপযৌবনের মধুর লহরী নীলাম্বরে ভেদিয়া সুরভি স্নিগ্ধ বিদ্যুতের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছে। সুরসাল অধরদলে বিম্বফল রসে ঢল ঢল করিতেছে। আলুলায়িত কৃষ্ণকুঞ্চিত কবরীভরে বক্ষে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, শয্যার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মরি! মরি! কি রমণীয় মনোহর শোভা।

নবাব হেমলতা নাম্নী সেই নবযুবতী মরালগামিনী বালিকাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। জুলিকার মুখ দেখিয়া যবনের পাষাণহৃদয়ও স্নেহরসে অভিষিক্ত হইল। আদরে তনয়াকে বক্ষে ধরিয়া শিরোচুম্বন করিয়া কহিলেন “ইহাঁরি কথা তোমাকে বলিয়াছিলাম। আজ অবধি হেমলতা তোমার সহচরী; তোমার সরল প্রাণ অবশ্যই ইহাকে ভাল বাসিবে। হেমলতা! তুমিও দেখ, আমার প্রাণের জুলির প্রাণে যেন ব্যথা দিও না।”

“পিতা!” জুলিকা আজ মৃদু অতি মধুর স্বরে সহাস্যমুখে বলিল “হেমলতাকে দেখিয়াই আমি ভাল বাসিয়াছি।”

সময় সেই এক ভাবেই চলিয়াছে। একমাস অতীত হইল। জুলিকা হেমলতাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে; একদণ্ড উভয়ে ছাড়াছাড়ি নাই। একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন, একত্রে ভ্রমণ —সর্ব্বদা এক সঙ্গে বাস। ছায়ার ন্যায় হেমলতা জুলিকার সহগামিনী। হেমলতাকে না ভালবাসিয়া কে থাকিতে পারে? তাহার সর্ব্বাঙ্গে মধুরতা ও ভালবাসা মাখান!

রমণী রমণীপ্রেমে উন্মত্ত হয়, সহসা শুনিতে অতি বিচিত্র কথা। কিন্তু জুলিকা ক্রমে ক্রমে হেমলতার প্রেমে হেমলতার সোহাগে হেমলতার আদরে হেমলতার রূপে মোহিত ও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। একদণ্ড হেমলতা নয়নের অন্তরাল হইলে, জগৎ তাহার শূন্য জ্ঞান হয়—চিত্ত উদাস হইয়া উঠে; এ অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যভাবের আবির্ভাবে যুবতীর নবীন জীবন এক অচিন্তনীয় মধুর আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল। তিনি বিস্ময়স্তিমিত হৃদয়ে মাঝে মাঝে কত চিন্তা করেন; কিন্তু কি কারণে চিত্তের এই

অদ্ভুত ভ্রান্তি উপস্থিত, কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। ক্রমে সেই ভালবাসা এত প্রগাঢ় এত গভীর ও এত প্রবল হইয়া উঠিল, যে যুবতী সমস্ত আমোদ আহ্লাদ নৃত্যগীত বিস্মৃত হইয়া কেবল হেমলতাকে লইয়াই দিন যামিনী নির্জ্জনে অবস্থিতি করেন। তাহাকে কাছে বসাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মধুমাখা মুখকমল দেখেন! প্রেমের সঙ্গে প্রাণও খুলিয়া গেল। সরল গতিতে সরল প্রাণ হইতে উভয়েরই প্রেমের স্রোত উভয়ের দিকে প্রবাহিত। হেমলতাও জুলিকার আদর সোহাগে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। হেমলতা যন্ত্র স্বরূপ যে দিকে যখন যে ভাবে ইচ্ছা জুলিকা তাহাকে চালাইতেছে। হেমলতা যে রমণী জুলিকা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। কখন হেমলতার গলা ধরিয়া হাসিতে থাকে; কখন উন্মত্তভাবে সেই কামিনীকে পীন-পয়োধরশোভিত সরসহৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিতে থাকে। কখন হৃদয়ে হৃদয়ে বদনে বদনে মিলাইয়া আদরে প্রণয়ে গলিয়া গ্লিয়া উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিতে থাকে। প্রেমেতে রমণী দুটী পাগলিনী! এ প্রেম এক অদ্ভুত পদার্থ! ইহা সৌহৃদ্য নহে; ভগিনীর প্রতি ভগিনীর ভালবাসা নহে; কিঙ্করীর প্রতি স্নেহ মমতা নহে। উভয়েই রমণী—অথচ ইহা দাম্পত্য প্রণয়ও নহে। ইহা হৃদয়ের এক বিচিত্র খেলা—বিচিত্র গতি; যত দিন গত হইতে লাগিল, জুলিকা ততই যেন প্রেম সাগরের প্রবল তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। প্রণয়িনীভাবে প্রেমাতুরা জুলিকা যেন হেমলতাতে পরিণিতা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শরৎকাল। পুণ্যদাপূর্ণিমা তিথি। নির্ম্মল নীলাকাশে পূর্ণশশধর নক্ষত্রমণ্ডলে বিভূষিত হইয়া বিরাজমান। জগৎ বিমল জ্যোৎস্নালোকে অলঙ্কৃত। প্রেমোদকাননে প্রেম পাগলিনী জুলিকা হেমলতার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া সরস সরসী-সোপানে উপবিষ্ট। চতুর্দ্দিকে কুসুমরাজি বিকসিত। সুমন্দ গন্ধবহ মকরন্দ মাখিয়া সুমধুর স্বনে সঞ্চরিত হইতেছে। সরোবরসলিলে বিকসিত কুমুদিনী কৌমুদীমিলনে পরমাহ্লাদে মেদুর হিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। সৌরভে কানন আমোদিত —প্রেমে বিশ্ব পুলকিত।

প্রমদা হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়া সুকোমল করকমলে প্রেমভরে হেমলতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সতৃষ্ণনয়নে ক্ষণকাল তাহার বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিল। হৃদয় ভেদকরিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস বহিল। ধীরে ধীরে হেমলতার কপোলের কৃষ্ণকুঞ্চিত অলক-গুচ্ছ সরাইয়া তাহার রসে ঢল ঢল বিম্বাধর চুম্বন করিল; কিন্তু হৃদয়ে যেন তৃপ্তি হইল না—সোহাগে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। চিবুক ধরিয়া সুমধুর স্বরে বলিল "সখি! তোমার এ মুখশশী অপেক্ষা গগনশশী সুন্দর কে বলে? উহার এরূপ সচঞ্চল নীলোজ্জ্বল নয়ন কোথা? ভ্রূর এ কন্দর্পকার্ম্মুকের ভঙ্গিমা কোথা? ঢল ঢল সরস অধর কোথা? গোলাপের কমনীয় কান্তিই বা তোমার কান্তির সঙ্গে সমান কোথা? গোলাপ তুলিলে, স্পর্শ করিলে বা করে মর্দ্দন করিলে আর তাহার লাবণ্য

থাকে না। তোমাকে যত স্পর্শ করিতেছি, হৃদয়ে চাপিয়া ধরিতেছি, তুমি ততই যেন অপূর্ব্বলাবণ্যে লাবণ্যময়ী হইতেছ! কপোলের রক্তিমছটা ততই যেন মনোহর হইতেছে! সখি সরে এস, আর একবার তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া তোমার ঐ অমৃতময় মুখকমল চুম্বন করি।"

হেমলতা জুলিকাকে অতি প্রেমাদরে বুকের উপর ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া সুমধুর বীণানিন্দিত স্বরে কহিল "প্রাণসখি!"

সেই "প্রাণসখি" জুলিকার শ্রবণবিবরে যেন অমৃত ধারা ঢালিয়া দিল। অঙ্গস্পর্শে বাগ্দেবীর বীণাযন্ত্রের তারের ন্যায় হৃদয়যন্ত্র নৃত্য করিয়া উঠিল। শিরাসমূহে বিমল আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল। বসন্ত সমাগমে কুসুম উদ্যান যেরূপ রমণীয় হয়; যৌবন সমাগমে রমণীর লাবণ্যরাশি যেরূপ উছলিয়া পড়ে; পতি সমাগমে বিরহিণী পতিপ্রাণা কামিনীর হৃদয় প্রাণ যেরূপ প্রফুল্ল হয়; রবির ছবিস্পর্শে সরোজিনীর যেরূপ সৌন্দর্য্য হয়; জুলিকার চিত্তকানন সহসা সেইরূপ পরম রমণীয় রূপ ধারণ করিল। কত দিন সেই কথা শুনিয়াছেন, সেইরূপ দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন মিষ্ট এমন সুন্দর লাগে নাই। প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গিয়া মন প্রাণ নাচাইয়া তুলে নাই। জুলিকা মোহিত হইয়া গলিয়া গিয়া হেমলতাকে বার বার আলিঙ্গন করিল।

হেমলতা কহিল "তুমি সত্যই কি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাস?"

"হেমলতা!" অতি করুণ কাতরস্বরে জুলিকা উত্তর করিল,

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তোমাকে আমি কি চক্ষে দেখিয়াছি বলিতে পারি না। আমি তোমাকে লইয়া কি করিব, কোথা রাখিব জানি না। একবার ভাবি তুমি কখনও রমণী নও!—অয়স্কান্ত মণির ন্যায় তুমি আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া তোমার আজ্ঞাধীন করিয়াছ! হেমলতা! তুমি কি, তুমি কে বল? রমণীতে এত রমণীয়তা কি সম্ভবে? যখন তোমাকে দেখি, তখনি আমার জীবন উদ্দীপিত—আশায় হৃদয় উল্লাসিত হইয়া উঠে। কি গুণে আমাকে ভুলাইলে, বল।"

"সখি!" হেমলতা প্রেমভরে প্রেমপ্রতিমা প্রমদাকে হৃদয়ে ধরিয়া সোহাগভরে বলিল "প্রাণসখি! আমি পুরুষ হলে কি তুমি আমাকে এত ভালবাসিতে? ভাগ্যগুণে পুরুষ হই নাই—নতুবা তোমার এই ভালবাসায় বঞ্চিত হইতাম!"

"হেমলতা!" জুলিকা বিষণ্ণবদনে সজল ঢল ঢল নয়নে কহিল 'এ পরিহাস কি ভাল দেখায়? তুমি রমণী হইয়া বরং ভাগ্যহীনা হইয়াছ! পুরুষ হলে আমার এই প্রণয় প্রবাহ সহস্র তরঙ্গবিস্তার করিয়া তোমাকে ভালবাসা মাখাইয়া ভালবাসায় সাজাইয়া আমার হৃদয়সরোজে গাঁথিয়া রাখিত! হেমলতা! বল, বল, তুমি কি সত্যই রমণী? রমণী কি রমণীকে এমন করিয়া পাগল করিতে পারে?"

"প্রাণময়ি!" হেমলতা পুনরায় সেই নবযুবতীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া মধুর হাসিয়া কহিল "প্রাণময়ি! আমি পুরুষ হলে কি তুমি আমাকে ভালবাসিবে? না কপটাচারী ছদ্মবেশী বলিয়া দূর করিয়া দিবে! প্রাণময়ি! প্রাণখুলিয়া বল দেখি, আমি পুরুষ হলে তুমি কি আমাকে এইরূপ ভালবাসিবে?"

জুলিকা প্রেমপ্রফুল্ল হৃদয়ে উন্মাদিনীর ন্যায় হেমলতাকে বুকে ধরিয়া বলিল "প্রাণসখি! তুমি এইরূপ বলিতেছ? পুরুষ হলে তোমাকে ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ভালবাসিব! হৃদয় হইতে আর তোমাকে নাবিতে দিব না! হেমলতা যে কুহকে রমণী হইয়া তুমি আমাকে ভুলাইয়াছ, সেই কুহকবলে কি পুরুষ হইতে পার? বল, বল, আমার কি তেমন সৌভাগ্য হবে?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সহাস্য বদনে হেমলতা উত্তর করিল "জীবিতেশ্বরি! এখনো কি তুমি বুঝিতে পার নাই?—না, না, —তা হলে আর তুমি আমাকে ভাল বাসিবে না?"

"ভালবাসিব না? হেমলতা! তোমাকে ভালবাসায় মাতাইয়া তুলিব! আমি বুঝিয়াছি তুমি রমণী নও। বল, বল, এতদিন এ চাতুরীর কি প্রয়োজন ছিল? তুমি কি আমার মন বুঝিতে পার নাই? আর এ ছদ্মবেশ কেন?"

দেখিতে দেখিতে হেমলতা রমণী মনোরঞ্জন কন্দর্প কান্তি পরম সুন্দর যুবা পুরুষের রূপ ধারণ করিল! রমণী রমণীপ্রেমে পাগলিনী হয় নাই! মনের মানুষ চিনিয়া লইতে কতক্ষণ লাগে? জুলিকা প্রবল আনন্দবেগ ধারণ করিতে পারিল না; উন্মাদিনীর ন্যায় যুবকের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল।

যুবা প্রমদার বদন চুম্বিয়া সুধাময় স্বরে কহিল "প্রাণেশ্বরি! এখন আমাকে ভালবাস ত?"

জুলিকা উত্তর করিল "হেমলতা!—বাসি না? ভালবাসায় আমি পাগল হইয়া উঠিয়াছি! আর কি বলিয়া ভালবাসা দেখাব? হেমলতা?—হেমলতা আজ আমার অতি আদরের

নাম,—প্রাণেশ্বর! তোমাকে আমি হেমলতাই বলিব!”

যুবক যুবতীর শরতের সুখের রজনী প্রেমোৎসবে পরম সুখে অতিবাহিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নবাব মহম্মদ খাঁ ও রাজেন্দ্র সেই প্রফুল্ল শতদলসদৃশ নব যৌবনা সুরূপসী রমণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট। নানারূপ কৌতুক চলিতেছে।

যুবা কহিলেন “আমি পরিহাস করি নাই। আজ রজনীতে এক স্বর্গের বিদ্যাধরীসমা নিরূপমা ললনা আপনাকে দিব। সেই রমণী শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিয়া সংপ্রতি অভিনব যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় কুসুম—এই ফুটিতেছে। এখনো কেহ তাহা স্পর্শ করে নাই, ঘ্রাণ করে নাই। তাহার রূপের কাছে এই সকল রমণী সূর্যোদয়ে তারকারাজির ন্যায় নিস্প্রভ।”

মহম্মদ খাঁর প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। যুবকের হস্ত ধরিয়া বলিল “ভাই! তুমিই পরম বন্ধু। কেবল প্রাণদান দিয়া ক্ষান্ত নও।”

ঈষৎ ভীষণ হাসি রাজেন্দ্রের অধরে বিভাসিত ও নয়নে এক অদ্ভুত ছটা প্রকাশিত হইল। যবন তাহা লক্ষ্য করিল না।

রজনী সমাগত। নৃত্য, গীত, বাদ্য যন্ত্রের তাল মান নয়ন সংযুক্ত মধুর নিনাদে রাজেন্দ্র কুমারের ভবন আনন্দময়। কাম-

মদে উন্মত্ত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মহম্মদ খাঁ সুরাপানে বিভোর হইয়া চলিতে চলিতে যুবকের ইঙ্গিত ক্রমে একটী অতি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষ কেবল মাত্র এক খণ্ড হীরকের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভায় মৃদু মধুর আলোকিত। স্বর্গীয় সৌরভে চৌদিক আমোদিত। প্রদীপের প্রখর আলোকে নবাবের অসুখের সম্ভাবনা, পরম সুহৃদ রাজেন্দ্র সেই জন্যই রত্নসম্ভবা মৃদু জ্যোতিতে গৃহটী সামান্য অথচ অতি মধুররূপে আলোকিত করিয়াছেন।

কিন্তু এ সব আলোকের প্রয়োজন কি? দ্বিরদদশন নির্ম্মিত রত্নখচিত পর্য্যঙ্কের উপর সারদপূর্ণিমা রূপিনী এক পরমা সুন্দরী নবযুবতী কামিনী আবেশ বিহ্বল ঢল ঢল ভাবে রূপের সাগরে প্রেমের কমলের ন্যায় বিরাজিত! শরৎচন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় রমণীর রমণীয় রূপরাশি গৃহ চন্দ্রিমাময় করিয়াছে! রমণী অর্দ্ধ নিদ্রিত, অর্দ্ধ জাগরিত—প্রেমে প্রমোদিত!

মহম্মদ খাঁ উন্মত্তভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্দর্পের খরতর কুসুম শরে জর জর হইয়া সেই ললনাকে হৃদয়ে ধরিয়া বার বার তাহার মুখচুম্বন, বার বার তাহাকে আলিঙ্গন করিল। করস্পর্শে লজ্জাবতী লতিকা যেরূপ সঙ্কুচিতা হয়, সেই যুবতীও তদ্রূপ সঙ্কুচিতা ও অবনতমুখী হইল। নূতন প্রেমে নব যুবতীর এ এক মধুর রঙ্গ।

"প্রাণময়ি! প্রাণেশ্বরি! প্রাণাধিকে! একবার অমৃতময় বাক্যে প্রাণ শীতল কর।"

মহম্মদ খাঁ কত আদর করিল, কত ভালবাসা দেখাইল। কিন্তু যুবতীর অঙ্গ যেন অবসন্ন হইয়া রবিকর তাপিত কনকলতি-

কার ন্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। যুবতী যেন সংজ্ঞাশূন্য—অথচ সম্পূর্ণ নিদ্রিত নহে।

যবন সাবধান! চক্ষু উন্মীলন কর। অমৃত ভ্রমে গরল ভক্ষণ করিও না! কিন্তু উপদেশ শোনে কে?

সহসা গৃহ সম্পূর্ণরূপে তিমিরে নিমগ্ন হইল। সমস্ত নীরব। যবন মন্মথের মোহনবানে মুগ্ধ—বাহ্যজ্ঞান শূন্য। দেখিতে দেখিতে গৃহের মধ্যস্থল হইতে এক অপূর্ব্ব লাবণ্য শিখা উত্থিত হইল। সেই মৃদু জ্যোতিশিখা ক্রমে বিপুল তেজোময়ী হইয়া সমস্ত গৃহ উজ্জ্বল প্রভায় প্রভান্বিত করিল। বিস্ময় স্তিমিত নেত্রে স্পন্দিত হৃদয়ে মহম্মদ খাঁ নয়ন মেলিয়া দেখিল সমদগম্ভীরভাবে কুঞ্চিত ললাটে, জলন্ত নয়নে, কম্পিত অধরে আরক্ত বদনে রাজেন্দ্র তাহার পানে চাহিয়া দণ্ডায়মান! সেই দৃষ্টি সেই ভাব —দেখিয়াই যবনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! ভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিল। যুবতী সন্ধ্যা অবধিই অবশ অবসন্ন ভাবে যেন নেশায় বিভোর হইয়াছিল—সহসা তাহার ও যেন চৈতন্য হইল।

রাজেন্দ্র বারিদ গম্ভীর ভীষণ স্বরে কহিল "পামর! আপনার কন্যা জুলিকারও সতীত্ব নাশ করিতে তোর লজ্জা হইল না, ক্ষোভ হইল না? নিলর্জ্জ যবন! তোরে শতধিক্। আজ অবধি তোর আদরের জুলিকা এই নবীন বয়সে নবীন জীবনে বসন্ত শোভাহীন ও পদদলিত হইয়া দাবদগ্ধ হৃদয়ে ধূলায় লুটাইয়া রহিল।"

কি মহম্মদ খাঁ, কি জুলিকা—কাহারো মুখে কথা নাই। উভয়েই যেন জড়বৎ হইয়া গিয়াছে!

অকস্মাৎ জুলিকা পিতার প্রেমালিঙ্গন ছাড়াইয়া শয্যা-

হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং রাজেন্দ্রকুমারের পদে পতিত হইয়া কহিল 'হেমলতা! হেমলতা!'

রাজেন্দ্র তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কর্কশস্বরে কহিল "সাপিনি! তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না।"

জুলিকা পুনর্ব্বার তাহার পদযুগল ধরিয়া কাতরভাবে সজলনয়নে কহিল "হেমলতা! প্রাণেশ্বর! আমি কিছুই জানি না, আমাকে বৃথা ভৎর্সনা করিতেছ! পিতা যে কালসর্প বেশে তনয়ার হৃদয়ে দংশন করিবেন, কেমন করিয়া জানিব? পিতা! কোন্ মুখে তুমি এখনো জীবিত আছ?"

জুলিকা পাগলিনীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। রাজেন্দ্র পুনর্ব্বার গভীর স্বরে কহিল "যবন! আমাকে চিনিতে পার?"

"কে প্রতাপ!" বলিয়া যেন অসুরের বল প্রাপ্ত হইয়া মহম্মদ খাঁ একলম্ফে কম্পিতকলেবরে প্রতাপকে আক্রমণ করিল।

প্রতাপ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেই যবনকে দগ্ধ করিয়া ভীমস্বরে কহিল "নির্ব্বোধ! সাবধান।"

যবন একেবারে শক্তিহীন। চিত্রপটের ন্যায় উদাস নয়নে চাহিয়া রহিল।

প্রতাপ কহিল "হাঁ আমি সেই প্রতাপ! কোন সময়ে বিপদগ্রস্থ হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে তুমি যাহার যুবতী ভগিনীকে চাহিয়াছিলে, সেই যুবতী ভগিনীর ভ্রাতা আমি এই প্রতাপ! নির্ব্বোধ এখন কি তোর জ্ঞানোদয় হইল? জুলিকা কাঁদ—কাঁদিয়া ঐ জ্বলন্ত অশ্রুজলে তোমার পাপিষ্ঠ পিতার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাক!"

"হেমলতা। প্রাণেশ্বর!" জুলিকা কাতরভাবে ডাকিল।

প্রতাপ ফিরিয়া চাহিল না—সেই প্রাণের জুলিকা ধূলায় লুণ্ঠিত চাহিয়া দেখিল না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কেবল আর একবার যবনের পানে চাহিয়া চলিয়া গেল।

"প্রাণাধিক!" হাসিয়া সুধাময় স্বরে পরিবালা জিজ্ঞাসিল —"এখন তোমার সাধ পূর্ণ হইল ত?"

"প্রাণেশ্বরি!" আদরে ধরিয়া প্রেমভরে প্রেমময়ী দানবতনয়াকে হৃদয়ে ধরিয়া বদন চুম্বিয়া প্রতাপ উত্তর করিল "আজ আমার হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। যবন অনুতাপানলে পুড়িতে থাকুক। প্রাণময়ি! শুভক্ষণেই তোমাকে পাইয়াছিলাম! যে মায়া বিস্তার করিয়া সকলকে অন্ধ করিয়াছিলে, কার সাধ্য তোমার মহিমার মর্ম্মোদ্ভেদ করে? তোমার মহিমায় প্রতাপ রমণী সাজিয়া রমণীমন মোহিত করিল—প্রণাধিকে! আমার ন্যায় সৌভাগ্যবান্ পুরুষ কে আছে? এস প্রিয়তমে! একবার তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন মুরসিদাবাদ সহর তোলপাড়। দলে দলে মুসলমানবৃন্দ প্রতাপের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। প্রতাপের সেই সুরম্য ভবন শূন্য! মুখ হইতে মৃগশিশু পলাইলে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুল যেরূপ গর্জ্জন করিতে থাকে, নবাব মহম্মদ খাঁ সেইরূপ

বিফল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, শরীর কম্পিত, এবং সর্ব্বাঙ্গে পাবকস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে —অগ্নিগিরি যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। যবনের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই সশঙ্কিত, অথচ কারণ কেহই অবগত নহে।

হিন্দুজাতির লাঞ্ছনার পরিসীমা নাই। তাহাদের উপর যবনের আক্রোশ শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল। কুলকামিনীগণ কুলমান হারাইয়া গভীর আর্ত্তস্বরে দিঙ্মণ্ডল আকুল করিল। হিন্দুশোণিতে মুরসিদাবাদ প্লাবিত হইল।

কিন্তু কোথাও প্রতাপের দর্শন নাই। যাহারা তাঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল, একে একে বিষণ্ণবদনে ফিরিয়া আসিল। মহম্মদ খাঁ হতাশ হইয়া কম্পিত কলেবরে আরক্ত বদনে আদেশ করিল, "যেখানে পাও, এই বঙ্গদেশ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া আন। সে দেবতা নয়, যে অদৃশ্য হইয়াছে; মায়াবী নয় যে মায়ায় লুকাইয়া আছে? সেনাপতি! সহর কোতয়াল! তোমাদিগকে একসপ্তাহ সময় দেওয়া গেল। এক সপ্তাহ মধ্যে এই পাপাত্মাকে ধরিয়া আনিতে না পারিলে তোমাদের সবংশে নির্ব্বংশ করিব।"

গভীর বাদ্যে বঙ্গদেশে ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইল— "জীবিত বা মৃত যে প্রতাপকে ধরিয়া আনিবে সে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবে।" প্রকাশ্য ও গুপ্তচর চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল।

প্রতাপ ইন্দ্রপুরে আনন্দকাননে আনন্দময়ী দৈত্যনন্দিনী পরিবালার প্রণয়হ্রদে পরমানন্দে সুখশতদল আহরণ করিয়া

মালাগাঁথিয়া আপনি পরিয়া প্রমদাকে সাজাইতেছেন। কুসুম-ভূষণে ভূষিত হইয়া কুসুমকুঞ্জে কুসুমশয্যায় প্রফুল্ল কুসুমসদৃশ যুবক যুবতী উভয়ের অঙ্গে উভয়ে ঢলিয়া পড়িয়া উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। তরুশাখে বিহঙ্গগণ গান করিতেছে; ময়ূর ময়ূরী পুচ্ছ গুচ্ছ বিস্তারিত করিয়া কদম্বকুঞ্জে নৃত্য করিতেছে; মলয় পবন বিকসিত কুসুম-দলে, অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কলিকায়, নব কিসলয়ে নাচাইয়া, হাসাইয়া, দুলাইয়া—যুবতীর অলকগুচ্ছ কাঁপাইয়া অমৃত ব্যজন করিতেছে, কোকিলের কুহুধ্বনি, পাপিয়ার পিউ পিউ মধুর ঝঙ্কার ভ্রমরের গুঞ্জরব, কুঞ্জকানন মাতাইয়া তুলিয়াছে। প্রেমে উভয়ে বিভোর। এমন সময় মুসলমান সৈন্যের সাগরকল্লোল-সদৃশ বিশ্বভেদী সমর বাদ্যে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর প্রতাপকে, সন্ধান পাইয়া নবাব মহম্মদ খাঁ দশ সহস্র পদাতি এবং দশ সহস্র অশ্ব লইয়া স্বয়ং আসিয়া ইন্দ্র পুর আক্রমণ করিয়াছে। যবনের আল্লা আল্লা রবে পুরী চমকিত।

অমরাবতী সদৃশ সুরম্য নগরী হাহাকার রবে পূর্ণ হইল; চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল অগ্নিশিখা কালভুজঙ্গের ন্যায় জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া নগর ঘেরিয়া ফেলিল। নিবিড় ধূমপুঞ্জ স্তম্ভাকারে গগন মণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল।

প্রতাপ মানব রাজ্য বিস্মৃত হইয়া সুখস্বপ্নে অভিভূত। যবনের জয়ধ্বনি সে সুখসপ্ন ভঙ্গ করিয়া শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিল। নিদ্রোত্থিত সিংহের ন্যায় নয়ন মেলিয়া প্রেয়সীকে জিজ্ঞাসিলেন "কিসের কোলাহল শুনা যাইতেছে।"

হাসিয়া মৃদুহাসিনী দানবনন্দিনী উত্তর করিল "দুরাত্মা মহম্মদ খাঁর দিন শেষ হইয়াছে।"

প্রতাপ বুঝিলেন। সৈন্যসামন্ত তাঁহার পরিচ্ছেদমাত্র—নতুবা তিনি স্বয়ং বিশ্ববিজয়ী—অজেয়!

হাসিয়া প্রেয়সিকে কহিলেন "প্রণাধিক! মনে করিয়াছিলাম আর সংসারে মিশিব না—তোমার প্রদত্ত বলবীর্য্য দেখাইবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু তাহা ঘটিল না। পাপিষ্ঠের দর্পচূর্ণ নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।"

এই বলিয়া সেই বীরকেশরী বীরসাজে সজ্জিত হইয়া প্রাণপ্রেয়সী প্রমদাকে বীরাঙ্গনা সাজে সাজাইয়া কেশরীগমনে গজেন্দ্রগামিনী কামিনীর অনুগামী হইলেন।

অশ্বারোহণে দম্পতি নগর তোরণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পাঠানসৈন্য চৌদিক ঘেরিয়া নগরে অগ্নি প্রদান করিয়াছে। স্তম্ভাকারে ধূমপুঞ্জ জ্বলন্তশিখার সহিত জ্বলিতে জ্বলিতে অম্বর চুম্বন করিতেছে। অর্থপিশাচ যবনদল নগরলুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইয়া নগরবাসীর লাঞ্ছনার একশেষ করিতেছে। কত সতী সতীত্ব হারাইয়া জ্যোতিহীন বিদ্যুল্লতিকার ন্যায় ধূলায় লুণ্ঠিত—যবনের পদে দলিত হইতেছে।

মহম্মদ খাঁ স্বয়ং অশ্বারোহণে সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতেছে ও নগর ভস্ম করিয়া ফেলিবার জন্য আদেশ দিতেছে। প্রতাপের সর্ব্বাঙ্গ রত্নময় আভরণে বিভূষিত; কটিতে নিষ্কোষিত অসি বিদ্যুতের ন্যায় চকমক করিতেছে। মস্তকে মণিময় উষ্ণীষ, তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ বায়ুভরে নৃত্য করিতেছে;—পার্শ্বে ভুবনমোহিনী বীরাঙ্গনা।

উভয়ে নগরতোরণে উপস্থিত হইলে বোধ হইল উদয়াচলে ঊষার সহিত দিবাকর উদতি হইলেন। পরিবালার পরিমলময় কমলকোমল কলেবর রত্নমণ্ডিত নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরের ন্যায় অতি রমণীয় নীল পট্টাম্বরে আবৃত। সৌদামিনী ছটার ন্যায় লাবণ্যরাশি সেই নীলাম্বর ভেদ করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে। পীনোন্নত পয়োধর মাঝে কম্বুকণ্ঠবিলম্বিত হীরকজড়িত গজমতিহার ঝলমল করিতেছে। মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে বিচুলিত। আলুয়িত সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কবরীভার পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। মৃণালভুজে কণ্টকের ন্যায় সুশাণিত তরবারি। মুখে অনিবার মৃদুমধুর হাসি। তোরণদ্বারে তুরঙ্গারোহণে সপত্নী কন্দর্পরূপে বিশ্বমোহিত হইল।

দূর হইতে প্রতাপকে দেখিবামাত্র মহম্মদ খাঁ সৈন্যগণকে আক্রমণের আদেশ দিল। অমনি মদমত্ত যবনবৃন্দ আল্লা আল্লাহো রবে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। গভীর রণবাদ্যে বিশ্ববিদীর্ণ হইল। দম্ভোলিনিনাদের ন্যায় কামানের ঘোর ঘর ঘর শব্দে ত্রিভুবন স্তব্ধ হইল। বর্ষাকালের বৃষ্টিধারার ন্যায় অবিরল গোলাগুলি তাঁর নবদম্পতির অঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু যুবক যুবতীর কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। কামানের পর্ব্বতভেদী গোলাও যেন সরস কুসুম বৃষ্টি বোধ হইল! অবলীলাক্রমে অক্ষতশরীরে উভয়ে মহম্মদ খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সর্ব্বাঙ্গ যদিও অসামান্য লাবণ্য রূপনির্ঝরের ন্যায় ঝরিয়া পরিতেছে; সর্ব্বাঙ্গ যদিও কুসুমভূষণে বিভূষিত,—কিন্তু নয়নে ও বদনে এক ভয়ঙ্কর শিখা প্রজ্বলিত! বিশ্ব যেন সেই শিখায় পুড়িয়া যাইতে বসিয়াছে!

"পাপাত্মা যবন!" প্রতাপজলদপ্রতিমস্বনে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল "এখনো তোর চৈতন্য হইল না? কোন সাহসে তুই আমার রাজ্য আক্রমণ করিলি?"

সেই সাগরতরঙ্গসদৃশ বীরমদমত্ত বিংশতি সহস্র পাঠান অসাড় অবশ—জড়প্রায় হইয়া পড়িল! শরীব গ্রন্থী সকল শিথিল হইয়া গেল; হস্ত হইতে অসিচর্ম্ম স্খলিত হইল। প্রতাপের সেই ভীষণমূর্ত্তি, মুখের সেই ভয়ঙ্কর ভাব, বিশাল নয়নদ্বয়ের সেই অলৌকিক অদ্ভুদ প্রভা সকলের যেন জীবন হরণ করিয়া লইল! সেই অযুত তরঙ্গসঙ্কুল সমরীসিন্ধু পলকে প্রশান্তভাব ধারণ করিল!

ঘোর ঘৃণাপূর্ণ জ্বলন্তদৃষ্টিতে প্রতাপ একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল "পাপিষ্ঠ যবন! সসৈন্য স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া কেন? তোমার সে প্রাণের তনয়া জুলিকা ভাল আছে ত?"

মহম্মদ খাঁ বাক্‌শক্তিহীন। সৈন্যমণ্ডল তরুরাজির ন্যায় নিশ্চল! প্রতাপ অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন "একে একে এই বিংশতি সহস্র দুরন্ত পাঠানকে, এই নরাধমের সম্মুখে সারি সারি ফাঁশিকাষ্ঠে লট্‌কাইয়া দাও। যবনকে আর ক্ষমা নাই।"

প্রবল প্রতাপমহম্মদ খাঁর সম্মুখে বিংশতি সহস্র পাঠান ফাঁশিকাষ্ঠে লম্বিত হইল। প্রতাপ পরিশেষে স্বহস্তে নবাবের কর্ণনাসিকা ছেদন করিয়া গর্দ্দভে চড়াইয়া মাথা মুড়াইয়া তাহাকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সেই পতঙ্গের প্রাণবধ করিয়া তাহার অনুতাপানলের শান্তি করিলেন না।

চকিতের মধ্যে নগরের প্রজ্বলিত অগ্নিনির্ব্বাণ হইল।

দানবীমায়ায় নগরবাসী দুর্ঘটনা ভুলিয়া গেল। শান্তি আবার শান্তমূর্ত্তিতে নগর আনন্দ প্রবাহে ভাসাইয়া দিল। বিষদন্ত-হীন মহম্মদ খাঁ উদাস হৃদয়ে অবনত বদনে মৃতপ্রায় হইয়া একাকী মুরসিদাবাদে প্রত্যাগমন করিল।

তৃতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একে একে ভারতের সমস্ত রাজ্য, সমস্ত প্রদেশ যবনের প্রবল প্রতাপপ্রবাহ সহস্র তরঙ্গ বিস্তার করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সূর্য্যসদৃশ বীর্য্যশালী পতনশীল আর্য্যপুত্রগণ বীরত্ববিক্রম বিস্মৃত হইয়া ফেরুপাল সদৃশ যবনের পদপূজা বা ভিখারীবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ বংশগৌরব কলঙ্কিত করিয়াছেন।

তবে বীরপ্রসবিনী রাজপুতানা এখনো বীরশূন্য নহে। বীরত্ব অনল এখনো সেই পুণ্যক্ষেত্রে জীবমাত্রেরই হৃদয়ে প্রজ্বলিত। এখনো সেই বীরজাতি যবনের পদে মস্তক অবনত করে নাই। স্বাধীনতা সূর্য্য এখনো রাজপুতানার নির্ম্মল আকাশে হিরণ্ময়ীকিরণমালায় বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে। মার্ত্তণ্ডসদৃশ দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আজমীরের অধীশ্বর অজয়সিংহ বীরত্বসৌরভে এখনো মস্তকের মণিময় মুকুট মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু একা আর সে অসীম সাগরে কতক্ষণ স্থির থাকিবেন? ফলতঃ ভারত-গৌরব-রবি অস্তগত প্রায়। দিল্লির তেজস্বী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুদক্ষ কুটবুদ্ধি সেনাপতি মনসুর আলি হিন্দুবংশের ধ্বংসসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। বাহুবলে সেই

সূর্য্যপ্রতাপ অজয়সিংহকে অবনত করিতে না পারিয়া গৃহবিবাদ বাধাইয়া স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য মহা ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত! যবনের চাতুরীপ্রভাবে হিন্দুনরপতিদিগের মধ্যে স্বল্পকাল মধ্যে বিষম অসদ্ভাব ও বিজাতীয় ঈর্ষা জন্মিল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিশেষতঃ এই সময়ে অজয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর মহীপৎ সিংহ সহসা অদৃশ্য হইলেন। মহীপৎ যার পর নাই চতুর ও বুদ্ধিমান। কি গম্ভীর মন্ত্রণাগৃহে, কি ভীষণসমর প্রাঙ্গণে—সর্ব্বত্রই মহীপতের বুদ্ধিকৌশল সমভাবে ক্রীড়া করিত। তাঁহার বাহুবলে যবন সেনাপতিকে অনেকবার শৃগালের ন্যায় লাঙ্গুল গুটাইয়া প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সেই বীরাগ্রগণ্যপুত্রশোকে রাজেন্দ্র অজয়সিংহ আকুল ও দক্ষিণহস্তশূন্য হইয়া পড়িলেন। মনসুর আলি কেবল সুযোগ সন্ধান করিতেছে; সময় পাইলেই সসৈন্যে সিন্ধুপ্রবাহের ন্যায় উচ্ছ্বলিত হইয়া আজমীর রাজ্য প্লাবিত করিবে। দেশ দেশান্তরে দূত প্রেরিত হইল, কিন্তু কেহই তাঁহার সংবাদ আনিতে পারিল না। ক্রমে দুই বৎসর অতীত হইল।

প্রতাপ দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া ভারতের নানাদেশ নানা স্থান অটবী অচল পরিভ্রমণ করিয়া ভারতের বীর্য্যক্ষেত্রে পরিশেষে রাজপুতানার কণ্ঠহার আজমীরে উপস্থিত হইলেন। নগরের দুই ক্রোশ দূরে এক রমণীয় অট্টালিকা ক্রয় করিয়া তথায় আদরিণী দৈত্যনন্দিনী পরিবালাকে লইয়া ছদ্মবেশে সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজার সহিত তাঁহার

পরম সৌহৃদ্য জন্মিল। প্রতাপকে দেখিয়া প্রতাপের সহিত একবার বাক্যালাপ করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? বীরত্ব, গাম্ভীর্য্য, সৌজন্য প্রতাপের বদনমণ্ডলে মাখান। দানবীবরে প্রতাপ জগতের মনোরঞ্জন। মানব জগতে প্রতাপের তুল্য রূপবান কোথা?

বন্ধুতার সহিত রাজসভায় প্রতাপের প্রভুত্বও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে অজয়সিংহ তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়া তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করিতেন না। এমন কি তাঁহাকে একটী উচ্চপদ অবধি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন।

একদা প্রতাপ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আরাবলী পর্ব্বতের এক অত্যুচ্চশিখরে একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন। প্রকৃতির রমণীয় শোভা তাঁহাকে মোহিত করিল। তিনি অবলীলাক্রমে নানা গভীর গহ্বর ও উপত্যকা অতিক্রম করিয়া এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে আরোহণ ও ভ্রমণ করিতেছেন।

চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে অনতিদূরে মনুষ্যের অগম্য এক পর্ব্বতশিখরে দুর্গাকৃতি এক অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রতাপ ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই দুর্গসমীপে উপস্থিত হইলেন।

সহসা দুর্গপ্রাচীরে একটী গবাক্ষ উদ্ঘাটিত হইল; তন্মধ্য হইতে একটী যুবা কাতরভাবে কহিল, "মহাশয়, আমাকে রক্ষা করুন। আজ দুই বৎসর ধরিয়া আমি এখানে অবরুদ্ধ আছি।"

যুবা আর কিছু বলিতে অবসর পাইল না। ভিতর হইতে

কোন লোক যেন তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেল, এবং গবাক্ষ ও বন্ধ হইল।

প্রতাপ বিস্মিতচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, অকস্মাৎ আট দশ জন মুসলমান আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। ইচ্ছা করিলে তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার চাহিলে যবনদল কোপিল কোপানলে ভুবনবিজয়ী ষষ্ঠীসহস্র সগরসন্তানবৎ অথবা হরকোপানলে কন্দর্পের ন্যায় ভস্ম হইয়া দিগন্তে উড়িয়া যাইত; কিন্তু কৌতুক দেখিতে তাঁহার সাধ হইল। শক্তি ত আছেই, যখন ইচ্ছা তাহাদিগকে জড়বৎ করিয়া ফেলিতে পারিবেন, তবে আর চিন্তা কি? শক্তি কি অপূর্ব্ব সামগ্রী! মনে যদি শক্তিবল থাকে, ভীষণ শার্দ্দূল দেখিয়াও চিত্ত বিচলিত হয় না। ভ্রূভঙ্গে ভুবন কম্পিত করিতে পারি, মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস, জ্বলন্ত সাহস থাকিলে, অন্তন সঙ্কটসঙ্কুল অতল অর্ণবে ডুবিয়াও ক্রীড়া করিতে কার না সাধ হয়?

প্রতাপ অঙ্গ নাড়িলেন না। চক্ষু বন্ধন করিয়া মেষ শাবকের ন্যায় যবনেরা তাঁহাকে লইয়া চলিল। রাত্রি হইয়াছে। চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারময় শীতকাল। তুষার আসারের ন্যায় বায়ু প্রবলবেগে বহিতেছে। কিন্তু প্রতাপের শীত নাই নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপে, বর্ষার অজস্র সলিলে এবং হিমানীর দুরন্ত শীতে--সকল ঋতুতেই প্রতাপের সমভাব। মধুময় বসন্ত হৃদয়ে চিরবিরাজিত!

প্রতাপকে তাহারা একটী গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া চক্ষের বন্ধন খুলিয়া দিল। প্রতাপ ভাবিলেন ইহারা কে? সেই কারারুদ্ধ যুবাই বা কে? দানব নন্দিনী প্রেমানুরাগিনী হইয়া প্রতাপকে

গন্ধর্ব্বের ন্যায় পরম সুন্দর, মহাবীর্য্যবান ও বিশ্ববিজয়ী করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ নীরবে চিন্তা করিতেছেন, একজন মুসলমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল "আপনি কি উদ্দেশে এবং কেমন করিয়া এই মনুষ্যের অগম্য স্থানে আসিয়াছেন, বলুন। সত্য কথা কহিলে ভয় নাই, মিথ্যা কহিলে আপনার প্রাণদণ্ড হইবে।"

প্রতাপের অধরে ঈষৎ হাসি একবার খেলিয়া উঠিল। তিনি উত্তর করিলেন "মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন কি? এই পর্ব্বত শ্রেণীর রমণীয় শোভা দর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য।"

যবন ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া কহিল "গবাক্ষদ্বার হইতে কোন লোক আপনাকে কিছু বলিয়াছিল? আপনি তাহাকে চিনেন?"

প্রতাপ অবিচলিতভাবে কহিলেন "হাঁ, প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলে, একটী গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটীত হইল এবং একটী যুবা আমাকে কারামুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাকে চিনি না।"

যবনের মুখমণ্ডল ঈষৎ মেঘাবৃত হইল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল "আপনার কথা মিথ্যা বোধ হয় না; আপনাকে কাহারো চর বা মিথ্যাবাদীও বোধ হয় না। আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন আজকার এই ঘটনা বিস্মৃত হইবেন এবং যুবার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবেন না, তাহা হইলে আমরা আপনাকে

ছাড়িয়া দিতে পারি। নতুবা ঐ যুবার ন্যায় আপনাকে ও এই দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে হইবে—কোন কালে মুক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না।"

আবার ঈষদ্ গম্ভীর এক চমৎকার হাসি প্রতাপের অধরে স্ফুরিত হইল। তিনি উত্তর করিলেন "এরূপ অন্যায় প্রতিজ্ঞা আমি করিতে পারিব না। তোমরা যদি নিরপরাধে কোন ব্যক্তিকে এরূপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাক, আমি অবশ্যই তাহারি মুক্তির চেষ্টা করিব।"

যবন ললাট কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "সে আপনার অভিরুচি। এই দুর্গ দুর্ভেদ্য ও অজেয়। তথাপি শত্রু নিতান্ত সামান্য হইলেও আমরা তাহাকে অবজ্ঞা করি না, মোগলের সে রীতিই নয়।"

"আমার যা বলিবার ছিল বলিয়াছি, এখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" প্রতাপ উত্তর করিলেন।

যবন আর কিছু না বলিয়া প্রতাপকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া এক গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিল।

রাত্রি দুই প্রহর। পর্ব্বত প্রদেশ নীরব, নিস্তব্ধ ও গভীর নিদ্রায় অভিভূত। বন্দী আপনার কক্ষে একখানি পালঙ্কে শয়ন করিয়া চিন্তা নিমগ্ন। এমন সময়ে দ্বারোদ্‌ঘাটনের মৃদু নিনাদ তাহার কর্ণগোচর হইল। আশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া বন্দী কর্ণ উত্তোলন করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। দেবতাতুল্য রূপবান এক যুবা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া বন্দী আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন "আপনি কি আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন?"

প্রতাপ যুবকের পার্শ্বে বসিয়া মধুর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন "আপনি কে আমাকে বলুন। আমি যথার্থই আপনাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি।"

যুবা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আপনি যদি আমাকে মুক্ত করিতে পারেন, তবে বলি, নতুবা বলিয়া ফল নাই। অথবা মুক্তির আশা করাই বৃথা। আপনি একা, চতুর্দ্দিকে প্রহরী, কেমন করিয়াই বা আপনি আমাকে মুক্ত করিবেন?"

প্রতাপ গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আমি আপনাকে মুক্ত করিতেই আসিয়াছি।"

যুবা উল্লাসিত হৃদয়ে, প্রফুল্ল বদনে বলিলেন "যদি আপনি স্বয়ং না পারেন, আমি এখানে অবরুদ্ধ আছি, পিতাকে এ সংবাদ দিলেও যথেষ্ট উপকৃত হইব। তবে আপনিই বা কিরূপে পলায়ন করিবেন?"

হাসিয়া প্রতাপ নির্ভয় ভাবে বন্দীর পানে চাহিয়া উত্তর করিলেন "আপনি হতাশ হইবেন না; আপনি কে বলুন।"

যুবা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন "আমি আজমীরের অধীশ্বর অজয় সিংহের পুত্র—মহীপৎ সিংহ।"

প্রতাপের মুখমণ্ডল হাসিয়া উঠিল—পারিজাতে কে যেন বিমল লাবণ্য মাখাইয়া দিল। কহিলেন "কুমার! আমার ঐ সন্দেহই হইয়াছিল। এই আপনার বন্দী দশার শেষ রজনী।"

মহীপৎ সিংহ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রতাপকে বক্ষে ধরিয়া কহিলেন "সখে! এখন জানিলাম, আজমীরের গৌরবরবি অস্ত যাইবার বিলম্ব আছে।"

প্রতাপ মহীপতের হস্তে একখানি তরবারি দিয়া কহিলেন, "চলুন, আর বিলম্বে কাজ নাই।"

তরবারি পাইয়া মহীপৎ সিংহ কহিলেন "এখন জানিলাম আজ নিষ্কৃতি নিশ্চয়। সশস্ত্র মহীপতসিংহ একবার হুঙ্কার করিলে মত্তমাতঙ্গ ও চমকিত হয়।"

উভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে দুর্গপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বাহির তোরণে উপস্থিত। দুই জন প্রহরী শাণিত অসিহস্তে মদমত্তগম্ভীর গতিতে বিচরণ করিতেছে। চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডল নীলাকাশে বিরাজমান; কিন্তু দিঙ্মণ্ডল হিমানি ও কুজঝটিকাজালে আচ্ছন্ন, চন্দ্র কিরণের তাদৃশ স্ফূর্ত্তি নাই। মহীপতের সাহস পরীক্ষার জন্য প্রতাপ যেন সভয়ে প্রহরীদ্বয়কে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে ভয়াকুল ও ভগ্নোদ্যম দেখিয়া কুমার তাঁহার কর্ণে মৃদুস্বরে বলিলেন "আপনার কি ভয় হইতেছে! হৃদয়কে উৎসাহিত করুন। আমার পশ্চাতে আসুন—দুইজন মাত্র প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত—দশজন হইলেও ক্ষতি ছিল না, আপনি নির্ভয়ে আসুন—মহীপতের বাহুবলের পরিচয় পাইবেন।"

প্রতাপ উত্তর করিলেন 'চলুন।"

উভয়ে নির্ভয় পদবিক্ষেপে অবিচলিতচিত্তে চলিলেন। প্রহরীদ্বয়ের সম্মুখ দিয়া গিয়া গম্ভীরভাবে দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। অর্গলের হড় হড় শব্দ হইল। কিন্তু প্রহরীদ্বয় একবার চাহিয়া ও দেখিল না! সে কর্কশ নিনাদ যেন তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল না!

নিরাপদে দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া সবিস্ময়ে মহীপৎ কহি-

লেন "কি আশ্চর্য্য! কি মায়াচক্র! প্রহরীরা যেন আমাদিগকে দেখিল না!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই বীরোত্তম পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অজয়সিংহের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। প্রতাপকে বার বার ধন্যবাদ প্রদান ও আদরে আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বে বসাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

আজমীরে আজ পরম আনন্দ। রাজপুরীতে আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত। ব্রাহ্মণগণ উচ্চ গম্ভীরভাবে বেদপাঠ ও শিবস্বস্তয়ন করিতেছেন। ধূপ ধূনা ও প্রফুল্ল কুসুম চন্দনের সুরভি সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত। দ্বারে দ্বারে সহকারশাখা ও বিকসিত পুষ্পমাল্য বিলম্বিত—তোরণে কদলীতরু মৃদুমলয়-হিল্লোলে ঈষদ্ দুলিতেছে। মঙ্গলবাদ্যের আনন্দময় মধুর-গম্ভীর নিনাদে নগর আনন্দিত। নর্ত্তক নর্ত্তকী গায়ক গায়কী নৃত্যগীতে পুরবাসীর মন প্রাণ হরণ করিতেছে। সকলেই সুখী—সকলেই উৎসবে উন্মত্ত।

একদা সন্ধ্যাকালে মহারাজ অজয়সিংহ একাকী এক নিভৃতকক্ষে উপবিষ্ট। সম্মুখে কতকগুলি পত্র ও কাগজ ছড়ান। এমন সময়ে একটী কিঙ্কর আসিয়া নিবেদন করিল "মহারাজ। এক সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান।"

মহারাজ পরম হিন্দু ও ধার্ম্মিক। আদেশ করিলেন "সন্ন্যাসীকে লইয়া আইস।"

সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে মহারাজ সমাদরে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসিলেন "এক্ষণে কি জন্য আসিয়াছেন, বলুন।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "দৈবক্রমে আমি কোন বিষয় জানিতে পারিয়াছি—আপনার মঙ্গলামঙ্গল এমন কি জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। সময়ে সাবধান করিবার জন্যই এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।"

অজয় সিংহ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "এক যবন ভিন্ন অন্য কাহারো আমার জীবনে প্রয়োজন দেখিতেছি না। যাহা হউক কি জানিতে পারিয়াছেন, বলুন।"

সন্ন্যাসী একখানি পত্র বাহির করিয়া মহারাজের হস্তে দিয়া কহিলেন, "এই পত্রখানি পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।"

মহারাজ পত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেনঃ—"আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির কিছুমাত্র বিলম্ব ছিল না। আমরাই আজ কাল করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি। কোথা হইতে প্রতাপ নামে একজন বাঙ্গালী আসিয়া আমাদের সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত কৌশল বিফল করিল। এই বেটাকে প্রথমে জব্দ করা চাই; দরবারে তাহার বিপুল ক্ষমতা। এমন কি পিতাকে অপসারিত করিয়া এই নরাধমকে প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করিতে অবধি রাজা মানস করিয়াছিলেন। বেটা কি ভেবে অস্বীকার করিল বলিতে পারি না। শুনিতে পাই দুরাত্মা পূর্ব্বে অত্যন্ত দরিদ্র ছিল, সহসা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে। ইহাতে ইহাকে সহজ লোক বোধ হয় না। এ এখানে থাকিতে আমাদের মঙ্গল

নাই। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, আমি যে মন্ত্রণাটী করি, প্রতাপ যেন তাহা জানিয়া বসিয়া আছে! এ কি কুহক জানে জানি না। ইহার যেরূপ ক্ষমতা, হয় আজমীর হইতে ইহাকে দূরীকৃত, নয় আমাদের দলভুক্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আপনি এই সময়ে তাহার উপায় করুন। নগরের দুই ক্রোশ পূর্ব্ব আনন্দ কুটীর নামে এক রমণীয় ভবনে দুরাত্মা বাস করে। অনুচর সঙ্গে অধিক নাই। একজন মাত্র বৃদ্ধ ভৃত্য, একজন পরিচারিকা ও পরিবালা নামে এক পরমা-সুন্দরী পূর্ণযৌবনা রমণী ভিন্ন তথায় আর কেহ থাকে না। আপনি তেমন সুন্দরী কামিনী কখন দেখেন নাই। আমি গোপনে এ সকল সন্ধান লইয়াছি।

তবে এখন আর একটী কাজ করা যাইতে পারে; সফল হইলে এক আঘাতে দুটী বৃক্ষই ভূতলশায়ী হইবে। মহীপৎ সিংহের প্রত্যাগমনে আজমীরে প্রত্যহ উৎসব চলিতেছে, আপনি অবগত আছেন। আমি মানস করিয়াছি মহারাজ, কুমার ও অন্য অন্য কতকগুলি বন্ধুবান্ধবকে এই উৎসবে নিমন্ত্রণ করিব। সেই সুযোগে একবার দেখিব—আশাবৃক্ষে পারিজাত বিকসিত হয় কি না।

সুতরাং আমাদের গুপ্ত সভার একবার অধিবেশন আবশ্যক। সকলে উপস্থিত থাকিয়া একটা মন্ত্রণা করিতে হইবে। এবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় শ্মশান মন্দিরে সভার অধিবেশন হইবে। আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা পাইলাম না। পত্র বাহক বিশ্বাসী।"

পাঠ সমাপ্ত হইলে রাজা স্বহস্তে পত্রের একখানি নকল লইয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন "আপনি যেখানে এই পত্র খানি পাইয়াছেন; সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়া আসুন।"

কিন্তু সন্ন্যাসী উঠিলেন না। নীরবে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

অজয়সিংহ কতক্ষণ গাঢ় চিন্তামগ্ন থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "আপনি আমার পরম উপকার করিয়াছেন; ধনদানে সে ঋণ পরিশোধ হয় না; বিশেষ আপনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ভাবিয়া ও কথার উত্থাপন করি নাই। কিন্তু দেখিতেছি আপনি পুরস্কার প্রত্যাশী; আপনাকে এই রত্নময় হার দিলাম। আর বিলম্ব করিবেন না; শীঘ্র গিয়া ঐ পত্র যথাস্থানে রাখিয়া দিন।"

সন্ন্যাসী কথা কহিলেন না। মহারাজ বিস্মিত ও অল্প বিরক্ত হইয়া কহিলেন "যদি এই পুরস্কার মনোমত না হইয়া থাকে, আপনার কি অভিলাষ বলুন।"

সন্ন্যাসী বিনীতভাবে কহিলেন "এই পত্র কাহার লিখিত বুঝিয়াছেন?"

"সে প্রশ্ন করিবার আপনার কোন অধিকার নাই।" মহারাজ বিরক্ত ভাবে উত্তর করিলেন।

সন্ন্যাসী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"মহারাজ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করেন ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি।"

অজয় সিংহের চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি বুঝিলেন এই সন্ন্যাসীও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তখন তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন "আপনি কি জানেন বলুন। আমি অগ্রেই আপনার অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম।"

আশ্বাসিত হইয়া সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "মহারাজ! আমি অর্থলোভে দুরাত্মাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিতেছি না: ধনের আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পাপাত্মাদের দুরভিসন্ধি পরিশেষে আপনার প্রাণ লইয়া পড়িবে, পূর্ব্বে জানিলে আমি কখন তাহাদের সঙ্গে মিশিতাম না। আমি যে একজন বিশ্বাসী চর, আপনি অবশ্যই বুঝিয়াছেন। এই সভায় আমার কিঞ্চিৎ ক্ষমতাও আছে। কিরূপে কবে আর কেনই বা এই পামরদের সঙ্গে মিশিলাম আপনার জানিয়া কাজ নাই। আমি বাঙ্গালী, সন্ন্যাসী, তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া পুষ্করে উপস্থিত হই। অমরসিংহের সঙ্গে তথায় আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি আমার বুদ্ধি কৌশলে অত্যন্ত প্রীত হন, আপনাকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। আমি না থাকিলে আপনি কুমার মহীপৎকে জীবিত দেখিতে পাইতেন না। এই পাপিষ্ঠ অমরসিংহ তাহার প্রাণ সংহারের জন্য বিবিধ চেষ্টা পায়। কেবল আমার জন্যই কৃত কার্য্য হয় নাই! আপনাকে সময়ে সাবধান করিতেছি, আপনি অমর সিংহ বা তাঁহার পিতার পরামর্শ লইয়া কোন কাজ করিবেন না। মনসুর আলির সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই বিশ্বাসঘাতক আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া স্বয়ং আজমীরের অধীশ্বর হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। পাপে পাপিষ্ঠদের দেহ পূর্ণ—এত পাপাচরণ আমি দেখিতে পারিলাম না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে আপনার শরণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম। এক্ষণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা হয়।"

মহারাজ অনেকক্ষণ এক মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন "অমাত্যপুত্র অমরসিংহের এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বে আমার

বিশ্বাস ছিল না। আমি পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা মনসুর আলির চক্র স্থির করিয়াছিলাম। আজ আমি পরম জ্ঞানলাভ করিলাম। পাপিষ্ঠ আমার ও মহীপতের প্রাণ সংহার করিয়া আজমীরের অধীশ্বর হইবে—দুরাশা ত সামান্য নয়! আপনি এক কাজ করুন, এখন কিছু প্রকাশ করিবেন না। এই পত্র যাহাকে দিবার দিয়া আসুন। আমি প্রতাপের সঙ্গে মন্ত্রণা না করিয়া সাহস কিছু করিব না।"

প্রতাপের নামে সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে ঈষদ্ কালিমা পড়িল। তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "আমার কথা প্রতাপকে কিছু বলিবেন না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও আমার ইচ্ছা নাই।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মহারাজ প্রতাপের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া কুমারের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজমীর নগরে অকস্মাৎ মহা গোলযোগ উপস্থিত। এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়াছে এবং এক সন্ন্যাসী তাহাতে লিপ্ত ছিল এই সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইল। সন্ন্যাসী ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

রাত্রি প্রায় দশটা। প্রতাপ একাকী নগর মধ্যস্থিত একটী গলি পথ দিয়া যাইতেছেন। সহসা সম্মুখে একটী যুবতী রমণী দেখিলেন। যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ নীলাম্বরে আবৃত—তথাপি যেন

যৌবনের ও অসামান্য সৌন্দর্য্যের মনোহর ছটা ফুটিয়া পড়িতেছে! গঠনেরই বা কি অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব! মরালনিন্দি মন্দমন্থর-গমনে চিন্তাকুল চিত্তে যুবতী চলিয়াছেন। দেখিলেই তাঁহাকে কোন সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা কামিনী বলিয়া বোধ হয়। এ সময়ে এ নির্জ্জন পথ দিয়া প্রমদা কি জন্য এবং কোথা যাইতেছেন? প্রমদা কে? বিশেষ নগরের এই অংশের তাদৃশ সুখ্যাতি নাই।

কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে ভাবিনীর ভাববিহ্বল অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় মোহিত হইয়া প্রতাপ দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামিনীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। লাঙ্গল আহত ভুজঙ্গীর ন্যায় সেই বীরাঙ্গনা পশ্চাতে ফিরিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া কম্পিত অধরে অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে কোপকম্পিত অথচ অতি মধুরমোহন স্বরে কহিলেন "আপনার এ কিরূপ ভদ্রতা?"

কামিনীর গাম্ভীর্য্য, অভিমান এবং তেজস্বীতা দর্শনে সহসা প্রতাপের জীবনতারাকে স্মরণ হইল। ভুজঙ্গ অমনি যেন তাঁহার হৃদয় দংশন করিল। শৈশবস্মৃতি হৃদয়ে অকস্মাৎ মহামরীচিকার সৃষ্টি করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চিত্তবেগ দমন করিয়া প্রতাপ উত্তর করিলেন "সুন্দরি! অসহায় পাইয়া তোমার অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে আমি আসি নাই। নগরের এই অংশটী অতি ভয়ঙ্কর। তোমাকে একাকিনী দেখিয়া তোমার সম্মান রক্ষার্থই আসিয়াছি। আমি তোমার সঙ্গী হইলে তোমার লজ্জার বিষয় নাই।"

যুবতী গম্ভীরনির্ভয় অথচ স্বাভাবসিদ্ধ মধুর স্বরে কহিলেন "আমি জানি নগরের এই অংশ ভয়ঙ্কর। জানিয়া যখন একাকিনী আসিয়াছি, তখন আমার কোন প্রয়োজন আছে।

কাহারো সাহায্য আবশ্যক বিবেচনা করিলে, দাসদাসীগণ সঙ্গে আসিতে পারিত। আপনি যদি যথার্থই ভদ্র হন, তবে স্বস্থানে প্রস্থান করুন!"

"বরাননে!" প্রেমভরে প্রতাপ পুনর্ব্বার কহিলেন "সুন্দরি! কি জন্য রাগ করিতেছ? তোমার মধুর মাধুরী আমার চিত্ত উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘোমটা খুলিয়া মধুর হাসিয়া এই তাপিত প্রাণ একবার শীতল কর।"

প্রতাপ আদরে সুন্দরীর হস্ত ধরিলেন। বায়ুভরে আন্দোলিত কনকলতিকার ন্যায় ক্রোধ কম্পিতকলেবরে যুবতী গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কে? কার অবমাননা করিতে উদ্যত, অবগত আছ? আমি কে জান? তুমি নিতান্ত অভদ্র, নিতান্ত নিলর্জ্জ! হাত ছাড়িয়া দাও, এবং কোন্ পথে তোমার প্রয়োজন, চলিয়া যাও। সাবধান! তুমি কালভুজঙ্গীর মুখে হস্তাপর্ণ করিতেছ—হাত ছাড়িয়া দাও।"

প্রতাপ হাত ছাড়িলেন না। গম্ভীর মধুর মোহনবাক্যে বলিলেন "চন্দ্রবদনি! কোপ পরিত্যাগ কর। অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া রজতময় চন্দ্রালোকে আমার তিমিরময় হৃদয়-আকাশ আলোকিত কর।"

প্রতাপ রমণীর করকমল পুনর্ব্বার প্রেমাদরে মর্দ্দন করিলেন। অমনি তাঁহার হস্তে সূচিকার ন্যায় কি যেন বিদ্ধ হইল; কিন্তু তিনি তাহাতে মনোযোগ দিলেন না—প্রেমে উন্মত্ত! রমণী চমকিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ পুনর্ব্বার কহিলেন "সুন্দরি! আমি কে বলিতেছি—আমি বাঙ্গালী, ভদ্রবংশীয়। দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া

কয়েক মাস হইল এই নগরেই অবস্থিতি করিতেছি। আমার নাম প্রতাপ। মহারাজের নিকট আমার যথেষ্ট সম্মন আছে। প্রসন্ন হইয়া একবার হাসিমুখে কথা কহিলে, তোমার অপমান নাই।”

যুবতী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন ‘আপনার সম্মানের কথা শুনিয়া ভুলিব, ভাবিয়াছেন, কেমন ?”

বলিতে বলিতে কামিনীর মনে অন্য একটী কি ভাবের আবির্ভাব হইল। মৃদুস্বরে কহিলেন “আপনার নাম প্রতাপ মহারাজার নিকট বিস্তর সম্মান—ভাল, আমি যে পরম সুন্দরী আপনি কিরূপে জানিলেন ? আপনি কি আমাকে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছেন ?’’

‘‘চন্দ্রাননি !” প্রতাপ কামিনীর করকমল আদরে ঈষদ্ টিপিয়া কহিলেন ‘‘প্রেমময়ি ! আমি পূর্ব্বে তোমাকে কখনও দেখি নাই, কিন্তু বিজলীর রমণীয় রূপরাশি কি মেঘে ঢাকা থাকে ? তুমি যেন যৌবনসাগরে লাবণ্য আসারে অবগাহন করিয়া মরালগমনে চৌদিকে রূপের হাসি ছড়াইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়াছ ! আহা ! না জানি তোমার ঐ বদনসুধাকর কত পরম সুন্দর ! কি বিমল অমৃতের খনি !’’

কামিনীও যেন ক্রমে সোহাগে গলিয়া গেলেন। রমণী হৃদয়ের কি বিচিত্র লীলা ! কি অদ্ভুত মহিমা ! অতি মৃদুমধুর-বাক্যে কহিলেন ‘‘আমিও সামান্য কুলোদ্ভবা মনে করিবেন না। কে, এখন পরিচয় দিব না। তবে আমি মনে করিলে অনেককে রাজাসনে বসাইতে ও অনেককে রাজ্যচ্যুত

করিতে পারি। ভাল, একবার আমার মুখ দেখিয়া লাভ কি!”

প্রেমময়ি!” প্রতাপ প্রেমাদরে অকস্মাৎ প্রেমদাকে বক্ষে ধরিয়া কহিলেন “প্রাণাধিকে! প্রফুল্ল শতদল কি প্রস্তরে গঠিত হইতে পারে!”

প্রতাপের প্রেমালিঙ্গন হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে মুক্ত করিয়া রমণী উত্তর করিলেন “পথি মধ্যে এরূপ করিবেন না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।”

প্রতাপ কৌতূহলাক্রান্তহৃদয়ে প্রমদার অনুগামী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নীরবে কিয়দ্দূর গমন করিয়া বরাঙ্গিনী এক আরো কদর্য্য গলিতে প্রবেশ করিলেন। গলিটী নিতান্ত অপ্রশস্ত ও ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। দুই পার্শ্বের বাটীগুলির অবস্থা যারপর নাই শোচনীয়। কোনটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোনটী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। প্রাচীর বড় বড় বৃক্ষ ও লতায় আচ্ছাদিত। চূণকামের সঙ্গে অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ নাই—ইষ্টক ও প্রস্তর দন্ত বাহির করিয়া উভয়ে উভয়কে বিদ্রূপ করিতেছে। পীড়ার ভয়ে পবন দেব সে গলির মধ্য দিয়া গমনাগমন বন্ধ করিয়াছেন। নগরের যত গাঁইট কাটা জুয়াচোর, তস্কর ও গুণ্ডা এই গলিতে বাস করে। নেশায় ভোর হইয়া কেহ গালাগালি,

কেহ তর্জ্জন গর্জ্জন কেহ মারামারি আবার কেহ বা অশ্লীল গীতবাদ্যনৃত্যে দিঙ্মণ্ডল কলুষিত করিতেছে।

যুবতী মন্দ গজেন্দ্রগমনে কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী পুরাতন পরিত্যক্ত অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে একব্যক্তি জিজ্ঞাসিল "কে?" যুবতী উত্তর করিলেন "জং" অমনি কপাট উন্মোচিত হইল। প্রতাপ যুবতীর সঙ্গে বাটী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দরজা বন্ধ হইল।

একটী প্রকোষ্ঠে আলো জ্বলিতেছে। প্রায় দশ বার জন সন্ন্যাসী, মহন্ত ও ফকির তথায় উপবিষ্ট। রমণী একটী ফকিরের কানে কানে কি বলিলেন—সে চমকিয়া উঠিল এবং তাহার অধরে এক অপূর্ব্ব বিভা অস্ফুটভাবে ফুটিয়া উঠিল।

যুবতী অধিকক্ষণ তথায় বিলম্ব না করিয়া প্রতাপকে লইয়া উপর তালায় গমন করিলেন। একটী কক্ষে দীপদানে সুবাসিত তৈলে দীপ জ্বলিতেছিল। উভয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৃহটী অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত। প্রাচীরে মনোহর বহুমূল্য চিত্রপট সকল লম্বিত। সৌরভে গৃহ আমোদিত। মধ্যে একখানি বৃহৎ দর্পণ—তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে আপাদমস্তক সমস্ত অঙ্গ স্পষ্ট দেখা যায়। বহুমূল্য গালিচায় গৃহতল মণ্ডিত। গজদন্তনির্ম্মিত রত্নময় একখানি পর্য্যঙ্কে ক্লান্ত কলেবরা কামিনী বসিয়া কহিলেন "আমার মুখ দেখিলেই আপনি চরিতার্থ হন?"

প্রতাপ উত্তর করিলেন "প্রাণময়ি! প্রাণ মন হরণ করিয়া এখনো পরিহাস করিতেছ? একবার কেবল ঐ মুখকমল দর্শন করিয়া কেমনে পরিতৃপ্ত হইব? বরং উদ্দীপিত হৃদয়ানল

শতগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে! সুন্দরি! তুমি আমাকে মোহিত করিয়াছ—আমি উন্মত্ত, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

পরমাদরে প্রতাপ সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি অপূর্ব্ব রমণীকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। রমণী গম্ভীরভাবে "মহাশয়! আমি কুলকামিনী—বারাঙ্গনা নই!" বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন।

প্রতাপ চমকিত হইয়া ভাবিলেন "এ রমণী কে? উহারাই বা কে! কিজন্য এখানে এ রাত্রে সমবেত?"

কামিনী তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন "আপনি এক-জন বিখ্যাত বীরপুরুষ, সাক্ষাৎ ছিল না, এই পর্য্যন্ত, নতুবা আজমীর রাজ্যে আপনার নাম শুনিতে কার বাকি আছে? কুমার মহীপৎ সিংহকে একাকী সেই ভীষণ দুর্গ হইতে মুক্ত করিয়া আপনার অকুতোসাহস, বীরত্ব ও কৌশলের চূড়ান্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন।"

যুবতী নীরব হইলেন। প্রতাপ কাতরভাবে উত্তর করি-লেন "সুন্দরি! মন চুরি করিয়া তুমি ত সেই বীরকে কেশে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ! তোমারি যথার্থ বীরত্ব—এই বীরত্বেরই যথার্থ গৌরব। প্রমত্ত কেশরী বিনাশৃঙ্খলে আবদ্ধ! সুন্দরি! একবার অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর—তোমার ঐ চারু পূর্ণচন্দ্রানন দেখিয়া জীবন সার্থক করি।"

যুবতী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন "আপনি অন্তরের সহিত আমাকে ভালবাসেন কি না—এই ভালবাসা ক্ষণিক ভ্রান্তি— সম্ভোগেচ্ছা কি না, আমি পরীক্ষা করিতে চাই।"

আগ্রহ সহকারে প্রতাপ উত্তর করিলেন "এখনি কি চাই

বল? দিল্লীর প্রতাপশালী সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বন্ধন করিয়া আনিয়া দিতেছি। কুবেরের রত্নভাণ্ডার তোমার পদে লুটাইয়া দিতেছি;—কিসে প্রসন্ন হও বল।"

যুবতী একটু হাসিলেন—ভাবিলেন এই মদমত্ত করী যথার্থই নলিনীদলে আবদ্ধ! অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া যেন বদন চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। কহিলেন "আপনি কিরূপ ক্ষমতাশালী জানি না—তবে আপনার বাক্যেই আমার বিশ্বাস। এই দেখুন।"

বলিয়া যুবতী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন। মেঘমধ্য হইতে যেন শরতের অকলঙ্ক পূর্ণ শশধর প্রকাশ হইল। তাহার গাম্ভীর্য্য, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য ও মধুরতাই বা কি রমণীয়! তাহা শূন্যস্থিত কঠিন মণ্ডল নহে। রূপে, রসে, সৌরভে, গৌরবে ঢল ঢল! উজ্জ্বল বিশাল হরিণ নয়নে ভাবরাশি ভাসিয়া উঠিতেছে! আঁখির চমৎকারিত্ব কেমন করিয়া বর্ণন করিব? তাহা সচঞ্চল, ছল ছল এক অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতিপূর্ণ! সুরসাল অধর দলে অমৃত ও মাধুরী ঝরিয়া পড়িতেছে! শ্বেত কণ্ঠের কি মনোহর ভঙ্গিমা! পীনোন্নত হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য সৌষ্ঠব!

প্রতাপ উন্মত্ত। আবার যুবতীকে বক্ষে ধরিতে গেলেন। যুবতী বিরক্ত ভাবে পুনর্ব্বার অবগুণ্ঠনে সেই বদনশশী আবরিত করিয়া কহিলেন "একটু স্থির হউন।"

এই বাক্য মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই ভীষণ শব্দে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দশবার জন ভীমকায় অস্ত্রধারী বীর পুরুষ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর কর্কশ বজ্রনাদে কহিল "একটু নড়িবি তো তোর শিরোশ্ছেদন করিব!"

যুবতী উচ্চশব্দে ব্যঙ্গ সহকারে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন "আমি কে চিনিলে ?"

অকস্মাৎ এই অদ্ভুত ঘটনায় ও পাপীয়সী কামিনীর বিশ্বাস ঘাতকতায় প্রতাপ যেন স্তম্ভিত হইলেন কিন্তু সে ভাব ক্ষণিক। তিনি বসিয়াছিলেন উঠিয়া সুদীর্ঘ সুন্দর দেহ উন্নত ও বিশাল বক্ষ বিস্তারিত করিয়া আরক্তবদনে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেই যবনদের পানে চাহিলেন। সেই ভীষণ দৃষ্টি যেন প্রজ্বলিত মোহময় হুতাশন শিখা বর্ষণ করিতে লাগিল! সেই মায়াবী মানবের সমদ নির্ভয় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শনে যবনদল একেবারে বলহীন ও জীবনশূন্য হইয়া পড়িল। রমণী বিস্ময়স্তিমিত নয়নে উদাস ও উত্তপ্তহৃদয়ে পদদলিত বনলতিকার ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইল!

প্রতাপ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া দশনে অধর দংশিয়া অশনি সম্পাতসদৃশ গম্ভীরস্বরে কহিলেন "সাবধান!—ইচ্ছা করিলে সামান্য কীটের ন্যায় তোদের এখনি পদে দলিত করিতে পারি। কিন্তু পতঙ্গ মারিয়া গৌরব কি? যা, ছাড়িয়া দিলাম।"

প্রতাপ উচ্চশব্দে হাসিলেন। সে হাসির কি ভয়ঙ্কর ভাব! সেই হাসি যেন হাসিয়া জগৎকে ধূলী কণিকার ন্যায় উড়াইয়া দিল।

যবনেরা লজ্জায় ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া অধোবদনে নীরবে প্রস্থান করিল।

সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গৌরবাভিমানিনী কামিনীও লজ্জাবনত মুখী—বিষদন্ত চূর্ণ দলিত ফণিনীর ন্যায় পতিত!

প্রতাপ ক্ষণকাল অনিমিষনয়নে সেই কামিনীকে নিরীক্ষণ

করিয়া কহিলেন "সাধে কি তোমায় ভাল বসিয়াছি! কাল-ভুজঙ্গের প্রেম কালভুজঙ্গীর সঙ্গেই হয়! কিন্তু এতদূর বুদ্ধিমতী, চতুরা হইয়াও বুঝিতে পার নাই যে, আত্মরক্ষার্থে শক্তি না থাকিলে আমি কখনও এই ভীষণস্থানে প্রবেশ করি? ঊর্দ্ধফণা ফণিনীকে আলিঙ্গন করি!—প্রাণাধিকে! কি জন্য শরসে এতাদৃশ আকুঞ্চিতা হইয়া শিশিরসিক্ত সরোজিনীর ন্যায় অধোমুখী? দুঃখ করিও না; অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া হাসিয়া আমার পানে চাও। আদরিণি! এ অভিমান কি তোমার সাজে? আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, বঞ্চিত করা কি উচিত? কেন তুমি আমার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, জানিতে চাহি না; সে সাধ পূর্ণ হয় নাই, ইহাই সুখের বিষয়। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি, তোমাকে ভাল বাসি, তুমি যে হও, তোমার প্রকৃতি যেরূপ হউক, জানিতে চাহি না। তোমাকে প্রেমাদরে প্রেমালিঙ্গনে হৃদয়ে ধারণ না করিলে, হৃদয় শীতল হবে না, আমি কেবল ইহাই জানি। সুন্দরি! বদন তুলিয়া ঘোমটা খুলিয়া হাসিয়া কথা কও।"

বলিয়া প্রতাপ আদরে আদরিণীকে তুলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। রমণী ধীরে ধীরে ঘোমটা খুলিয়া মৃদু হাসিয়া প্রতাপের হৃদয়ে ঢলিয়া পড়িয়া কহিলেন "প্রাণাধিক! লজ্জায় আমি অবনতমুখী হই নাই। সত্যই কি আমি তোমার প্রাণ সংহার করিতাম! তোমার বীরত্ব, সাহস ও মানসিক তেজের বিস্তর সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম। বিশেষতঃ প্রাণেশ! তুমি আমার প্রেমের উপযুক্ত পাত্র কি না, তাহাও জানা আবশ্যক। তাই

তোমার চিত্ত পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—এখন জানিলাম তুমি যথার্থই বীরপুরুষ—এই বীরাঙ্গনার প্রেমের যোগ্য। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ আছে, রক্ষা করিলে চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিব।"

বলিয়া বরাননা প্রীতিপ্রফুল্ল ঢল ঢল নয়নে প্রতাপের পানে চাহিলেন। প্রতাপ প্রমদার বদনাম্বুজ চুম্বন করিয়া কহিলেন "প্রাণময়ি! কি ইচ্ছা, বল, এখনি পূর্ণ হবে।"

রমণী প্রতাপের বক্ষে মস্তক রাখিয়া মৃদুমোহন স্বরে কহিলেন "মহারাজার আদেশ ক্রমে আজ একজন সন্ন্যাসী ধৃত ও কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছে; রজনী প্রভাতে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তাহাকে মুক্ত করিবার কি তোমার ক্ষমতা আছে?"

হাসিয়া প্রতাপ উত্তর করিলেন "শক্তি অবশ্যই আছে—মহারাজ কি আমার একটা অনুরোধ রাখিবেন না? তুমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই তাহাকে রক্ষা করিব।"

সূর্য্যোদয়ে শতদলের ন্যায় ষোড়শীর বদনারবিন্দ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি প্রতাপের হস্ত ধরিয়া আধ মধুর আধ বিরস-ভাবে সুললিত স্বরে বলিলেন "সেই সন্ন্যাসীকে এই রাত্রিতেই মুক্ত করিতে হইবে। আমার এই প্রার্থনাটি পূর্ণ কর—আমার জীবন, মন, প্রেম, তোমার। কাল সন্ধ্যাকালে বিমলা নদীকুলে শিবমন্দিরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

প্রতাপ একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন "সুন্দরি! রমণী হৃদয়ের বিচিত্র ভাব আমি অনুভব করিতে অক্ষম। তুমি পরমা সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা, ভদ্রকুলোদ্ভবা—সে সন্ন্যাসীর জন্য এত কাতর কেন?"

রমণী হাসিয়া বলিলেন "এ প্রেম ভিন্ন কি অন্য প্রেম নাই? সন্ন্যাসীর সঙ্গে কি সৌহৃদ্য জন্মিতে পারে না?"

প্রতাপ প্রমদাকে হৃদয়ে ধরিয়া কহিলেন "প্রাণাধিকে! অদ্য রজনীতেই সন্ন্যাসীকে কারামুক্ত করিব। কিন্তু প্রাণেশ্বরি! প্রেম প্রতিমা রূপে উষার মাধুরীতে একবার আমার হৃদয়াসনে আসীন হইয়া কি জীবন উজ্জ্বল করিবে না?"

যুবতী বিনীতভাবে বলিলেন 'প্রিয়তম! আর আমাকে অনুরোধ করিও না—আজ আমাকে ক্ষমা কর। কাল রজনীতে সেই শিবমন্দিরে মিলন হইবে। আমি তোমারি। প্রতিজ্ঞা ভুলিও না।"

প্রতাপ উত্তর করিলেন "আমি যাহা স্বীকার করি, তাহা বিস্মৃত হই না। তবে তুমি যেন তোমার অঙ্গীকার ভুলিও না।"

বিম্বাধরা মধুর হাসিয়া কহিলেন "প্রাণেশ্বর! এই আমি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলাম, প্রেমভরে প্রেমাদরে হৃদয়ে ধরিয়া একবার প্রগাঢ় ভাবে আমার মুখচুম্বন কর।"

রজনী দুই প্রহর। এমন সময়ে এক যুবা পুরুষ নির্ভয় অন্তরে সুমন্দগতিতে আজমীরের দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বারে উপস্থিত। প্রহরী তরবারি হস্তে পাহারা দিতেছে। যুবা আপনার মনে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। যে কক্ষে সন্ন্যাসী অবরুদ্ধ আছেন, অনায়াসে অন্ধকারে তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বার স্পর্শ করিলেন। কপাট নীরবে উন্মুক্ত হইল। সন্ন্যাসী বিষণ্ণভাবে চিন্তাকুলচিত্তে অধোবদনে বসিয়া। যুবা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী একমনে চিন্তানিমগ্ন ছিলেন, তাঁহাকে

দেখিতে পাইলেন না। কতক্ষণ পরে নয়ন উত্তোলন করিয়া "কি প্রতাপ!" এবং প্রতাপও "কে নরেন্দ্র!" যুগপৎ বলিয়া উঠিলেন।

"প্রতাপ! তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ?" নরেন্দ্র ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন। আমায় কারামুক্ত করা অভিপ্রায় হয় যদি, বল, কারণ আমি সে উপকার চাই না; এমন কি তোমার মুখদর্শন ও তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।"

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "নরেন্দ্র! তোমার প্রকৃতির এ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন কিরূপে ঘটিল? সে বন্ধুতা এ অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া ভুলিয়া গেলে? আমি তোমাকে কারামুক্ত করিতে আসিয়াছি, এস আর বিলম্ব করিও না।"

বিষাদভিক্ত কাতরস্বরে নরেন্দ্র উত্তর করিলেন" প্রতাপ! তুমি আমাদের সুখের সংসার ছারখার করিয়াছ। প্রাণাধিকা জীবনতারাকে পাপপঙ্কে ডুবাইয়া ও ক্ষান্ত হও নাই; দস্যুদলে মিলিয়া বাটী লুণ্ঠন ও তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া গেলে! জানি না কি কালসর্পকে পিতা গৃহে আনিয়া পুষিয়াছিলেন! আমাদের পবিত্র বংশ তোমা হতে কলঙ্কিত! পিতামাতা মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। আমার জগতে মুখ দেখা বার সাধ্য নাই। প্রতাপ! শেষে কি না তুমি আমাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলে? মহারাজ আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন—তোমার মন্ত্রণাতেই আমার এ দশা, তা কি তুমি অবগত নহ? এখন তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল সম্মান—

ঈশ্বর জানেন, এ ঐশ্বর্য্য রজনীমধ্যে তুমি কোথা পাইলে! তুমি যাও, প্রাণে আমার কিছুমাত্র মায়া নাই।”

প্রতাপের চক্ষু দিয়া দর বিগলিত ধারে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ধীরভাবে নীরবে তিনি নরেনের ভর্ৎসনা শুনিলেন। কতক্ষণ পরে সেই শৈশবসহচরের হস্ত ধরিয়া বলিলেন “নরেন্দ্র! এ বৃথা ভর্ৎসনা কেন আমার কথা বিশ্বাস কর, ধর্ম্মকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, আমার দোষ নাই। তুমি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছ। আমা হইতে জীবনতারা কলঙ্কিত হয় নাই। আমি তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাই নাই। নরেন্দ্র! আমার মন এত নীচ নয়! ইহাও সপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি এখানে আছ আমি জানিতাম না; ধৃত সন্ন্যাসী তুমি, তাহাও অবগত ছিলাম না। মহারাজ সন্ন্যাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করেন সত্য; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আমি মন্ন্যাসীকে কারারুদ্ধ করিতে পরামর্শ দি।”

জীবনতারার প্রণয়ের কথা প্রতাপ আদ্যোপান্ত নরেন্দ্রকে শুনাইয়া বলিলেন “নরেন্দ্র! আমি যাহা বলিলাম এ সমস্ত সম্পূর্ণ সত্য। জীবনতারা কোথা তাহাও আমি জানি না।”

নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন “যাহা শুনিলাম যদি সব সত্য হয়, তবে আমিই দোষী। কিন্তু কি জন্য তুমি আমাকে কারামুক্ত করিতেছ? এ প্রাণে প্রয়োজন কি?”

প্রতাপ উত্তর করিলেন “আমিও একদিন তোমার মত উদাস হইয়া জীবনত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আমারো জগতে দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। আমাকে দেখিয়াই কেন জীবনকে যত্ন করিতে শিখ না? নবজীবনে সঞ্জীবিত ও

নূতনব্রতে ব্রতী হইয়া জীবনকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা পাও না? তোমাকে আমি অর্থ দিতেছি—নরেন! আজ সত্যই আমি মহা ঐশ্বর্য্যশালী—প্রথমে প্রিয় ভগিনী জীবনতারার সন্ধান কর। জীবনের বিস্তর কাজ ও বিস্তর সুখ আছে।”

উভয়ে কারাগার হইতে নির্গত হইয়া নির্ভয়ে অবলীলাক্রমে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন উৎকোচদানে প্রতাপ প্রহরীকে বশীভূত করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ চলিয়া গেলে সেই বরাঙ্গিনী বীরাঙ্গনা ভাবিতে লাগিলেন “এমন ভয়ানক মূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নাই! এখনো যেন আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিতেছে! জ্বলন্ত নয়নের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একেবারে আমাদের জড়বৎ করিল! এ তেজ কি মানুষে সম্ভবে? মায়ায় যেন আমরা মোহিত হইলাম! শরীরে শোণিতের গতি স্থগিত হইল! এ লোক যে সেই দুর্গম গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া অবলীলাক্রমে মহীপৎকে মুক্ত করিবে, আশ্চর্য্য কি? যদি নরেন্দ্রকে এই রাত্রে কারামুক্ত করিতে পারে, তবে জানিব এই পুরুষ যথার্থ ধন্য। বিধাতা এত দিনে আমাদের প্রতি প্রসন্ন। এই ভীষণপুরুষ আমার সৌন্দর্য্যজালে আবদ্ধ! রূপের, যৌবনের কি দুর্জ্জয় ক্ষমতা! কি আশ্চর্য্য মহিমা! সার্থক বিধাতা আমাকে পরমা রূপসী করিয়াছিলেন! যে বীর প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে ভুবন ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে—সেই বীর আজ আমার পদানত!”

ভাবিতে ভাবিতে যুবতী দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গ্রীবা উন্নত ও পীনোন্নত পয়োধরশোভিত সরস হৃদয় বিস্ফারিত করিয়া ক্ষণকাল সেই অসামান্য সৌন্দর্য্যরাশি দেখিলেন—ভাবসাগরে ডুবিয়া একবার মৃদুমধুর হাসি হাসিলেন। "আজ আমি দ্বাবিংশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি; বয়সে রূপযৌবন লয় প্রাপ্ত হয় বলে; কিন্তু বয়সের সঙ্গে আমার রূপের তরঙ্গ যেন শতগুণ লাবণ্যময় হইয়া উঠিতেছে! সর্ব্বাবয়ব পুণায়তন প্রাপ্ত হইয়া যেন অপূর্ব্ব ভাবসলিলে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় রবির হিরণ্ময়ী কিরণরাশি মাখিয়া উছলিত হইতেছে! এই পীনোন্নত রমণীয় পয়োধর যুগল—কি ভাব, কি ভঙ্গিমা, কি সৌষ্ঠব—এরূপ স্তনযুগল আর কি জগতে, আছে?—ভুবন মজাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া জীবন্ত কন্দর্পের ন্যায় হৃদয়রাজীবে মহা দর্পভরে বসিয়া স্বর্গীয় সৌষ্ঠবে—অপূর্ব্ব সৌরভে জগৎ উন্মাদিত করিতেছে!—কোন্ বীর—কোন্ যোগী আমার এই আবেশ লীলাতরঙ্গসঙ্কুল মোহন হৃদয়ে সরসের কনককমলে দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির থাকিতে পারে? নীলোজ্জ্বল কজ্জলনিবিড় আয়ত নয়নের অপূর্ব্ব প্রতিমা, অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা—বঙ্কিম কটাক্ষ কে সহ্য করিতে পারে? এ নয়ন জগতে বিরল! সদাই টল টল ছল ছল ভাবলহরীপূর্ণ! অধর—এই সরস অধর দ্বাবিংশ বৎসরে কি মধুর আরক্তিমরাগে রঞ্জিত হইয়া ঢল ঢল টল টল করিতেছে! এ অধর কি বিমল আনন্দ কি অপূর্ব্ব অমৃত কি মধুর লাবণ্য—কি গভীর ভাবের খনি! এ রূপে বিশ্বমোহিত না হলে, রূপের গৌরব কোথা?"

যুবতী এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার পর্য্যঙ্কে বসিলেন।

"প্রতাপকে ভুলাইতে পারিলে—পারিলে কেন?—সে ত ভুলিয়াছে—প্রমদা পুনর্ব্বার মনে মনে কহিতে লাগিলেন—"নিশ্চয়ই মনোরথ পূর্ণ হইবে। সৌন্দর্য্যে মোহিত করিয়া যৌবনসাগরে ডুবাইয়া প্রেমের তুফানে ফেলিয়া এই বীরকে ভাবের হিল্লোলে খেলাইতে হইবে! সরোজিনি! নিশ্চয়ই ভগবান ভবানীপতি এতদিনে তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন। ভুবনেশ্বরী হইয়া রত্নাসনে বসিয়া এতদিনে তুমি রূপগৌরবে জগৎ উজ্জ্বল করিবে!"

যুবতী এইরূপ চিন্তানিমগ্ন, এক মুসলমান সেই গৃহে প্রবেশ করিল। মোগলের দেহ দীর্ঘ, ললাট উন্নত, বক্ষস্থল বিশাল। তাহার শরীরে যে সিংহের বল, দেখিলেই প্রতীতি হয়। মোগল অতি সুশ্রী। তাহার বয়ঃক্রম ৩৬।৩৭।

"প্রাণেশ্বরি!" মোগল যুবতীর পার্শ্বে বসিয়া আদরে চিবুক ধরিয়া কহিল "কতদিন পরে আজ পুনর্ব্বার তোমাকে পাইলাম। ভাল ছিলে ত? মরি, মরি! আজ কি তুমি মনোহর সাজে সাজিয়াছ? সার্থক তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম। সার্থক আমাকে ভালবাসিয়াছিলে?"

এই বলিয়া সেই যবন প্রমদাকে বক্ষে ধরিয়া প্রগাঢ় ভাবে আলিঙ্গন ও তাহার মুখচুম্বন করিল। যুবতী মৃদু হাসিয়া মধুর স্বরে বলিল "রবির উদয়ে নলিনী মলিনা কোথা? কেন না আজ আমাকে ভুবন মোহিনী দেখিবে? তোমার আগমন সংবাদে প্রাণ মন বিকসিত! মনসুর! প্রাণনাথ! তবে সত্য সত্যই কি আজ আমি তোমার চক্ষে পরমা সুন্দরী? প্রিয়তম! সত্য সত্যই কি তুমি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাস?

মোগল সম্রাটের সেনাপতি প্রবল প্রতাপ মনসুর আলির প্রণয়িনী হইয়া—কি আক্ষেপের কথা!—এ পর্য্যন্ত আমার একটী সামান্য সাধ পূর্ণ হইল না! প্রাণেশ্বর! তুমি যদি আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে তবে কি এখনো আমাকে কাঙালিনী বেশে পথে পথে ভ্রমিতে হয়?”

“প্রাণেশ্বরি!” মনসুর আলি সেই ভুবনমোহিনী কামিনীর চিবুক ধরিয়া আদরে কহিল “প্রাণাধিকে! নরেন্দ্র ধৃত হইয়াছে, প্রাণ ভয়ে সে পাছে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করে, এই চিন্তায় হৃদয় অস্থির হইয়াছে। এ রাজ্যে আমরা কত গোপনে আসি অবগত আছ। বলে যদি তোমাকে রাজেশ্বরী করিতে পারিতাম, তবে ভাবনা কি ছিল? কার সাধ শরতের পূর্ণ সুধাকরকে ধূলায় ফেলিয়া রাখে? তোমার প্রাণাধিক পতি—বলিয়া ঈষদ্ হাসিয়া রমণীর অধর চুম্বিয়া যবন বলিতে লাগিল—“অমরসিংহের মুখে সমস্ত শুনিলাম। প্রতাপ সমস্ত অনিষ্টের মূল। প্রতাপটা কে? তার সম্বন্ধে যেরূপ গল্প শুনিতে পাই, তাহাতে তাহাকে মায়াবী বোধ হয়! শুনিলাম রূপে মোহিত করিয়া তুমি এই কালসর্পের বিবরে তাহাকে আনিয়াছিলে, সে কাপুরুষদের ভ্রুকুটিভঙ্গিতে ভীত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি উপস্থিত থাকিলে আজ তাহার মায়া চূর্ণ করিতাম!”

সরোজিনী গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন “সৌভাগ্য ক্রমে তুমি উপস্থিত ছিলে না, নতুবা তোমাকেও লজ্জিত হইতে হইত। তেমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখ নাই! কিন্তু এক সুবিধা হইয়াছে। আমার রূপ যৌবনে প্রতাপ একেবারে মোহিত। আমি তাহাকে আশার বাতাসে নাচাইতে ক্রটী করি নাই;—

ইহাতে তুমি মনে করিও না তোমার কাছে আমি বিশ্বাসঘাতিনী হইব। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম আমাদের আশা পথের প্রধান কণ্টক উন্মূলিত ও অপসারিত হইবে। যখন দেখিলাম সে আশা বিফল হইল, তখন রমণীর অস্ত্র রূপযৌবন। ফাঁদেও সেই সিংহ পতিত হইয়াছে। কিন্তু সে নিশ্চয়ই মহামায়াবী।”

মনসুর আলি একটু নীরব থাকিয়া বলিল “সে তুমি ভালই করিয়াছ। যে কোন উপায়ে হউক এই দুরাত্মাকে হস্তগত করিতে হইবে। রাত্রি অধিক হইল, তুমি অমরের নিকট গিয়া পরামর্শ স্থির কর—কিন্তু প্রাণেশ্বরি! তোমায় বিদায় দিতে মন চায় না!”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আজমীরাধিপতি অজয়, সিংহের প্রধান অমাত্য বুধ সিংহ সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় অসামান্য বুদ্ধি কৌশল ও কার্য্যকুশলতা প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এই উন্নত পদে আরোহণ করেন। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০।৭৫ বৎসর। তাঁহার উপর মহারাজের একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাস। অমরসিংহ তাঁহার একমাত্র পুত্র। অমরের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর। অমর পরম রূপবান বুদ্ধিমান ও চতুর। শঠতা, চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা, উচ্চাভিলাষ তাঁহার দেহের উপকরণ। স্বার্থসাধন অমরসিংহের জীবনের ব্রত। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়াও যদি আশার সুসার হয়, অমরসিংহ অবলীলাক্রমে অম্লানবদনে তাহা করিবে।

উদয়পুরের রাজকুমারী সরোজিনী তাঁহার বনিতা। সরোজিনীর রূপে উন্মাদ হইয়া অমর অনেক কৌশলে অনেক পাপে তাহাকে বিবাহ করেন। বিবাহ করিলেন, এই পর্য্যন্ত; নতুবা পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের সুখাস্বাদনে একদিনও অধিকারী হইতে পারেন নাই। সরোজিনীর উচ্চাভিলাষ, অভিমান ও প্রণয় পিপাসা যারপর নাই প্রবল। সেই রমণী প্রাচীন বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কিরূপে অমরসিংহকে আজমীরের অধীশ্বর ও আপনাকে রাজ্যেশ্বরী করিবেন, দিনযামিনী কেবল এই চিন্তা-নিমগ্ন। পরিশেষে সম্রাটের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মনসুর আলির সঙ্গে মিলিত হইয়া ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। রাজকুমারী সরোজিনী রাজ্যলোভে উন্মাদিনী হইয়া অনায়াসে সেই যবনকে প্রেমের হিল্লোলে ঝুলাইয়া তুলিলেন। প্রমদার প্রেমালিঙ্গনে যবন আজ্ঞাধীন হইয়া পড়িল। রাজ্যলোভ অমরসিংহকেও উন্মত্ত ও অন্ধ করে। যুবতী রমণীকে স্বেচ্ছাচারিণী দেখিয়াও দেখিলেন না। সেই পাপিয়সী কামিনী ক্রমে ক্রমে কলুষের গম্ভীরকূপে ডুবিতে লাগিল। রূপযৌবন ও বিলাসবিভঙ্গি তাহার বশীকরণ অস্ত্র হইল।

অমরসিংহ একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া একখানি পত্র পাঠ করিতেছেন। মন্দ দ্বিরদগমনে চন্দ্রবদনা সরোজিনী সহাস্য মুখে তথায় উপস্থিত হইয়া অমরের পার্শ্বে বসিয়া ভালবাসা মাখা মধুর স্বরে কহিলেন "প্রাণাধিক! আর চিন্তা কেন? দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদীনজনের সহায়, তিনি আজ আমাদের প্রতি সদয়। অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া এখন একবার আমাকে প্রেমাদরে প্রেমভরে প্রাণ খুলিয়া আলিঙ্গন কর।"

অমরসিংহ অম্বুজবদনার বিম্বাধর সোহাগভরে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "প্রেমময়ি! কি শুভ সংবাদ আনিয়াছ, বল? সত্যই কি এতদিনে আমাদের আশালতা ফলবতী হইল? প্রাণেশ্বরি! সত্যই আজ তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিব।"

সরোজিনী সহাস্যমুখে প্রেমপ্রফুল্ল ঢল ঢল সচঞ্চল নয়নে অমরসিংহের পানে বঙ্কিম দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "প্রাণেশ্বর! সেই মায়াবী পুরুষ—মায়াবী বই তাহাকে কি বলিব?—প্রতাপ আমার পদানত! বিধাতা আমাকে সার্থকরূপসী করিয়াছিলেন!"

অমরসিংহ সেই ভাবিনীর ভাবে বিভোর হইয়া কহিলেন "আদরিণি! তোমার সৌন্দর্য্যে কে স্থির থাকিতে পারে? কিন্তু নরেন্দ্রকে কারামুক্ত করিতে না পারিলে, মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। সেই ভীরু বাঙ্গালী, প্রাণভয়ে সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে পারে। তাহলে আমাদের সর্ব্বনাশ! মনসুর আলি অনায়াসে পলায়ন করিবে।"

সরোজিনী অমরসিংহের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া বলিলেন "নরেন্দ্র এই রজনীতেই নিষ্কৃতি লাভ করিবে। সে জন্য চিন্তা নাই।"

অমরসিংহের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। কামিনীর করকমল ধরিয়া কহিলেন "প্রাণাধিকে? রমণীকুলে তুমি ধন্য! এরূপ রমণীর পতি হইয়া আমিও ধন্য!"

সরোজিনী যেন আদরে গলিয়া গিয়া বলিলেন "নাথ! প্রতাপ আমাদের সহায় হইলে রাজেশ্বরী হইতে কতক্ষণ?"

সুখের স্বপ্নে শর্ব্বরী প্রভাত হইল। শয্যা হইতে উঠিয়াই সরোজিনী নরেন্দ্রনাথের পলায়ন সংবাদ শুনিলেন। পরমানন্দে ঊষার হাসির সঙ্গে তাঁহারও বদনমণ্ডল হাসিয়া উঠিল। অমরসিংহের অধর চুম্বন করিয়া করকমলে মাধবীলতিকার ন্যায় গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "নাথ! এখনো কি তুমি সন্দেহ করিতেছ? প্রতাপের অদ্ভুত শক্তির এই পরিচয় দেখ।"

অমরসিংহ সরোজিনীকে আদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "সুন্দরি! তোমার রূপমাধুরীর ফাঁদে কে এড়াইতে পারে? যত বয়স হইতেছে, ততই তোমার রূপলাবণ্য গাঢ়তা ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণশশীর ন্যায় এক অপূর্ব্বভাব ধারণ করিতেছে! তোমার আবেশবিহ্বল ভঙ্গিমা, অঙ্গের সুসৌষ্ঠব, আয়তলোচনের নীলোজ্জ্বল ছটা, পীনপয়োধর যুগলের মধুরভাব, বিম্বাধরের অমৃতময় ভুবনভুলানি হাসি—এ যদি না মন মজাইবে, তবে মন মজাইবে কিসে?"

আনন্দোৎসবে দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। রাত্রি দশটা। সরোজিনী অবগুণ্ঠনে চারুচন্দ্রবদন আবরিত করিয়া একাকিনী সেই তিমিরবসনা যামিনীতে বিমলা নদীকূলস্থ শিবমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। আলোকের উপকরণ সঙ্গেই ছিল, প্রদীপ জ্বালিয়া প্রতাপের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সহসা দ্বারে করাঘাত হইল। প্রতাপ ভাবিয়া ভাবিনী ভাবভরে কপাট উন্মুক্ত করিলেন। শাণিত তরবারি হস্তে এক রাজপুত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কর্কশ গম্ভীরস্বরে কহিল "পাপীয়সি! এতদিনে তোর দিন পূর্ণ—একবার ঈশ্বরকে স্মরণ কর। আর স্ত্রীহত্যার ভয় করিব না।"

সেই পাষাণহৃদয়া কামিনীর পাষাণহৃদয় বিচলিত হইল। সভয়ে কম্পিতস্বরে বিনিতভাবে সরোজিনী কহিলেন "বিজয়! আমি অবলা—আমার প্রাণ সংহার করিয়া তোমার কি গৌরব বাড়িবে! আর কি দোষেই বা আমার প্রাণসংহার করিতেছ?"

জ্বলন্ত নয়নে জ্বলন্ত বদনে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া বিজয়সিংহ উত্তর করিল "রাক্ষসি! ক্ষত্রীয়কুলকলঙ্কিনি! রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া তুই কুমার মহীপতের প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হলে, পিতা তোর সাধের পথে প্রতিবন্ধক হন। তুই ভীষণ বিষে আমার পিতার প্রাণসংহার করিস্! পিশাচি! একথা অস্বীকার করিতে কি তোর সাহস হয়?

সরোজিনীর শরচ্চন্দ্র মুখমণ্ডল মেঘজালে আবৃত ও হৃদয় কম্পিত হইল। ভাবিলেন প্রতাপ "কি জন্য বিলম্ব করিতেছে।" বিজয়সিংহের পদে নিপতিত হইয়া সজল জলজ নয়নে করজোড়ে কহিলেন "বিজয়! আমাকে ক্ষমা কর। আমি অবলা। আমার স্বামী সমস্ত দোষে দোষী—তোমার পায় ধরিতেছি আমার জীবন ভিক্ষা দাও! এ বয়সে আমার মরিতে বড় দুঃখ হইতেছে!"

মেঘগর্জ্জনে গর্জ্জিয়া বিজয়সিংহ উত্তর করিলেন, "নিশাচরি! তোদের নির্ব্বংশ করিব। ক্ষমা—ক্ষমার কথা আমার কাছে তুলিস্ না।"

সে দাম্ভিকা অভিমানিনী কামিনীর সে দম্ভ নাই, সেই অভিমান নাই—প্রাণের জন্য লালায়িতা!

সহসা সরোজিনীর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল; মধুর মোহন স্বরে ভাবে বিভোর হইয়া ঢল ঢল চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া অসাব-

ধানতা প্রযুক্ত হৃদয়ের কিয়দংশ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন "ভাই বিজয়! আমাকে বধ করিয়া তোমার লাভ কি? প্রাণ ভিক্ষা দাও, তোমাকে—যতদিন বাঁচিব—পবিত্র প্রেমে সুখী করিব। আজীবন তোমার দাসী হইয়া চরণ সেবিব! বিজয়! আমাকে দেখিয়া কি তোমার দয়া হয় না? তোমার হৃদয় কি পাষাণে গঠিত? আমি কিরূপ সুন্দরী, একবার চাহিয়া দেখ!"

বিজয় ক্রোধভরে বলিল "সাপিনি! মনে করিছিস্ তোর কুটিল ছলনায় আমি ভুলিব? তুই নিজে নরকে যাইতে বসিয়াছিস্, আমাকেও মজাইতে সাধ! পাপীয়সি! তোর রূপযৌবন এখনি সব ধূলীসাৎ হইবে।"

একেবারে যুবতীর স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। তিনি কাতর ভাবে কহিলেন "বিজয়! আমি দেখিতেছি আমার জীবনে এত স্নেহ বৃথা! আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। অনুতাপানলে হৃদয় যেরূপ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, মৃত্যু ভিন্ন এ জ্বালার শান্তি নাই। আর নিষেধ করিব না—শাণিত অসির আঘাতে সমস্ত জ্বালা নির্ব্বাণ কর—আর কাঁদিব না—সাধিব না! কিন্তু বিজয়! আমার একটী মিনতি আছে—মৃত্যুকালে পায় ধরিয়া এই ভিক্ষা চাহিতেছি—"

যুবতী বিজয়ের চরণ ধারণ করিল। বিজয়সিংহ একবার মাত্র কেবল "উঃ!" এই শব্দটী করিয়া ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়াছে!

সেই শবকে চরণে দলিত করিয়া সরোজিনী কেশরিণীর

ন্যায় জ্বলন্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন, প্রতাপ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া

"সুন্দরি! একি!"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন।

সরোজিনী সহাস্যমুখে কহিলেন "প্রিয়তম! তুমি সময়ে আসিলে আমাকে এই পামরের সঙ্গে এতক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইত না! তোমার অসিই আমাকে রক্ষা করিত।"

"কিন্তু সুন্দরি! তুমি অস্ত্রহীনা—কিরূপে এই বীরের প্রাণ সংহার করিলে?"

সরোজিনীর চম্পককলি অঙ্গুলিতে একটী অঙ্গুরী ছিল। মৃদু হাসিয়া তিনি সেই অঙ্গুরীয় পানে চাহিলেন।

"এই অঙ্গুরীয়ের এত ভয়ানক গুণ?"

সরোজিনী উত্তর করিলেন "এই অমূল্য অঙ্গুরীয় অবলা সরোজিনীর একমাত্র ভরসা। ইহার সহায়েই সরোজিনী নির্ভয়ে যথন যথা ইচ্ছা গমন করিয়া থাকে। ইহার গঠনটী একবার ভাল করিয়া দেখ—প্রাণেশ! সরোজিনী তোমার কাছে চিরঋণজালে বদ্ধ, তোমাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না; নতুবা ইহার গুণ আমার প্রাণাধিক পতি ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহে। এই যে কালসর্পের ফণাটী দেখিতেছ, দেহের কোন স্থানে সুচিকাবৎ বিঁধিলেই, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু—কোন ঔষধে জগতে কেহ তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে না।"

প্রতাপ অঙ্গুরীয়টী হস্তে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া "কি আশ্চর্য্য কৌশল! এই কলটী টিপিলেই ফণাটী বাহির হয়!"

বলিয়া আপনার বামহস্তের এক স্থানে সজোরে বিঁধিয়া দিলেন। ক্ষত হইতে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইল।

সরোজিনী সবিস্ময়ে কহিলেন "প্রতাপ! তুমি করিলে কি?"

হাসিয়া প্রফুল্ল সরোজ সরোজিনীকে হৃদয়ে ধরিয়া প্রেমাদরে বদন চুম্বিয়া প্রতাপ উত্তর করিলেন "প্রাণময়ি! এত ভয় কেন? এ বিষ প্রতাপের দেহে অমৃত তুল্য।"

সরোজিনীর সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। বলিলেন "প্রতাপ! তুমি নিশ্চয়ই মায়াবী! কাল রজনীতে তুমি যখন আমার হস্ত ধরিয়া মর্দ্দন করিয়াছিলে—তুমি লক্ষ্য করিয়াছিলে কি না জানি না—আমি চমকিয়া উঠি। তুমি জানিতে না এই চম্পককলিতে কি কালভুজঙ্গ! আমি তৎক্ষণাৎ তোমার মৃত্যু স্থির করি; কিন্তু দেখিলাম তুমি কোনরূপ উদ্বেগ দেখাইলে না? তখন ভাবিলাম হয়ত বিষ নাই। কিন্তু এখন সে সন্দেহ দূর হইল—তুমি নিশ্চয়ই মায়াবী!"

"আদরিণি!" প্রতাপ পুনর্ব্বার প্রমদাকে বক্ষে চাপিয়া প্রেমালিঙ্গনে উন্মাদিত করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন "সুন্দরি! এ সুখের সময়ে এ বিষণ্ণভাব কেন?"

সরোজিনী উত্তর করিলেন "প্রতাপ! তুমি নিশ্চয়ই মহা মায়াবী পুরুষ! তুমি জাননা এ বিষের তেজ কি ভয়ঙ্কর! স্পর্শমাত্রেই মৃত্যুনিশ্চয়! ক্ষতস্থানে রুধির ধারা প্রবাহিত—কিন্তু তুমি এখনো জীবিত! মায়াবী না হলে ইহাও কি সম্ভব? কিন্তু প্রাণেশ্বর!—"

বলিয়া সরোজিনী আবেশবিহ্বল হাবভাবে বিভোর হইয়া

পাগলিনীভাবে প্রতাপের বিশাল বক্ষে ঢলিয়া পড়িল আধ আধ, মধুর স্বরে বলিলেন "প্রাণময়! তুমি সত্যই কি আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাস?"

"ভালবাসি না?" প্রতাপ ভাবিনীর ভাবে গলিয়া গিয়া বলিলেন "সরোজিনি!—সরোজিনী নাম শুনিবামাত্র রমণী চমকিয়া উঠিলেন বলিলেন "প্রতাপ! তুমি কেমন করিয়া আমার নাম জানিলে?"

হাসিয়া প্রতাপ উত্তর করিলেন "প্রাণেশ্বরি! যে যাহাকে ভালবাসে, না বলিলেও সে তাহার জীবন বৃত্তান্ত আপনি বুঝিতে পারে! শুনিবে?—তুমি উদয়পুরের রাজনন্দিনী—প্রধান সচিব বুধসিংহের পুত্রবধু অমরসিংহ তোমার পতি! রাজ্যলোভে উন্মত্ত হইয়া প্রথমে আজমীরাধিপতি অজয়সিংহের সেনাপতি এই বিজয়সিংহের পিতা বৃদ্ধ জয়সিংহকে তোমার প্রেম মহিমায়, কুটিল ছলনায় উন্মাদ করিয়া তুল; তাহাতে মনোরথ সিদ্ধ হয় না। তুমি এই অঙ্গুরীয় প্রভাবে সেই সেনাপতির প্রাণসংহার করিয়া জাহাঙ্গীরের জনৈক সেনাপতি মনসুর আলির প্রণয়িণী হইয়াছ! সব সত্য কি না?"

সরোজিনীর বাক্যস্ফর্ত্তি নাই। চিত্রপটের ন্যায় উদাসনয়নে প্রতাপের পানে চাহিয়া রহিলেন।

"সরোজিনি! রাগ করিলে?" বলিয়া প্রতাপ প্রেমসম্ভাষণে সোহাগে প্রমদাকে হৃদয়ে ধরিলেন।

"প্রাণাধিক!" সরোজিনী করুণ মধুর স্বরে বলিলেন "তুমি যার প্রতি সদয়, সে এখনো কেন আঁধার কাননে ঘুরিতেছে? সরোজিনী তোমার প্রেমানুরাগিণী হইয়াও কি কাঙালিনী থাকিবে?"

প্রতাপ একটু ভাবিয়া বলিলেন ‘আমি জানি, আমিই তোমার আশাপথে কণ্টকস্বরূপ। আমি অজয়সিংহের অনিষ্ট করিতে পারিব না, সে অনুরোধ আমাকে করিও না।”

“প্রতাপ!” সরোজিনী অধর ফুলাইয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া অভিমানভরে কহিলেন “এই কি তোমার ভালবাসা?”

আবার প্রতাপের জীবনতারাকে মনে পড়িল—অমনি প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। রমণীর চিবুক ধরিয়া বলিলেন “তোমাকে প্রাণের সহিত ভাল না বসিলে নরেন্দ্রকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতাম না। তোমার অনুরোধে আর একটী কাজ করিব—আজ অবধি অজয়সিংহের সহিত কোন সংস্রব রাখিব না। তোমার যা ইচ্ছা, যা শক্তি কর।”

সরোজিনী প্রতাপকে হৃদয়ে ধরিয়া বলিলেন “আমি আর কিছু চাহি না। তুমি প্রতিবাদী না হলে এতদিন সরোজিনী রাজরাজেশ্বরী হইত! প্রতাপ! আমি তোমার। এস প্রেম-সাগরে হৃদয়সরোজে বসাইয়া আনন্দ আলোকে তোমাকে বিকসিত করি।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ রমণীপ্রেমে মোহিত হইয়া অজয়সিংহের সহিত সৌহৃদ্যবন্ধন ছিন্ন করিলেন। দিনযামিনী প্রেমের নূতন-কাননে প্রীতি সরসে সরোজিনীর যৌবন পঙ্কজে রসিক ভ্রমরের ন্যায় মধুপানে উন্মত্ত।

সহসা বৃদ্ধ অজয়সিংহ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কেহই মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। তবে শত্রু পক্ষ যে বিষপ্রয়োগে মহারাজের প্রাণসংহার করিয়াছে, এ সন্দেহ সকলরই মনে উদয় হইয়াছিল।

কুমার মহীপৎসিংহ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া শত্রু-বংশ নির্ব্বংশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আজমীর রাজ্যে সন্ন্যাসী, ফকীর প্রভৃতি যত বিদেশীয় লোক ছিল সকলকেই নির্ব্বাসিত করিলেন। অমরসিংহের পক্ষ অত্যন্ত প্রবল, কেবল তাহাকে প্রকাশ্যভাবে দমন করিতে সাহসী হইলেন না। পাছে এই বিপদসময়ে রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ বা বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত হয় চতুর নব ভূপতি সেই আশঙ্কায় অমরের দমন ভার সময়ের উপর দিয়া প্রচণ্ড প্রতাপে সতর্কতার সহিত রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন।

একদা প্রতাপ আপনার ভবনে একাকী বসিয়া আছেন। আজমীরে আর মাধুরী নাই; সরোজিনীর সৌন্দর্য্যরাশিতেও অরুচি জন্মিয়াছে। পরিবালা গন্ধর্ব্বশৈলে পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। তাই প্রতাপ একাকী।

অকস্মাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে আলুলায়িত কেশে উন্মাদিনীর ন্যায় সরোজিনী আসিয়া প্রতাপকে হৃদয়ে ধরিয়া কহিলেন "প্রতাপ! আমাদের রক্ষা কর! তুমি বই আর আমাদের ভরসা নাই। আমি সাক্ষাৎ শমনের মুখ হইতে পলাইয়াছি। আগে আপনাকে বাঁচানই কর্ত্তব্য—পতি গেলে পতি বিস্তর পাব!"

প্রতাপ বিরক্তভাবে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন "আবার আজ কি বিপদ উপস্থিত বল? প্রত্যহ তোমরা একটা না একটা কাণ্ড

বাধাইয়া আমাকে জ্বালাতন করিয়াছ! সে দিন অমরসিংহকে মহীপতের গ্রাস হইতে কাড়িয়া আনিলাম—আজ আবার কি বল ?"

সরোজিনী সবিস্ময়ে বলিলেন "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? তোমার মুখে এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিতে হইল ! আমি কুলকামিনী —কপট প্রেমে ভুলাইয়া শেষে এই অপমান ! কি বলিব এ অঙ্গুরীয় তোমার অঙ্গে শক্তিহীন !"

প্রতাপ একটু হাসিলেন। সে হাসিতে দাম্ভিকা সরোজিনীর হৃদয় কম্পিত হইল।

"সরোজিনী !" প্রতাপ উত্তর করিলেন "কুলের কথা, প্রেমের কথা, আমার কাছে তুলিও না। তুমি কে, তুমি কি, তাত বলিয়াছি ! কিন্তু বিবাদে কাজ নাই—কি বিপদ বল ?"

মনের রাগ মনেই নিবাইয়া সরোজিনী বলিলেন "পাপাত্মা মহীপৎসিংহ বিপুল অর্থদানে মনসুর আলিকে হস্তগত করিয়াছে। আমাদের আশালতিকা উন্মূলিত—দলিত—শুষ্ক ! সেই বিশ্বাসঘাতক যবন আজ আমাদের প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত। আমি বিস্তর কৌশলে রক্ষা পাইয়াছি। প্রাণাধিক অমরকে দুরন্ত যবন সসৈন্যে ঘেরিয়াছে,—অথবা, এ বৃথা সময় নষ্ট কেন ? জানি না প্রাণাধিক প্রাণেশ্বর এখনো জীবিত আছেন কি না।'

সরোজিনীর সরোজ নেত্রে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। হাসিয়া প্রতাপ বলিলেন "প্রাণাধিক প্রাণেশ্বরই বটে !—তুমি এইখানে থাক, ভয় নাই। আমি চলিলাম।"

অমরসিংহ ভগ্নোদ্যম, নিরুৎসাহ ও শক্তিহীন হইয়া প্রাণ

ভয়ে স্বীয় ভবনে পলায়ন করিয়াছেন। সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে গৃহ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। দ্বারভঙ্গ করিয়া মনসুর আলি দলবল লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া কর্কশ স্বরে "বিশ্বাসঘাতক! পামর তুমি এতদিন আমাকে বিক্রি করিবার জন্য কৌশল করিতেছিলে? এখন কে রক্ষা করিবে?" বলিয়া যেমন তরবারির আঘাতে তাহার শিরোশ্ছেদন করিবে এক ভীষণমূর্ত্তি বীরপুরুষ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ সমদ নির্ভয়ভাবে সৈন্য মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বজ্রনাদে বলিলেন "নির্ব্বোধ!"

সমস্ত গৃহ একেবারে নিস্তব্ধ! সৈন্যগণ জীবনহীন—চিত্রপট! মনসুর আলি তরবারি উত্তোলন করিয়াছিল—তরবারি সহিত হস্ত তেমনি উত্তোলিত রহিল!

অমরসিংহ ব্যাকুলিত ভাবে "প্রতাপ! আমাকে বাঁচাও।" বলিয়া তাঁহার পদে পতিত হইল।

কোন ভয় নাই, আমার সঙ্গে এস।" বলিয়া প্রতাপ অমরসিংহকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

সরোজিনী আনন্দে প্রতাপকে হৃদয়ে ধরিয়া বলিলেন "প্রতাপ! তোমাকে শত ধন্যবাদ!"

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রতাপ বলিলেন "আমি শীঘ্রই আজমীর পরিত্যাগ করিব। এখানে তোমাদের মঙ্গল নাই। আমি মানস করিয়াছি তোমাদিগকে উদয়পুরে পাঠাইয়া দিব।"

"সখে!" অমরসিংহ বিষণ্ণভাবে বলিলেন "এত শীঘ্রই আমাদের পরিত্যাগ করিবে? সরোজিনী কি আর তোমার মন ভুলাইতে সক্ষম নহে? ইহার মধ্যেই কি সোনার সরোজিনীতে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মিল? সখে! দেখ, দেখ, কি সাজে

সাজিয়া প্রেমের প্রতিমার ন্যায় সরোজিনী তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া!”

প্রতাপ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন “ভদ্রবংশে তোমাদের জন্ম সত্য, কিন্তু তোমাদের ন্যায় নীচ জগতে নাই! কোন্ মুখে পরিণীতা বনিতাকে ব্যভিচারিণী হইতে অনুরোধ করিতেছ?”

“সখে!” অমরসিংহ হাসিয়া বলিলেন “সংসারের কাজে তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ! স্ত্রী একটা পরিচ্ছদমাত্র। সরোজিনী ব্যাভিচারিণী হলে আমার ক্ষতি কি? সরোজিনী ব্যাভিচারিণী হইয়া যদি আমাকে রাজ্যদান করিতে পারে,—ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয়, সরোজিনীর গৌরবের বিষয়, কি আছে? তোমায় ভালবাসিলে—সত্য কথা বলিতে কি—সরোজিনী কাহাকেও ভালবাসে না! তুমি কি মনে করেছ এ সব সরোজিনীর প্রণয়? রূপযৌবন বাক্‌চাতুরী হাব ভাব আমার প্রাণের সরোজিনীর স্বার্থসাধনের মহাস্ত্র! সরোজিনী কেবল দেখাবার জন্য!”

প্রতাপ এ কথার কি উত্তর দিবেন? তিনি আন্তরিক ঘৃণার সহিত একবার সেই পতিত যুবক যুবতীকে নিরীক্ষণ করিলেন।

সেই দিনেই অমরসিংহ ও সরোজিনী উদয়পুরে প্রেরিত হইলেন। আজমীরের নবভূপতি মহীপৎসিংহ মনসুর আলির সহিত সন্ধি করিয়া যবনের গ্রাস হইতে সেই প্রাচীন হিন্দুরাজ্য রক্ষা করিলেন।

রজনীতে পরিবালা আসিলে প্রতাপ কহিলেন “প্রাণময়ি! আজমীর আর ভাল লাগে না। একবার দীনভাবে দীনদরিদ্রের অবস্থা দেখিতে হইবে। চল আগ্রানগরে গিয়া কিছুদিন বাস করি।”

পরিবালা সুললিত স্বরে বলিলেন "প্রতাপ! আমার একটী প্রার্থনা আছে। আমি তোমাকে পাইয়া সমস্ত ভুলিয়া বহুদিন হইল মানবজগতে বাস করিতেছি। কুমেরু পর্ব্বতে এক কিন্নর-কন্যার সহিত আমার পরম সৌহৃদ্য আছে। মার মুখে শুনিলাম সুধন্য গন্ধর্ব্বকুমারের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। যদি আপত্তি না থাকে, কিছুদিন আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাই।"

সেই ভুবনমোহিনী দানবনন্দিনীও ক্রমে প্রতাপের অতৃপ্তি-কর হইয়া উঠিতেছিল। পরিবালার কাছে প্রতাপ সর্ব্বদা সঙ্কুচিত; চিত্তের বা কার্য্যের স্বাধীনতা বা স্ফূর্ত্তি নাই,—বিকাশ নাই। পরিবালার বাক্যে মনে আনন্দ হইল, অথচ তাহাকে বক্ষে ধরিয়া মুখচুম্বিয়া আদর করিয়া বলিলেন "প্রাণেশ্বরি! তোমার ইচ্ছাই আমার অনুমতি। কিন্তু অধীনকে একেবারে ভুলে থেক না।"

পরিবালা হাসিয়া বলিলেন "প্রাণাধিক! আমি তোমাকে ভুলিব না। যেখানে থাকি না কেন স্মরণ করিবামাত্র আসিব! যে মায়ায় তোমাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছি, মানুষের সাধ্য নাই, তোমার অনিষ্ট করে। ইচ্ছা করিলে তুমি অবলীলাক্রমে সসাগরা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে পার। আশ্চর্য্যের বিষয় এ শক্তি তুমি নষ্ট করিতেছ!"

"সুন্দরি!" প্রতাপ উত্তর করিলেন "যা বলিলে সব সত্য। ইচ্ছা করিলে এখনি আমি পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমি হইতে যবন-দিগকে নির্ব্বাসিত করিতে পারি। কিন্তু সে কদিনের জন্য? আমার শক্তি কদিনের? কালই তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পার? পর দিন আর এক প্রবলজাতি ভারতবর্ষ

অধিকার করিবে। যদি কখনও ভারতবাসীকে একপ্রাণ, এক-ধ্যান, একজাতি—ভারতে একভাষা করিতে পারি—তবে এ চিন্তা করিব।”

পরিবালা কোন উত্তর করিলেন না। প্রভাতে প্রতাপ আগ্রাভিমুখে ও পরিবালা কুমেরু উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সম্বৎসর ধরিয়া জীবনতারা ত্রিবেণীতে দেবীপ্রসাদের বাড়ী দাসত্ব করিতেছেন। দেবীপ্রসাদ অতি ভদ্র, ধার্ম্মিক ও প্রাচীন লোক। জীবনতারাকে কন্যার ন্যায় ভালবাসেন। কিন্তু জীবনতারা সুখী নহে। দাসত্বে আবার সুখের সম্ভাবনা কোথা?

দিবসের কার্য্য সমস্ত সমাধা করিয়া একদা রজনীতে জীবনতারা একাকিনী আপনার কক্ষে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন:— "আমার ন্যায় হতভাগিনী রমণী জগতে দ্বিতীয় নাই। পিতামাতার বাক্য যার গায় সহিত না, আজ তাহাকে পরের কাছে ভয়ে ভয়ে কালযাপন করিতে হইতেছে! সে অভিমান কোথা? আজ আমি কাঙ্গালিনী! প্রতাপ একেবারে আমাকে ভুলিয়া গেলেন। প্রাণের সহিত ভালবাসিলে কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। এখানে ত আর থাকা ভার। বিপিন আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আর কত তাহাকে ভুলাইব? কোন উপায় দেখিতেছি না।" ভাবিতে ভাবিতে জীবনতারা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

যুবতী অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। ধীরে কপাট উন্মোচন করিয়া চোরবেশে এক যুবা সেই গৃহে প্রবেশিল।

ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। গ্রীষ্মকাল। যুবতী

বিবশাভাবে নিদ্রিত। পীনোন্নত পয়োধর শোভিত সরস হৃদয় অনাচ্ছাদিত। কৃষ্ণকুন্তল দল আলু থালুভাবে শয্যার উপর পতিত। নাসিকায় একটী সুন্দর মুক্তাফল ঝলমল করিতেছে। যুবা গৃহে প্রবেশিয়া প্রদীপের ক্ষীণালোকে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীর পরম রমণীয় নিদ্রিত সৌন্দর্য্যে একেবারে উন্মত্ত হইল। কতক্ষণ নীরবে অনিমিষ নয়নে সেই অপূর্ব্বশোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতি আদরে প্রেমভরে ধীরে ধীরে যুবতীর বদন চুম্বন করিল।

স্পর্শমাত্রেই জীবনতারা চমকিত হইয়া সশঙ্কিতভাবে জাগিয়া বস্ত্র সংবরণ করিয়া দেখিলেন এক যুবা শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। ক্রোধে কামিনীর সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। বদন মণ্ডল রক্তবর্ণ হইল। কম্পিত স্বরে বলিলেন "বিপিনবাবু! এই কি আপনার উচিত? আপনি ঘরে কেমন করিয়া আসিলেন?"

বিপিন দেবী প্রসাদের পুত্র, অতি আদরের ছেলে। জীবনতারাকে দেখিয়া অবধি সে তাহার সতীত্ব নাশে কৃতসঙ্কল্প হয়। বিপিন কুলের কুলাঙ্গার। তাহার দৌরাত্মে ত্রিবেণীতে সুন্দরী যুবতীর বাস করা ভার হইয়া উঠিয়াছিল।

বিপিন কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনতারা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া পুনর্ব্বার কহিল "বিপিনবাবু! আমি আপনাদের আশ্রিত—আপনাদের দাসী। আপনারা কোথা আমার সম্মান রক্ষা করিবেন, তা না হইয়া আপনিই এই সহায়হীনা অনাথিনী কামিনীর ধর্ম্মনষ্ট করিতে উদ্যত! ভদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, আপনি ভদ্রতা শিখিলেন

না! আমি কত দিন আপনাকে বলিয়াছি, আমার আশা পরিত্যাগ করুন, আমি আপনার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিব না। আপনি তথাপি আমাকে ছাড়িবেন না! আমি দাসী সত্য—কিন্তু আমার আত্মগৌরব নষ্ট হয় নাই। কিসে আপনার লজ্জা হইবে, জানি না! আপনি অতি নীচ!"

বিপিন কাতর করুণস্বরে কহিল "জীবনতারা! আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না—তুমি ভুলিবার নও! জীবনতারা! তুমি দাসী কিসে? এ ঐশ্বর্য্য তোমার পায় ধরিয়া দিতেছি, আমার প্রতি সদয় হও। হৃদয়েশ্বরী হইয়া হৃদয়ে বিরাজ কর। তুমি কি দাসীর যোগ্য? এস আদরে প্রেমভরে হৃদয়ে বসাইয়া হৃদয়জ্বালা শীতল করি। প্রাণাধিকে! কেন তুমি আমাকে ভালবাসিবে না? আমি কি এতই কুৎসিৎ? দাসীপনা তোমার সাজে না। রজনী প্রভাত হইলেই তোমাকে রাজরাণী করিব। জীবনতারা! আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর—আমার প্রণয়িণী হইবে, এ তোমার পরম সৌভাগ্য! তুমি সুন্দরী—পরমা সুন্দরী যৌবনের লাবণ্যরাশি মিহিরের হিরণ্ময়ী কিরণ সম্পৃক্ত প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে ঢল ঢল করিতেছে। বিফলে এ নব যৌবন, রূপমাধুরী, জীবনতারা! বল বল. কি জন্য অপব্যয় করিতেছ? যৌবনে যদ্যপি জীবনের সুখভোগ না করিলে, তবে জীবনে সুখ কি? ফল কি? জীবনতারা? তুমি ত বুদ্ধিমতী, বল দেখি যৌবন গেলে কি ফিরিবে?"

বিপিনবাবু।" জীবনতারা গ্রীবা উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বিপিনের পানে চাহিয়া বলিল 'তুমি অতি নীচ! অতি নিলর্জ্জ! দাসীর কাছে এ লজ্জাকর কথা তুলিতে তোমার

লজ্জা হইতেছে না? তোমার ঘরে পরমাসুন্দরী যুবতী ভার্য্যা—তোমার একটু অনুতাপ হয় না? আমি চণ্ডালের ভার্য্যা হইব, সেও ভাল, তোমার মুখ দেখিব না!”

হাসিয়া বিপিন উত্তর করিল “তোমার রাগে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। জেদ ত্যাগ কর। সতীত্ব মাথায় থাক্—আমার মনের ভিতর কি আগুণ জ্বলিতেছে, বুক চিরিয়া দেখাবার হলে দেখাতাম। এস এ ঠাটছলা ছাড়, এস একবার তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করি।”

বিপিন বলপূর্ব্বক যুবতীকে ধরিয়া সরস অধর বিম্ব চুম্বন করিল। জীবনতারা চীৎকার করিবেন কি ভয়ে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত—ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের করাগত্ত কুরঙ্গিনীর ন্যায় ছট ফট করিতে লাগিলেন।

বিপিন কামমদে উন্মত্ত—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। জীবনতারা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; কৃষ্ণ কেশরাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে; চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে; সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত; হৃদয় ঘন স্পন্দিত; ললাটে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। তথাপি বিপিন ছাড়িল না। যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রহীন—প্রায় উলাঙ্গিনী। অঞ্চল ধূলায় লুণ্ঠিত। পরিশেষে কোটির বসনও খসিয়া পড়িল।

অমনি সেই বীরঙ্গনা যেন সহস্র সিংহের বল প্রাপ্ত হইল। সজোরে বিপিনের ভুজবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহার বক্ষে পদাঘাত করিল; বিপিন ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই উলাঙ্গিনী বামা ভৈরবী বেশে ভীষণ ভ্রুকুটিভঙ্গিতে তাহার বুকের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া কহিল “চাইনা—সতীত্বে তার প্রয়োজন

নাই! এস আজ মনের সাধে তোমার সঙ্গে প্রেম করিব!”

কি ভীষণ মূর্ত্তি! উলঙ্গিনী বামার দৈত্যনাশিনী মূর্ত্তি দেখিয়া বিপিনের জীবাত্মা শিহরিয়া উঠিল। নরাধম ভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিল।

জীবনতারা সম্পূর্ণ উলাঙ্গিনী। পৃষ্ঠে দলিতাঞ্জনের ন্যায় নিবিড় কাল কুন্তলরাশি ঘন ঘনাকারে লম্বিত, মুখমণ্ডল মধ্যাহ্ন-কালীন ভাস্করের ন্যায় প্রদীপ্ত; আয়ত নয়ন যুগলে অনবরত অনল শিখা নির্গত হইতেছে; অধর ওষ্ঠ কম্পিত; ললাট কুঞ্চিত; দন্ত, কড় কড় করিতেছে; সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত; অনাবৃত বক্ষস্থলে উচ্চ কুচযুগল ঘন হৃদয় স্পন্দনের সঙ্গে নাচিয়া উঠিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদ সলিলে প্লাবিত—রূপের সরসী যেন বাড়বানলে দগ্ধ হইতেছে! সে ভুবন নাশিনী দানবদলনী মূর্ত্তি দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারে?

জীবনতারা বিপিনের বুকের উপর বসিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে পুনর্ব্বার বলিল “এস, আজ সরমের, সতীত্বের, কুলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া একদিন তোমার সঙ্গে প্রেম করিব! আঁখি উন্মীলন কর—চেয়ে দেখ, এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ষোড়শী যুবতী উলাঙ্গিনী—তোমার বক্ষের উপর আসীনা! এস, একবার প্রেমভরে আদরে, প্রাণাধিক! তোমায় চুম্বন করি!”

বলিয়া সেই প্রমত্তা প্রমদা বিপিনের অধর দংশন করিল। পাপিষ্ঠ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই নীরব নিদ্রিত রজনীতে তাহার চীৎকার কেহ শুনিল না।

জীবনতারা ভীষণ হাসি হাসিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। বিপিন ছট ফট করিতে করিতে পলায়ন করিল। অধর দিয়া অবিরল ধারে শোণিত বহিতেছে।

জীবনতারা ক্ষণকাল শয্যার উপর বসিয়া থাকিয়া বস্ত্র পরিধান করিল। কুন্তলের ধূলা ঝাড়িয়া বাঁধিল। মৃদু মধুর হাসি অধরে প্রকাশ হইল। নিদ্রা নাই, ভাবিতে ভাবিতে বিভাবরী অবসান হইল।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে বিপিনের সঙ্গে আর তাঁহার দেখা হইল না।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে জীবনতারা গাত্র ধৌত করিবার মানসে ভাগীরথী অভিমুখে যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ দুই জন লোক তাঁহাকে ধরিয়া গাড়ীর ভিতর পুরিয়া দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইয়া দিল। জীবনতারা হতবুদ্ধি হইয়া চীৎকার করিবার অবসর পাইল না।

গাড়ী বায়ুবেগে ছুটিল। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল ও জগৎ অন্ধকারে ডুবিল। গাড়ী এক ভাবেই চলিয়াছে। মধ্যে অশ্ব পরিবর্ত্তন হইল। জীবনতারা মাঝখানে—দুই পার্শ্বে দুই যমদূত সদৃশ পুরুষ। ভয়ে ভয়ে জীবনতারা দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কোন উত্তর দিল না। নিরুপায় হইয়া জীবনতারা নীরবে বসিয়া রহিল।

শকটের গতি স্থগিত হইল। সেই পুরুষদ্বয় প্রথমে নাবিয়া হাত ধরিয়া জীবনতারাকে নাবাইল। তাঁহারা একটী উদ্যান বাটীতে উপস্থিত।

জীবনতারা নাবিবামাত্র এক শ্যামাঙ্গিনী অথচ পরম সুশ্রী

যুবতী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল "এস তোমার কিছু-মাত্র ভয় নাই, এখানে পরম সুখে থাকিবে।"

জীবনতারা নীরবে কম্পিত পদে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই শ্যামাঙ্গিনী কামিনীকে দেখিয়া তাঁহার অনেকটা ভরসা হইল।

"ভাই! তোমার ক্লেশ হয় নাই ত?" উদ্যান বাটীকার একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে শয্যার উপর জীবনতারার পার্শ্বে বসিয়া শ্যামাঙ্গিনী-যুবতী জিজ্ঞাসিল। তাহার মুখে যেন সরলতা মাখান। মৃদু হাসিটুকু অধরে লাগিয়া রহিয়াছে। সংসারের ছলনা কপটতা এখনো তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। উজ্জ্বল নয়নযুগলে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতি ঢল ঢল করিতেছে। জীবনতারা একবার তাহাকে তীব্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন, সেই দৃষ্টি যেন হৃদয় ভেদ করিয়া কামিনীর অন্তরে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার হাসি হাসি সরল মুখের কোন পরিবর্ত্তন হইল না

"দিদি! নীরবে রহিলে যে?" মৃদু হাসিয়া শ্যামাঙ্গী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল। "তোমার আসিবার কথা শুনিয়া অবধি আমার যে কি আহ্লাদ হইয়াছে, বলিতে পারি না। তুমি তাঁহাকে ভাল বাস—কিন্তু আমার কিছুমাত্র হিংসা হয় নাই। এই অট্টালিকা, ধন দৌলত এ সমস্ত তোমার। তবে ভাবনা কেন?"

জীবনতারা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমি কাকে ভাল বাসি!"

শ্যামাঙ্গিনী একটু হাসিয়া বলিল "জান না যেন! আমি তোমার ছোট ভগিনী—সহচরী, যখন যা বলিবে তাই করিব।

কোন ক্লেশ হবে না। দুই একদিনের মধ্যেই তাঁকে দেখিতে পাইবে, আমি এখন বলিব না। আমার নাম সরলা। আমার মা বাপ ভাই কেহই নাই; কত কষ্ট পেয়েছি বলিতে পারি না। এমন কি অনেক দিন পেট ভরিয়া ভাতও মিলিত না। আমার এই কষ্ট দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। একদিন তিনি ঘোড়া চড়িয়া যাইতে যাইতে আমি যে কুঁড়ে ঘরে থাকিতাম, তাহার সম্মুখে পড়িয়া যান। আমি মুখে জল দিয়া বাতাস করিয়া তাঁর কত সেবা করি। সেই অবধি তিনি মাঝে মাঝে আমার সহিত দেখা করিতেন, দু একটী টাকা, কখন কখন কাপড় কিনিয়া দিতেন। আমাকে কত আদর করিতেন; স্নেহ করিতেন—কত কথা আমাকে বলিতেন। আমি দুঃখী—অনাথা ছিলাম সত্য, কিন্তু কেহ আমাকে এক কথা বলিতে পারিত না। শুভ-ক্ষণে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তাঁর ভালবাসা, তাঁর দয়ার কথা তোমাকে দিদি, কি বলিব? আমাকে তিনি এই বাটী ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। এখন আর আমার কিছুরি অভাব নাই।" এই কথা বলিয়া সরলা স্বর্ণালঙ্কার শোভিত শরী-রের পানে চাহিল।

জীবনতারা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া বলিল "সরলা! তোমার কথায়, তোমার আকারে তোমাকে যথার্থই সরলা বলিয়া বোধ হয়; তোমার হৃদয় ও কি এইরূপ সরল? এই বয়সে তুমি কিরূপে এই কলঙ্কে ডুবিলে? কখনও কি তোমার মনে অনু-তাপ হয় না?"

"জীবনতারা! তুমি আমাকে আশ্চর্য্য করিলে?" সবিস্ময়ে চক্ষু মেলিয়া সরলা বলিল। "পথের কাঙালিনী ছিলাম, এখন

আমার এত গহনা, এই বাগান, বাড়ী—আমি যদি সুখী হব না তবে সুখী কে ?"

জীবন। তুমি এখানে কতদিন আছ ?

সরলা। প্রায় এক বৎসর।

জীবন। সরলা! তুমি পতিত হইয়াও কেমন করিয়া সুখী, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

সরলা। দিদি, তুমি জাননা, তিনি আমাকে কত ভাল বাসেন। আমিও তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। ভালবাসায় সুখ বই অসুখের সম্ভাবনা কোথা ? যখন যাহা ইচ্ছা হইতেছে তখনই তাহা পাইতেছি। পুরুষ রমণীর সহচর— পুরুষ বিনা রমণীজীবনে সুখ কোথা ? সৌন্দর্য্য কোথা ? তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে আমার মনও সরল কি না। কাজেই দেখ না। তুমি আমার সতীন হলে, আমার চেয়ে সুন্দরী, তাঁর ভালবাসা দুই ভাগ হইতেছে তথাপি আমার ভালবাসার গুণে, কই আমার কি ক্ষোভ দেখিতেছ ? হিংসা দেখিতেছ ? বেশ ত দুজনে তাহাকে ভালবাসিব। গহনা পরিয়া সাজিয়া দুই জনে দুই পাশে বসিয়া আদর করিব!"

সরলা বাস্তবিকই সরলহৃদয়া। সেই সরলহৃদয়া পতিতা যুবতীর কথায় জীবনতারার যুগপৎ হাসি ও কান্না আসিল। বলিল "সরলা! আমি যদি তোমার তাঁকে একেবারে দখল করিয়া লই, তাহলেও কি তোমার মনে কষ্ট হবে না ?"

সরলা অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া জীবনতারার পানে চাহিয়া বলিল "তা কখন হতে পারে ? আমাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"এটি যে পাপিষ্ঠ বিপিনের চক্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরলা এদিকে সত্যই সরলা, কিন্তু এ কথাটী জিজ্ঞাসিলে উত্তর দেয় না। তিনদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল। পলাইবার কোন সুবিধা পাইলাম না। যদি এ বিপিনের চক্র হয়, তা হলে এবার নিস্তার নাই। প্রতাপ! এ বিপদের সময়ও যদ্যপি একবার দেখা দিতে? হায়, যতই কেন বলবতী, যতই কেন তেজস্বিনী হই না, তথাপি আমি রমণী। অঙ্গে হস্তার্পণের আবশ্যক কি, একটা কথায় মস্তক অবনত, সরমে নয়ন মুদিত হয়! অপমানের —লাঞ্ছনারই বা ত্রুটি কি? একবার পামরের শোণিত পান করিয়াছি, এবার রক্ষা পাইবার উপায় কি? ভয় কি জানিতাম না; এবার হৃদয় শঙ্কিত, চিত্ত বিচলিত হইতেছে। না জানি অদৃষ্টে কি আছে!"

জীবনতারা একান্তমনে বিরসান্তঃকরণে এইরূপ চিন্তা করিতেছে, সাহাস্যমুখে প্রেমপ্রফুল্ল নয়নে সরলা আসিয়া বলিল "দিদি, তিনি এসেছেন! এখনি তোমায় দেখিতে আসিবেন। এস, ভাল করে তোমায় সাজাইয়া দি। এমন রূপ কি হয়ে রয়েচে দেখ!"

জীবন। তিনি কে আগে বল, শুনি।

সরলা। জান না যেন—কেন প্রাণের বিপিন!

জীবনতারার মুখ মলিন হইল। দেখিয়া সরলা বলিল "দিদি, একি? বিপিন তোমার জন্য পাগল তুমিও তাহার

জন্য পাগলিনী। আমি তাঁর কষ্ট দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না' সাধ করিয়া তোমায় সতীন করিতেছি, তবে এ দুঃখ কেন ? এত সুখের মিলন—আজ ত সুখের দিন !"

জীবনতারা বিষাদগম্ভীরস্বরে উত্তর করিল "আমি বিপিনকে ভালবাসি; তোমায় এ কথা কে বলিল ? বিপিন আমায় কি যন্ত্রণা দিতেছে জান না, তুমি বালিকা ; নিতান্ত সরলহৃদয়া ; এখনো সংসারের কিছুই জান না। কি পথের পথিক হয়েছ, তাও বুঝিতেছ না। নতুবা এমন কথা বলিতে না। বিপিনের তুল্য নরাধম পশু জগতে নাই।"

সরলা অবাক হইয়া হাঁ করিয়া জীবনতারার কথা শুনিতেছে, বিপিন সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সরলা প্রেমাদরে তাহাকে বক্ষে ধরিয়া বলিল "প্রাণেশ্বর! এত দিনে কি অধিনীকে মনে পড়িল ?"

বিপিন তাহাকে আদর করিয়া অধর চুম্বিয়া বলিল " সরলা ! তুমি এখন তোমার ঘরে যাও, জীবনতারার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

সরলা মৃদুস্বরে উত্তর করিল "আমার শুনিতে দোষ কি ? আমার কাছে তোমার গোপনীয় কি আছে ?"

বিপিন বিরক্তভাবে বলিল "পরে সব তোমাকে বলিব, এখন তুমি যাও।"

সরলা চলিয়া গেল। বিপিন দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যার উপর বসিয়া বলিল "জীবনতারা! তুমি এই খানে ব'স, কোন ভয় নাই। আমার কিছু বলিবার আছে—মনোযোগ দিয়া শোন।"

জীবনতারা অবিচলিতভাবে উত্তর করিল "কি বলিবার আছে, বলুন, আমি শুনিতেছি।"

"জীবনতারা!" বিপিন গম্ভীরভাবে বলিল "তোমার বিষ দন্তের দংশন, এই দেখ, এখনো সারে নাই! আমি এ ব্যথা ভুলিতে চাই! আমি তোমাকে ভালবাসি, আমার দোষ কি বল? তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ! দোষ তোমার!"

জীবনতারা ও ধীর গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল "বিপিনবাবু আমি পূর্ব্বে শতবার যাহা বলিয়াছি, এখনো তাই বলিতেছি, আপনি এ অনাথিনী কামিনীকে ক্ষমা করুন। জীবন থাকিতে জীবনতারা প্রলোভনে ভুলিবে না—পাপে মজিবে না! আপনি যদি পুরুষ হন—মানুষ হন—ধর্ম্মভয় না থাকুক, কিঞ্চিৎ লজ্জাও যদি আপনার থাকে, তবে আমাকে ছাড়িয়া দিন্।"

বিপিনের চক্ষুরক্তবর্ণ ও অধর কম্পিত হইল, বলিল "এখানে ও সব খাটিবে না। এখন সম্মত কি না বল? আমাকে রাগাইও না। এখনো তোমার দংশনের যন্ত্রণা আমি ভোগ করিতেছি। এবার যে তোমায় ছাড়িব, মনেও ক'র না। তোমায় বাঁধিয়া বাসনা মিটাইয়া যবনকে বিক্রী করিব! ক্ষমা, দয়া, মায়া আমার নাই! ভাল বল দেখি, এ রূপযৌবন বৃথা নষ্ট করিতেছ কেন? গোলাপ যদি শ্মশানে ফুটিল, আর শুকাইল, কেহ তাহা দেখিল না, ঘ্রাণ করিল না, তবে তার সৌন্দর্য্যে, সৌরভে ফল কি?"

জীবনতারার অন্তরাত্মা কম্পিত হইল। নীরবে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিন পুনর্ব্বার বলিল "আমি দেখিতেছি তোমার কপালে

বিস্তর লাঞ্ছনা আছে। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল গেলেও তোমায় ছাড়িব না। কি ইচ্ছা, বল ?"

জীবনতারা উত্তর করিল "তোমার যা সাধ্য, করিও ; জীবনতারা কাপুরুষের ভয়প্রদর্শনে ভীত নহে !"

কম্পিত কলেবরে কম্পিতস্বরে "সন্ধ্যাপর্য্যন্ত তোমাকে সময় দিলাম।" বলিয়া বিপিন চলিয়া গেল।

দিনমণি অস্তগত হইয়াছেন। গোধূলী মৃদুগম্ভীর মধুরভাবে ধরণীতে সন্ধ্যার আগমন সংবাদ দিল। সন্ধ্যাসতীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রফুল্ল কুসুমভূষণে বিভূষিত ও সুরভি সৌরভে অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া সুস্নিগ্ধ মলয় সমীরণের সঙ্গে দেখা দিলেন। পাখিগণ কলরবভরে উড়িয়া যাইতে লাগিল। এতক্ষণ রসিক অলি ফুলে ফুলে মধুপান করিতেছিল, অসময় দেখিয়া সেই প্রাণের কুসুমকুলকে কাঁদাইয়া সরিয়া পড়িল। কমলিনী দিনমণির বিরহে মলিনা হইয়া নয়ন মুদিত করিল।

রাত্রি নয়টা। জীবনতারা চিন্তাকুল চিত্তে স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট। মদে উন্মত্ত ও কুসুম সায়কের কুসুম শরে জর জর হইয়া বিপিন আসিয়া বলিল "জীবনতারা! তোমার জন্য আমি মরিতে পারি না !"

জীবনতারা নির্ভয়ে বলিল "তুমি অতি নীচ, অতি নরাধম। এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

"বেশ আর শুনিতে চাহি না।" বলিয়া বিপিন ডাকিল "আমির।"

অমনি যমদূত সদৃশ এক মুসলমান তথায় আসিল। বিপিন বলিল "ইহাকে ধর।"

আমির খাঁ জীবনতারাকে শয্যায় ফেলিয়া পাঁজা বাঁধিয়া ধরিল। বাজপক্ষীর পাশে কপোতীর ন্যায় জীবনতারা ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। বিপিন মুখ চিরিয়া একটী ঔষধ তাহার মুখে ঢালিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে হেমাঙ্গিনীর হেমাঙ্গ অবশ অবসন্ন ও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। আমির খাঁ চলিয়া গেল। বিপিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনিমিষ নয়নে ক্ষণকাল সেই অচেতন দেহ নিরীক্ষণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "কি রূপ! মরিয়াও যেন হাসিতেছে!"

জীবনতারা! হায়, কেন তুমি পুন্যসলিলা ভাগীরথীসলিলে নিমগ্ন হইয়া বাঁচিলে? তুমি জ্ঞানশূন্য জীবনশূন্য! জানিলে না, দুরাত্মা আজ তোমাকে কলুষিত—কলঙ্কিনী করিল! কলুষিত! না, না, ঈশ্বরের কাছে তুমি পবিত্র! এর ফল পাপিষ্ঠ অবশ্যই ভোগ করিবে। এই কাল রজনী তোমার যেন স্মরণ থাকে।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় জীবনতারার চৈতন্য হইল—জীবনতারা বিপিনের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ! তাঁহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল! আজ তিনি কলুষিত তাও বুঝিলেন। জীবনতারা কথা কহিলেন না—নড়িলেন না, নয়ন মুদিত করিয়া নীরবে শয়ন করিয়া রহিলেন। মনের ভিতর যে কি তুমুল পাবকতরঙ্গ আন্দোলিত কে তাহা অনুভব করিবে? জীবনতারার নবীন জীবন আজ বজ্রদগ্ধ শ্মশানক্ষেত্র! আর সেখানে বসন্তের উদয় হবে না, সুখের শরতশশী দেখা দিবে না! রোদনে বিলাপে ফল কি? রোদন শুনিবে কে?

সেই নীরব তিরস্কারে বিপিনের জ্ঞানোদয় হইল, মনে

একটু অনুতাপ জন্মিল। শয্যা হইতে উঠিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিল "প্রাণাধিকে! রাগ করিলে?"

জীবনতারা উঠিয়া বসিয়া বিপিনের পানে চাহিয়া বলিল. কি জন্য রাগ করিব? এর শোধ লইবার আমার শক্তি কই— সাহস কই? আমি ত আর সে জীবনতারা নাই! সে দিন তোমাকে পদাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া প্রেমচুম্বন করিয়াছিলাম—, আজ শক্তি থাকিলে নখে তোমার বুক চিরিয়া জীবন শোণিত পান করিতাম! কিন্তু সে তেজ নাই—আমি পতিত! দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? ব'স, এই বিছানার উপর আমার পাশে ব'স, দংশন করিব না, ভয় নাই, একবার কেবল ভাল করিয়া দেখিব নরক তোমার হৃদয়ে কি সত্যই যমপুরে!—উঃ কি ভয়ানক তৃষ্ণা! একটু জল।"

বিপিন জল আনিয়া দিল। জীবনতারা জলপান করিয়া কহিল "এখন যেন দেহে প্রাণ আসিল। বিপিনবাবু! এখন ত সাধ মিটিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিলে যাই!"

"জীবনতারা! প্রাণাধিকে!" বিপিন উন্মত্তভাবে জীবনতারার চরণে পতিত হইয়া বলিল "আর আমাকে লজ্জা দিও না। আমি উন্মত্ত হইয়াছিলাম, জীবনতারা! আমাকে ক্ষমা কর।"

জীবনতারা উত্তর করিল "আমি ত আপনাকে কিছু বলি নাই।"

বিপিন কাতরস্বরে বলিল "প্রাণেশ্বরি! তুমি যা বলিবে আমি তাই করিব কিন্তু—"

জীবনতারা বলিল আমি আত্মহত্যা করিব না, নিশ্চয়

জানিও। এখন আমার বাঁচিবার বিস্তর আবশ্যক আছে। আমাকে একটু বিশ্রাম করিতে দিন্।"

বিপিন চলিয়া গেল। জীবনতারা উঠিয়া ভাল করিয়া বস্ত্র পরিয়া দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া কহিল "জীবনতারা! আজ তুমি কলঙ্কিনী—প্রেমের সাধ আজ তোমার ফুরাইল—কেন না তুমি মলিন দেখাবে? আজ তুমি জ্যোতিহীন সৌদামিনী! প্রতাপ! আজ তোমার জীবনতারা কলঙ্কে ডুবিল—এ অপরাধ তোমার। পতি হইয়া তুমি সতীর সম্মান রক্ষা করিতে পারিলে না। জীবনতারা! এই নিশি যেন তোমার স্মরণ থাকে। মরিবার নাম মুখে আনিও না—যত দিন না এই পাপাত্মাকে সমুচিত শাস্তি দিতে পার, যেরূপে হউক ততদিন তোমাকে বাঁচিতে হইবে।'"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জীবনতারার দুঃখের রজনী প্রভাত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"আদরিণি! কি দুঃখে আজ অধোমুখে সজল নয়নে ধূলাসনে বসিয়া আছ?" বিপিন সরলার কক্ষে গিয়া তাহাকে শোকাকুলা দেখিয়া জিজ্ঞাসিল। "সরলা! কিসে ও সরল মনে ব্যথা লাগিল, বল? প্রাণেশ্বরি! তুমি কি মনে করেছ, আর আমি তোমাকে ভাল বাসিব না?"

"না বিপিন!" সরলা আজ গম্ভীরভাবে বলিল। তাহার স্বভাবের যেন একদিনেই সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। "না বিপিন! ও সবের কিছুই আমার মনে উদয় হয় নাই। ভয়ে,

ক্ষোভে ও লজ্জায় আজ আমার প্রাণ আকুল হয়েছে। তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ। প্রিয়তম! আজ আমি কি দেখিলাম! তুমি বলিয়াছিলে জীবনতারা তোমার জন্য পাগ্‌লিনী—তুমিও তার জন্য কাতর। বিপিন! সে সমস্তই মিথ্যা! তুমি বলপূর্ব্বক ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া—ছি! ছি! ভাবিলে লজ্জা করে!”

“সরলা!” বিপিন বালিকার মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল “তুমি পাগল হলে নাকি? জীবনতারা আমায় ভালবাসে না সত্য, কিন্তু আমি যে তার জন্য দিবানিশি জ্বলিতেছিলাম! আমি জ্বলিব, দেখিয়া তুমি কি সুখী হবে? এস সরে ব’স নতুবা সরলা! তোমাকে যা ভালবাসি, সেই যথার্থ ভালবাসা। জীবনতারার প্রতি ক্ষণিক পিপাসা মাত্র; তুমিই আমার জীবনতোষিনী।”

এই কথা বলিয়া বিপিন সহাস্যমুখে আদরে সেই শ্যামাঙ্গিনী ললনাকে বক্ষে ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

“এ আদর, এ সোহাগ,” সরলা উত্তর করিল “আজ কেমন ভাল লাগিতেছে না। প্রেম আজ বিষময় বোধ হইতেছে। হয়! কেন তোমার ছলনায় ভুলিয়াছিলাম!”

রজনী প্রভাত হইল। জীবনতারা পীড়িত। সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়িয়া যাইতেছে। সরলা ছোট ভগিনীর ন্যায় দিন্ যামিনী তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। একদণ্ড তাঁহার কাছ ছাড়া হয় না। সরলার যত্নে, স্নেহে জীবনতারা চমৎকৃত হইলেন।

এক সপ্তাহ রুগ্নশয্যায় শায়িত থাকিয়া জীবনতারা ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল।

"ভগিনি!" সরলা একদিন তাঁহাকে বলিল "আর তোমার ভয় নাই। আমি জীবিত থাকিতে বিপিন আর তোমার উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। তুমি কলুষিত নও—তুমি দোষী কিসে?"

"সরলে!" ক্ষীণমধুর স্বরে জীবনতারা উত্তর করিল "তুমি যথার্থই সরলপ্রাণা।"

জীবনতারা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এক পক্ষ তাঁহার সেই উদ্যান বাটীতে অতিবাহিত হইল।

"প্রাণাধিকে!" জীবনতারার পাশে বসিয়া বিপিন একদিন বলিল "আর কেন, যা হবার হইয়াছে। এখন আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আর ঔষধ খাওয়াইব না, সে ভয় করিও না। জীবনতারা! আমাকে আর দগ্ধ করিও না।"

"বিপিন বাবু!" জীবনতারা কাতর স্বরে বলিল "এখনো তোমার সাধ মিটিল না? এই অবলা কামিনীকে বলপূর্ব্বক কলঙ্কিনী করিয়াও ক্ষান্ত নও?"

বিপিন আবার যে সেই। জীবনতারার রোদন শোনে কে? সে বলপূর্ব্বক জীবনতারাকে বক্ষে ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। জীবনতারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অমনি দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সরলা উন্মাদিনীবেশে জ্বলন্ত কালরূপে কালঘাতিনী কালীর ন্যায় এলোকেশে গৃহে প্রবেশিয়া কহিল "বিপিন! জীবনতারাকে ছাড়িয়া দাও!—দেবে না, দেখিবে?"

জানি না, সেই কাল কামিনী কি গুণ জানিত। বিপিন জীবনতারাকে ছাড়িয়া দিল। একটী কথা কহিল না।

জীবনতারা রোদন করিতে লাগিলেন। সরলা তাঁহার পাশে

বসিয়া অঞ্চলে নয়ন কমল মুছাইয়া দিয়া বলিল "দিদি কাঁদিও না। বিপিন আর কিছু তোমাকে বলিবে না।

সৌভাগ্য ক্রমে পরদিন সংবাদ আসিল বিপিনের পিতা অত্যন্ত পীড়িত। জীবনের আশা নাই। বিপিন ত্রিবেণী চলিয়া গেল। কিন্তু জীবনতারা পলাইবেন, সে সম্ভাবনা নাই।

"ভগিনি!" বিপিন চলিয়া গেলে সরলা বলিল "তুমি নিতান্ত অসুখী। কি উপায়ে তোমাকে এই করাগার হইতে মুক্ত করিব, কয়েকদিন ধরিয়া ভাবিতেছি। আমি অনেক বলিয়া—অনেক সাধিয়া কাঁদিয়া স্বীকার করাইয়াছি, তোমার অসম্মতিতে আর তোমার গায় হাত দিবে না। কিন্তু এ অনুরোধ কতদিন থাকিবে? বলিতে কি ভাই, এখন আমি বুঝিতেছি আমি ভাল কাজ করি নাই। এমন কি এখানে আর একদণ্ড থাকিতে ইচ্ছা নাই। এই অলঙ্কার যেন কণ্টক বোধ হইতেছে! তোমাকে বলি নাই আমার এক বৈমাত্রেয় দাদা ছিলেন। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে দেখিতেন—যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তিনি নিজে পরগৃহবাসী—অসহায়—আমরা শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হই। সুতরাং আমি পৃথক আর একজন বন্ধুর বাড়ীতে থাকিতাম। কালের তাহাও সহিল না। সেই জননী তুল্য দয়াবতী রমণী অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন। আমি অনাথিনী—পথের কাঙালিনী হইলাম। দুই বৎসর দাদার সহিত সাক্ষাৎ নাই—তাঁহার কোন সংবাদ নাই। তিনি জীবিত আছেন কি না, তাহাও জানি না। তিনি আমাকে এরূপে পরিত্যাগ না করিলে, আমার এ দশা ঘটিত না।"

কৌতুক প্রফুল্ল নেত্রে স্পন্দিত হৃদয়ে জীবনতারা জিজ্ঞাসিলেন "তোমার দাদার নাম ?"

"প্রতাপ !"

জীবনতারা স্তম্ভিত। তাঁহার বিশাল নয়ন যুগল হইতে নীরবে অবিরল ধারে অশ্রুবারি বহিতে লাগিল।

সরলা চমকিত হইয়া কাতর ভাবে কহিল "একি, দিদি, তুমি কাঁদিতেছ ? চুপ কর। আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি ?"

জীবনতারা নেত্রবারি মুছিয়া সরলাকে বক্ষে ধরিয়া আদরে তাহার অধর চুম্বিয়া বলিল—

"সরলা ! তুমি আমার মনে কষ্ট দাও নাই। তোমার দাদাই আমাকে কাঙালিনী—আমাকে চিরদুঃখিনী করিয়াছেন ! তোমার দাদার প্রেমানুরাগিনী হইয়া আজ আমি প্রেমের ভিখারিণী !"

সরলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিল "তবে কি তুমি দাদার সংবাদ জান ?"

"না সরলে ! তা জানিলে এ দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন ?" জীবনতারা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সরলাকে বলিলেন। কতক্ষণ দুজনে বসিয়া কাঁদিয়া, আকুল।

"কিন্তু দিদি !" সরলা কতক্ষণ পরে পুনর্ব্বার বলিল "এখান হইতে পালাইতে পারিলে তুমি কোথা যাবে ?"

জীবন। ভগিনি ! জগতে আমার স্থান নাই। কোথা যাব জানি না। সন্ন্যাসিনী বেশে তোমার দাদার অন্বেষণ করিব।

সরলা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, দু এক দিনের মধ্যে অবশ্যই আমি তোমার পলাইবার উপায় করিব।

দুইদিন সরলা কোন উপায় করিতে পারিল না। তৃতীয় দিবস সরলা রাত্রি দুই প্রহরের সময় জীবনতারার ঘরে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিল "ভগিনি! উঠ, আর বিলম্ব করিও না। যে ঔষধে বিপিন তোমাকে অজ্ঞান করিয়াছিল, সেই ঔষধে আজ আমি দরওয়ানকে অজ্ঞান করিয়া এই দেখ চাবি আনিয়াছি।"

জীবনতারা সরলাকে বক্ষে ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল "তুমি যথার্থই আমার পরম হিতৈষিনী ভগিনী।"

জীবনতারা বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া সরলা গম্ভীর ভাবে বলিল "এ বেশে গেলে হবে না। স্ত্রীলোকের—বিশেষতঃ যুবতীর পদে পদে বিপদ। বিপিনের পোষাক আনিয়াছি শীঘ্র পর।"

জীবনতারা সেই সরলা বালিকার চতুরতাদর্শনে মোহিত হইয়া পুরুষের পরিচ্ছদ পরিলেন। নির্ব্বিঘ্নে উদ্যানের ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বহির্গত হইবেন, এমন সময় একখানি গাড়ি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। বিপিন গাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া "একি পাপীয়সি! পলায়ন করিতেছ!" বলিয়া জীবনতারার হাত ধরিয়া উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল। সরলা ভয়ে থর থর করিয়া শারদ-লতিকার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। জীবনতারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

"মরি! মরি! পুরুষের পরিচ্ছদে তোমার কি রূপ খুলিয়াছে! কিন্তু ধনি—

"যা ভাবিয়া বসন দিয়া হৃদয় করেছ আচ্ছন্ন।
তবু দেখা যায় যে মরি ভৃগুমণির পদচিহ্ন!"

গান করিয়া বিপিন পুনর্ব্বার হাসিয়া বলিল "কই পীনপয়োধর যুগলের মধুর ভঙ্গিমা গোপন করিতে পার নাই। নাসিকায় মুক্তাফলটী যে এখনো ঝলমল করিতেছে!"

বস্তুত তাড়াতাড়িতে জীবনতারা নোলকটী খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

জীবনতারা রোদন করিতে করিতে বলিল "আমার দোষ—সরলা নিরপরাধী, উহাকে কিছু বলিও না। তোমার পায় পড়িতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

"সুন্দরি! আমি তোমায় ছাড়িব! কি সুখের কথা বলিলে! কেশরী হরিণী পাইলে—অয়ি হরিণনয়নে!—কখনও ছাড়িয়া দেয়?"

বলিয়া বিপিন বলপূর্ব্বক জীবনতারাকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গোলমালে চাকরদেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারাও আসিয়া জীবনতারাকে ধরিল। গাড়োয়ান গাড়ীর উপর বসিয়া নীরবে তামাসা দেখিতে লাগিল। জীবনতারার রোদনে দিঙ্মণ্ডল আকুল হইল।

এমন সময়ে এক উন্মত্ত প্রায় যুবা পুরুষ দশজন ভৃত্যসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিল "পামর! এখনি এই কামিনীকে ছাড়িয়া দে!" বলিয়া বিপিনের বক্ষে পাদুকাসহিত সবলে পদাঘাত করিল। বিপিন ভূতলে পতিত হইল। চাকরেরা ভীত হইয়া জীবনতারাকে ছাড়িয়া দিল।

"সেই সন্ন্যাসী! সেই সন্ন্যাসী! ভ্রাতঃ! আমাকে রক্ষা

কর বলিয়া জীবনতারা নবাগত যুবকের কাছে ছুটিয়া গেল।

"জীবনতারা! আর তোমার ভয় নাই। যে একটী কথা কহিবে, এই তরবারি প্রহারে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব।"

বলিয়া যুবা সেই গাড়িতে জীবনতারাকে বসাইয়া কহিল "চালাও। যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।"

শকট বিদ্যুৎবেগে চলিল। বিপিন ও তাহার ভৃত্যগণ ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বঁইচীর ধনশালী জমীদার বিনয়কুমারের ভবনের একটী প্রকোষ্ঠে এক পূর্ণযৌবনা পরমাসুন্দরী কামিনী একদা একাকিনী উপবিষ্টা। আয়তহরিণনয়ন বিষাদ মেঘে ঢাকা—বদনচন্দ্র নিষ্প্রভ। বিন্দু বিন্দু অশ্রুধারা গণ্ডস্থল মুক্তাফলে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

একটী যুবা সেই গৃহে প্রবেশিয়া যুবতীর পার্শ্বে বসিয়া কাতরস্বরে বলিল "জীবনতারা! তুমি রোদন করিতেছ? জীবনতারা! তোমায় কাঁদিতে দেখিলে আমারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।"

যুবা অঞ্চলে যুবতীর নেত্রবারি মুছাইয়া দিল! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জীবনতারা বলিল "কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতেইত চক্ষের দিন যাইতেছে! আমার জন্ম কাঁদিবার জন্য!"

যুবা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল "জীবনতারা! যখন সেই অরণ্যে পর্ণকুটীরে বসিয়া আমার দুঃখের কথা বর্ণন করি, আমি কে, তোমাকে বলি নাই। তোমাকে দস্যুরা ধরিয়া লইয়া গেলে, আমি রক্ষা করিতে পারিলাম না। বিষম আঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়ি। চৈতন্য হইলে অতি কষ্টে কুটীরে গিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। সেই অরণ্য সেই পর্ণকুটীর—জীবনতারা! প্রভাতে শূন্যবোধ হইল! শারদশশী দুরন্ত রাহু গ্রাস করিয়াছে! যোগযাগ সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। পুনর্ব্বার দেশে ফিরিয়া আসিলাম। অল্পদিন পরেই পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। সংসারের সমস্ত ভার আমার উপর পড়িল। কিন্তু জীবনতারা! একদিনের জন্যও তোমাকে বিস্মৃত হই নাই! তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে প্রেম প্রতিমা রূপে দিনযামিনী সমভাবে বিরাজিত! গোপনে কেবল তোমার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। কিছুতেই আমি ভগ্নোদ্যম হই নাই। দস্যুরা এক পরমাসুন্দরী পূর্ণযৌবনা রমণীকে লইয়া নৌকায় উঠিল; প্রবল ঝড়ে নৌকা আরোহী সহিত গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইল; এক মৃতপ্রায় রমণীকে পরদিন প্রত্যুষে ত্রিবেণীর দেবী বাবু আপনার বাটীতে লইয়া গিয়া বাঁচাইলেন—জীবনতারা! একে একে সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার হইয়া আসিল,—সেই রমণী জীবনতারা! এ সংবাদ পাইবার পরেই শুনিলাম জীবনতারা দেবীবাবুর বাটী হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। তোমার সঙ্গে দেখা হইল না। আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। বিপিনের চরিত্র সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহাতে তাহারই উপর সন্দেহ হয়। কিন্তু

এতদিন কোন প্রকারে সন্ধান পাই নাই। ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগামী হইয়া বর্দ্ধমানে প্রাণের জীবনতারাকে পুনর্ব্বার পামর বিপিনের হস্ত হইতে রক্ষাকরিলাম।”

জীবনতারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, নয়নকমল উন্মীলন করিয়া বিষাদপূর্ণ দৃষ্টীতে চাহিয়া বলিল “বিনয়! যদি আমার ভালবাসিবার প্রণয় দেখাবার অধিকার থাকিত; ভালবাসা পুড়িয়া যদ্যপি একেবারে ভস্ম হইয়া না যাইত, আমি তোমার জন্য প্রতাপকেও ভুলিবার চেষ্টা করিতাম। বিনয়! আমার প্রাণ পাষাণের ন্যায় কঠিন, তাই জীবিত আছি। তুমি অবগত নহ কি জ্বলন্তবিষে আমার অন্তঃকরণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। আমার জীবন ভয়ঙ্কর শ্মশান! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমার কাছে প্রেমের কথা তুলিও না। বিনয়! তুমি আমার বিস্তর উপকার করিয়াছ; আমার জন্য অনেক কষ্ট পাইয়াছ। ভালবাসা থাকিলে, প্রাণাধিক প্রতাপকেও ভুলিয়া তোমায় ভালবাসিতাম।”

জীবনতারার নয়নতারায় জলধারা বহিতে লাগিল। বাক্য জড়িত হইয়া আসিল। বিনয়! পুনর্ব্বার নয়ন মুছাইয়া দিয়া বলিল “জীবনতারা ক্ষান্ত হও, রোদন করিও না। এখনো তুমি সুখী হবে, আমি তোমাকে সুখী করিব। তোমায় সুখী করা আজ অবধি আমার জীবনের ব্রত; সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী হইয়া তুমি জগতের সুখবিধান করিবে।”

“বিনয়!” জীবনতারা সজলনয়নে কাতরভাবে উত্তর করিল এ জীবনে আর আমি সুখী হব না। তবে তোমার ন্যায় পরম সুহৃদের মনে যে ক্লেশ দিতে হইল, ইহাই দুঃখের বিষয়।

বিনয়! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী। ভগিনীর ন্যায় আমি তোমাকে ভালবাসিব; অসুখ হইলে সেবা করিব। অন্য ভালবাসা আমার কাছে চাইও না।”

বিনয়। জীবনতারা! মনের বাসনা সত্যই কি মনে থাকিবে? জীবনআকাশ জীবনতারাময় হইয়া কি অনন্ত তিমিরে পরিণত হইবে? জীবনতারাকে হারাইয়া কোন্ প্রাণে জীবিত থাকিব? প্রাণাধিকে! আবার শ্মশানে বসিয়া বিষ ভক্ষণ করিতে কার সাধ? এ ঐশ্বর্য্য, এ সম্পদে প্রয়োজন কি? সুখ কি?”

জীবন। তোমার কষ্ট, বিনয়, আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি রাক্ষসী—কালসাপিনী, আমাকে তুমি কি জন্য ভালবাসিলে?

বিনয়। জীবন! এ বয়সে জীবনে এত বৈরাগ্য কেন? তোমার ক্লেশের ত শেষ হইয়াছে? কাল যামিনী প্রভাত হইয়াছে! আনন্দময় প্রভাকর সুবর্ণকিরণে হৃদয়পদ্ম বিকসিত করিয়া উদিত হইয়াছে!

বলিয়া পরম আদরে যুবতীর চিবুক ধরিয়া বিনয়কুমার সতৃষ্ণভাবে সেই পূর্ণসুধাকর বদন পানে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া জীবনতারা বলিল “বিনয়! তুমি আমাকে একটী বৎসর সময় দাও; ইহার মধ্যে যদ্যপি প্রতাপকে না পাই, আমি তোমার। তখন তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিলে আমি অস্বীকৃত হব না। এই শুষ্ক-কুসুমে কি আনন্দ পাইবে জানি না। যাহা হউক এখন আর

আমাকে কিছু বলিও না; আমার মন যার পর নাই অস্থির হইয়াছে।”

“প্রাণাধিকে!” বিনয় প্রেমাদরে প্রেমময়ীকে বক্ষে ধরিয়া বলিল “এক বৎসর তবে আমাকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে? প্রাণময়ি! তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু দেখ যেন আমাকে ভুলে যেও না। তোমার মুখশশী ধ্যান করিয়া আমি এক বৎসর যাপন করিব।”

জীবনতারা উত্তর করিল “সে চিন্তা করিও না। জীবন তারা কিছুই বিস্মৃত হয় না।”

বিনয় জিজ্ঞাসিলেন “তুমি এক বৎসর কোথা থাকিবে মানস করিয়াছ?”

জীবনতারা বলিলেন “প্রাণাধিক প্রতাপের অনুসন্ধান করিব। আমার অনুসন্ধান করিয়া তুমি আমাকে পাইয়াছ. দেখিব আমারও চেষ্টা সফল হয় কি না।”

বিনয় পুনর্ব্বার জীবনতারাকে হৃদয়ে ধরিয়া আদরে বিম্বাধর চুম্বন করিয়া বলিলেন “তবে মনে রেখ!”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জীবনতারা বর্দ্ধমানের উদ্যানবাটী হইতে প্রস্থান করিলে সরলার অন্তঃকরণ একান্ত অস্থির ও কাতর হইয়া উঠিল। এখন তাহার জ্ঞানোদয়—এখন তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। প্রেম তাহার বিষতুল্য বোধ হইয়াছে। সুযোগক্রমে একদা

রজনীতে সরলা তথা হইতে পলায়ন করিল। নরাধম বিপিন তাহাকে কপট ভালবাসায় আর ভুলাইতে পারিল না। সে মনের আনন্দে নূতন আনন্দের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

মৃজাপুর পাহাড়ের এক অরণ্যে একটী নির্ঝরিণীর নিকট একটী যোগীর পর্ণকুটীর। চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বন ফুল লতিকায় সুশোভিত। নির্ঝরে মৃদুমধুর ঝর ঝর নিনাদে সলিল ঝরিতেছে। শান্তি যেন যোগাশ্রমে বিরাজমান। যোগী নির্ঝর পার্শ্বে বসিয়া প্রকৃতির ললিত সঙ্গীত শুনিতেছেন। পার্শ্বে একটী হরিণ শিশু।

যোগী বলিলেই বিভূতিভূষিত দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজিশোভিত জটা-জূটধারী প্রাচীন লোক মনে পড়ে। কিন্তু আমাদের এ নবীন যোগী—তাঁহাকে বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনো শ্মশ্রুরাজির রেখা মাত্র ও নাই! বালক। এ নবীনবয়সে মাতৃ স্নেহ ছাড়িয়া কি জন্য তুমি এই অরণ্যবাসী হইয়াছ? এ বয়সে তোমার হৃদয়ে এমন কি ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল যে সংসারে একেবারে তোমার বৈরাগ্য জন্মে?

যোগী বসিয়া আছেন। বনবিহঙ্গ সকল মধুর তানে গান করিতেছে। ময়ূর ময়ূরী প্রকৃতির রমণীয় শোভা ও শৈল শ্রেণীর অভিনব নীলকান্তি সন্দর্শনে নবজলধর ভ্রমে মোহিত হইয়া পুচ্ছগুচ্ছ বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এমন সময় এক সন্ন্যাসী—ক্ষীণ দুর্ব্বল ও কৃশ—মৃতপ্রায় হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর কথা কহিবার শক্তি নাই—শরীর অবসন্ন। দুরন্ত বসন্ত রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে—

সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। সন্ন্যাসী বসিতে পারিলেন না। সেই নবদূর্ব্বাদল শোভিত ভূতলে শয়ন করিলেন।

যোগী নবাগত সন্ন্যাসীর এই দুরবস্থাদর্শনে একান্ত কাতর-হইলেন। অতি যত্নে ধীরে ধীরে সেই রোগীর মুখে ও নয়নে নির্ঝরনিস্থত সুশীতলবারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া সন্ন্যাসী ধীরে মৃদুস্বরে বলিলেন "আঃ তুমি আমায় বাঁচাইলে।"

সন্ধ্যা আগত হইলে যোগী সন্ন্যাসীকে আপনার পর্ণকুটীরে লইয়া গেলেন। বসন্ত ভয়ানক সংক্রামক পীড়া, কিন্তু যোগীর কিছুতেই ভয় নাই। সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিনযামিনী সন্ন্যাসীর শুশ্রূষায় আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। যোগীর যত্ন ও স্নেহে সন্ন্যাসী মোহিত হইলেন। যখনি তাঁহার চৈতন্য হয় তখনই দেখেন সেই কৃষ্ণকান্তি নবীন যোগী ভাগ্য-দেবতার ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া।

দুই মাস যারপর নাই ক্লেশ পাইয়া যোগীর যত্নে সন্ন্যাসী ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলেন। যোগীর আনন্দের পরি-সীমা রহিল না।

সন্ন্যাসী প্রাণ পাইলেন সত্য, কিন্তু তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল চলৎশক্তিহীন। বসন্ত দেহ একেবারে ভগ্ন করিয়া দিয়াছে। তিনি মাস তাঁহার সেই বিন্ধ্যাচল কুটীরে অতিবাহিত হইল—তথাপি পূর্ব্ব বল পাইলেন না। যোগীর যত্নের সেবার—বিরাম নাই। জীবের সেবাতেই যেন তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বসন্তের চিহ্ন সকল যাহাতে বিলীন হয়, তজ্জন্য তিনি প্রত্যহ কত বন ফল ফুলের রস সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে লেপন

করিয়া নির্ঝরে বসাইয়া স্নান করান! কত সুস্বাদু ফল মূল আনিয়া দেন। যোগীর যত্নও সফল হইল, ক্রমে ক্রমে ভয়ঙ্কর চিহ্ন সকল লুপ্ত হইল।

ক্রমে সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। সেই পর্ণ-কুটীরে প্রায় চারি মাস গত হইল। তিনি দেখিলেন যোগী সুখী নহেন। সর্ব্বদাই যেন চিন্তাকুল—সর্ব্বদাই যেন বিষাদ মেঘে কালমুখশশী ঢাকা। চিত্ত যেন সর্ব্বদাই উদাস। যোগী যেন সর্ব্বদাই, সশঙ্কিত, সর্ব্বদাই চমকিত। অথচ প্রকৃতির সেই এক ধীর শান্ত ভাব।

যোগীর এইরূপ ভাব দর্শনে সন্ন্যাসীর হৃদয়ে যুগপৎ কেমন একটা সন্দেহ ও একান্ত ক্ষোভ উপস্থিত হইল। তাহার মলিন মুখখানি দেখিলে তাঁহার হৃদয় যেন কাঁদিয়া উঠিত। কি কারণে সেই বালকের অন্তঃকরণ নিরন্তর অসুখ মেঘে ঢাকা তাহার কোন মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। অথচ পাছে তাঁহার মনে ব্যথা লাগে এই ভয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন না। এ বালক কে? কি জন্য এ বয়সে সংসারত্যাগী—নিবিষ্ট-চিত্তে একাকী বসিয়া কতদিন চিন্তা করিয়াছেন; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। দিন দিন চিত্তের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! এ বয়সে যে কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া বালক বনবাসী হইয়াছে, তাহাও বিশ্বাস হয় না। কৌশলে কোন দিন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে যোগী অমনি অন্য বিষয়ের উত্থাপন করেন।

যোগীর আর একটী বিচিত্র আচরণ দেখিয়া সন্ন্যাসী বিস্মিত হন। যোগী ভ্রমেও তাঁহার সঙ্গে এক কুটীরে শয়ন করিবে না,

তাঁহার সাক্ষাতে গাত্রের বস্ত্র উন্মোচন বা স্নান করিবে না। যখন তিনি পীড়িত, যোগী তখন দিবারাত্র তাঁহার পাশে বসিয়া থাকিতেন—এখনো যত্নের সেবার ত্রুটী নাই ; কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করিতে যেন একান্ত পরাঙ্মুখ—সর্ব্বদাই দূরে দূরে থাকেন।

সন্ন্যাসী সেই সেবা শুশ্রূষা যত্ন স্নেহ—কিছুই বিস্মৃত হন নাই। যোগীর যত্নেই তিনি জীবন পাইয়াছেন! সন্ন্যাসী যে চির কৃতজ্ঞতা জালে বদ্ধ থাকিবেন, তাঁহার অসুখে অসুখী হইবেন, বিচিত্র কি ?

ক্রমে সন্ন্যাসীর অসহ্য হইয়া উঠিল—তিনি সেই পরম সুহৃদের যন্ত্রণা দেখিতে পারিলেন না। একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই, তোমাকে আমি সর্ব্বদা চিন্তাকুল, সর্ব্বদা অসুখী দেখি, ইহার কারণ কি বল ? তুমি জান না, তোমার এই মনোকষ্ট দর্শনে আমিও কি মনোকষ্টে আছি। তুমি আমাকে প্রাণদান করিয়াছ—তোমার যত্ন স্নেহ কখন ভুলিব না,—তুমি আমার পরম বন্ধু, কনিষ্ঠ সহোদর. আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমাকে অসুখের কারণ বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না। বন্ধুজনকে মনের দুঃখ বলিলে ক্লেশের অনেক লাঘব হয়।

এখানে বলা আবশ্যক সন্ন্যাসী ও নবীন যুবা। তাঁহার বয়ঃক্রম ২৮ বৎসরের অধিক হইবে না। সন্ন্যাসীর এই কাতর বাক্য শুনিয়া যোগী নীরবে রহিলেন। তাঁহার বিশাল নয়ন যুগল জলভারাক্রান্ত ও হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইল।

সন্ন্যাসী ব্যাকুল হইয়া কহিলেন "ভাই, রোদন করিতেছ ? এ কি ? বল, বল, তোমার ঐ নীরব হৃদয়ে অকস্মাৎ এমন কি

ব্যথা দিলাম! ভাই, তোমার স্নেহে আমার হৃদয় তোমার সুখ দুঃখে গাঁথা হইয়াছে!”

যোগী বিনয় বাক্যে বলিলেন “ভাই, আমি নিতান্ত অসুখী—আমার দুঃখের পার নাই। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আমার দুঃখের কথা জগতে কেহ জানিবে না। মনে মনে কেবল মনের আগুণ, যতদিন জীবিত থাকিব, জ্বলিবে।”

অবিরল ধারে যোগীর আয়ত নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর নয়নে জল আসিল। তিনি সেই বালককে স্নেহভরে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন। একি! উভয়েই এককালে চমকিত—উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন! যোগী লজ্জাবতী লতিকার ন্যায় সঙ্কুচিত—ম্রিয়মাণ হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া উদাসনেত্রে সেই বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল উভয়েই নীরব।

যোগী বালক নহে—নব যুবতী কামিনী!—কেন না পুরুষের অঙ্গস্পর্শে সঙ্কুচিত হইবে? দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল—হৃদয় আকাশে প্রীতিচন্দ্র সমুদিত। তিনি আদরে ধীরে ধীরে কামিনীর করকমল স্বকরে গ্রহণ করিয়া কহিলেন—“আজ আমার পরম সুখের দিন, প্রাণাধিকে! রোদন করিও না! পূর্ব্বেই তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলাম—তুমি যে হও, জানিতে চাহি না—তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী! তুমি আমার স্ত্রী! ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে বিবাহ ও গ্রহণ করিলাম! অশ্রুসংবরণ কর।”

বলিয়া সন্ন্যাসী যুবতীকে প্রেমভরে পুনর্ব্বার হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন, বারবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন। মনের বেগে

যুবতী পাগলিনী। কতক্ষণ পরে চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া বলিল "আর কি আমি কখনও সুখী হব! এ স্বপ্ন কি সফল হবে? আমি তোমাকে ভালবাসি—ভাবি নাই কখনও তোমাকে পাব! তুমি রুগ্ন শয্যায় শায়িত—পাশে বসিয়া আমি দিন যামিনী তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিতাম; কত আশা, কত ভালবাসা হৃদয়ে ইন্দ্রধনুর ন্যায় উদিত হইত! একাকিনী বসিয়া কত ভাবিতাম! তুমি আরোগ্য লাভ করিবে—একবারও ভাবি নাই। তুমি জ্ঞানশূন্য—অচেতন, পাশে বসিয়া কত কাঁদিতাম—তোমার জীবনের জন্য জগদীশ্বরের নিকট কত প্রার্থনা করিতাম! আজ সত্যই আমাদের সুখের দিবস!"

সন্ন্যাসী সেই শ্যামাঙ্গী ললনাকে হৃদয়ে ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন "আর বিলাপ কেন? তোমার কাল রূপ আমার হৃদয় আলো করিয়াছে! ছদ্মবেশ পরিত্যাগ কর। সুখী হবে না কেন? আমি তোমায় সুখী করিব। প্রাণাধিকে! কেমন করিয়া এ নবীন বয়সে বনবাসী হলে বল?"

শ্যামাঙ্গী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর করিল "সময়ে সব বলিব—তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ আমি তোমার স্ত্রী—দেখ, যেন চরমে মর্ম্মবেদনায় দগ্ধ হইতে হয় না! এই নবীন বয়সে বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছি। আমি অতি হতভাগিনী—আমি কলুষিতা!"

যুবতীর চক্ষে পুনর্ব্বার জল আসিল। সন্ন্যাসী কাতর ভাবে চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া প্রেমপূর্ণ বাক্যে কহিলেন "প্রাণাধিকে! ভয় কেন, অঙ্গীকার পালনে জীবন থাকিতে পরাঙ্মুখ হইব না—তুমি আমার স্ত্রী। কে বলিল তুমি কলুষিতা? দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে, যবনের পদতলে—নরেন্দ্রের মস্তকে, প্রাণেশ্বরি! রত্ন

যে অবস্থায় যেখানে থাকুক না কেন, তাহার কি মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি আছে? শরতের পূর্ণশশধর অকলঙ্ক নয়—তথাপি তাহার গৌরবে জগৎ আলোকিত!"

যুবতী পুরুষের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ভুবনমোহিনী সাজে সাজিয়া সন্ন্যাসীর বামে উপবেশন করিল। তপোবন প্রেমোৎসবে আমোদিত। বিহঙ্গগণ প্রেমসঙ্গীত আরম্ভ করিল; নর্ত্তক নর্ত্তকীরূপে ময়ূর ময়ূরী নাচিতে লাগিল্। উভয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া পরিণীত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানুষের খেয়ালের কথা বলা যায় না। সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আগ্রানগরে প্রতাপ একটী সামান্য বাটী ভাড়া লইয়া দীনভাবে বাস করিতেছেন। থাকিতে থাকিতে রাজকর্ম্মচারী কয়েকটী বঙ্গবাসীর সঙ্গে তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মিল। তিনি তাহাদের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কালাতিপাত করেন। প্রত্যহ দরিদ্রদিগের দুরবস্থা ও মুসলমানদের অত্যাচার দর্শনে তাঁহার হৃদয় কাতর হইয়া উঠিল। সেই প্রবাসী বঙ্গবাসিগণ প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও সুখ্যাতির ভাজন নয়। গৃহে সমভাবে অন্নাভাব। ইতিমধ্যে সম্রাট এক নিয়ম জারি করিলেন—প্রত্যেক বিধর্ম্মী কর্ম্মচারিকে প্রতিমাসে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে কর দিতে হইবে!

বিজয়কুমার নামে একটী যুবকের সহিত প্রতাপের অকৃত্রিম

সৌহৃদ্যতা। একদিবস সন্ধ্যাকালে প্রতাপ বিজয়ের বাটী গিয়া দেখিলেন বিজয় নিতান্ত অধীর হইয়া একটী ঘরে বসিয়া রোদন করিতেছে। বন্ধুকে শোকাভিভূত দেখিয়া প্রতাপ জিজ্ঞাসিলেন "সখে! তোমার এ মনোদুঃখের কারণ কি বল?"

বিজয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "ভাই দুঃখের কথা কি জন্য জিজ্ঞাসিতেছ। আজ আমার বেতন বৃদ্ধির কথা বলায় আলিখাঁ উত্তর দিল—অথবা এ লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা শুনিয়া কাজ নাই। প্রাণের ভিতর কি করিতেছে, বলিতে পারি না। এক একবার ইচ্ছা হইতেছে, এ জীবনে কাজ নাই, আবার প্রমদার প্রেমপ্রফুল্ল মুখকমল মনে পড়িলে—সমস্ত ভুলিয়া যাই। অনুপায় হইয়া ভগ্নচিত্তে তাই আজ স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন করিতেছি!"

বন্ধুর দুঃখে প্রতাপ যার পর নাই দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন "ভাই, আলিখাঁ কি বলিয়াছে বল।"

বিজয় উত্তর করিল "ভাই, সে লজ্জার কথা শুনিয়া কি করিবে? পামর বলিল, "আমি শুনিয়াছি তোমার স্ত্রী পরম সুন্দরী—নবীনাযুবতী—যদি তুমি তাহাকে একরাত্রি আমার কাছে আনিয়া দাও, আমি তোমারে একশত টাকা বেতন করিয়া দিব!" পামরের কথায় ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল, চক্ষুদিয়া জল পড়িল—আমি বাক্‌শক্তিহীন হইয়া পড়িলাম। ভাই! যবনের এ অত্যাচার কতদিন সহ্য করিতে হইবে? ভারতের এ দুঃখরজনী কি প্রভাত হইবে না!"

প্রতাপ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিলেন। এমন সময় প্রমদা সেই গৃহে আসিল। প্রমদা বিজয়ের স্ত্রী—নবযুবতী, পরম রূপবতী। প্রমদা প্রতাপকে দাদা দাদা বলিয়া ডাকিত।

"দাদা, এসেছ, বেশ হয়েছে।" প্রমদা প্রতাপকে দেখিয়া বলিল। 'আজ বাড়ী আসিয়া অবধি কেমন মন ভার করিয়া আছেন, আমাকে নিকটে আসিতে দিতেছেন না। কি হয়েছে, দাদা, তুমি জিজ্ঞাসা কর।"

প্রতাপ উত্তর করিলেন "ভগিনি! কিছুই হয় নাই, বিজয়ের সকল কাজেই ছেলে মানুষী, জানত। তুমি বিজয়ের কাছে ব'স, সব ভাল হয়ে যাবে।"

প্রমদা বিজয়ের কাছে বসিয়া প্রতাপের মুখপানে চাহিয়া রহিল। যুবতীর মনে যেন সুখ নাই—চক্ষুদুটী ছল ছল। করিতেছে। অবশ্যই কিছু দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—এ বিপদে উদ্ধার করিতে প্রতাপই যেন একমাত্র ভরসা!

"একি ভগিনি!" প্রতাপ প্রমদার নয়ন দুটী জলপূ দেখিয়া বলিল "তুমি ও কি কাঁদিতে বসিলে? চুপ কর কাঁদিও না। স্ত্রীলোকের রোদন আমার অসহ্য। প্রতিজ্ঞ করিলাম যে দুরাত্মা তোমার বিজয়ের মনে কষ্ট দিয়াছে, তি দিনের মধ্যে তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিব।"

বিজয় বিস্মিত হইয়া প্রতাপের পানে চাহিল, অসুখের স অধরে একটু হাসিও আসিল, বলিল "প্রতাপ! তুমি পা নাকি?"

প্রতাপ। পাগল কি, কি টের পাবে।

বিজয়। প্রতাপ! তুমি পরিহাস পরিত্যাগ কর। আ দের কি শক্তি সেই প্রবল প্রতাপ যবনকে শাস্তি, দিব, বল।

প্রমদা। দাদা আমার সঙ্গে পরিহাস করিবেন কে অবশ্যই কোন উপায় করিবেন।

প্রতাপ। ভগিনি! তুমি যথার্থ কথা বলিয়াছ। এমন প্রতিজ্ঞা আমি করি না, যাহা পূর্ণ করিতে পারিব না।

প্রতাপ বাসায় আসিয়া দুরাত্মা আলিখাঁকে কি দণ্ড দিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময় বহির্দ্দেশে একটা গোল উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে প্রাণপ্রমদা পরিবালা পূর্ণিমার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল।

পরিবালাকে দেখিয়া পরমানন্দে প্রেমভরে তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া, বদনচুম্বিয়া প্রতাপ জিজ্ঞাসিলেন "প্রাণেশ্বরি! এতদিনে কি প্রতাপকে মনে পড়েছে?"

মধুর হাসিয়া প্রেমপ্রফুল্ল বদনে সুললিত স্বরে দানবনন্দিনী উত্তর করিল "কখন্ তোমাকে ভুলিয়াছিলাম? দৈত্যকুলে জন্মিয়া, মানুষের প্রেমে মজিয়া—পরিবালা মানুষী হইয়াছে। কিন্তু প্রিয়তম! আজ তোমাকে চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন? আবার কি তোমার জীবনতারাকে মনে পড়েছে?"

প্রতাপ বিষাদিত স্বরে বলিল "কুরঙ্গনয়নি! জীবনতারাকে মনে পড়ে নাই—অথবা কবেই তাহাকে ভুলিতে পারিয়াছি? আজ মনে অন্য একটি চিন্তা উপস্থিত। নরাধম যবন আলি-খাঁকে দণ্ড দিতে হবে—কি দণ্ড দিব তাই ভাবিতেছি।"

প্রেমপূর্ণ নয়নে প্রতাপের পানে চাহিয়া পরিবালা বলিল "ইচ্ছা করিলেই সেই দুরন্ত যবনকে তোমার বন্ধুর পায়ে ধরাইতে পার!—প্রাণাধিক! আজ আসিবার সময় দেখিলাম নগরের বাহিরে পথের ধারে একটা পরম সুন্দর যুবা অনাহারে পথশ্রমে মৃতপ্রায় পতিত রহিয়াছে। দুই তিন বার ডাকিলাম যুবা কথা কহিতে পারিল না। আমার বড় দুঃখ হইল, আমি সেই যুবাকে

এখানে আনিয়াছি। এখন আর কোন ভয় নাই, ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, শীঘ্রই অসুখ সারিয়া যাইবে।"

"প্রিয়ে!" প্রমদাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রতাপ বলিলেন "অধম মানুষের উপর তোমার দয়ার শেষ নাই। চল, যুবা কেমন আছে দেখিয়া আসি।"

পরি। প্রাণাধিক! তোমার জন্যই আমি মানুষকে ভাল বাসি। যুবকের জন্য তোমার চিন্তা নাই; রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিশেষতঃ যুবা নিদ্রিত, এখন গিয়া কাজ নাই। প্রভাতে দেখা করিও। এখন আলিখাঁকে কি দণ্ড দিবে স্থির করিলে?

প্রতাপ। মনে করিয়াছি তাহার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া কপালে "পাজি" লিখিয়া দিব।

পরি। দুরন্ত যবনদের প্রাণে না মারিয়া এইরূপ নূতন নূতন শাস্তি দেওয়াই ভাল। দণ্ড যদি ভোগ না করিতে পাইল, তবে সে দণ্ডে ফল কি?

অতঃপর দুজনে কুসুমিত শয্যায় উপবেশন করিল। কি শোভা! কন্দর্প যেন রতির সহিত একাসনে বিরাজমান! প্রতাপ পরিবালার সুরভি সরস অধর চুম্বন করিয়া আদরে করে তাহার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া বলিলেন "কিরণময়ি! অনেকদিন পরে আজ তোমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমার তমোময় হৃদয়-আকাশ সহস্র সুধাংশুর সুধাময় চন্দ্রিমায় আলোকিত হইল। আনন্দনন্দন কানন দুরন্ত বিরহহিমে মলিন ও শোভাহীন হইয়াছিল, আজ তাহা বসন্ত সমাগমে মঞ্জরিত ও ফলপুষ্পে উপশোভিত! আজ সেখানে কত ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে; কত প্রেম সঙ্গীত! প্রীতিহ্রদে সরোজিনী বিকসিত; প্রেম মন্দা-

কিনী মৃদুমধুরভাবে প্রবাহিত! আনন্দময়ি! তোমায় দেখিলেই পরম আনন্দে মনপ্রাণ প্রফুল্ল হয়। ভব যন্ত্রণা কিছুই স্মরণ থাকে না। আজ আর দুঃখের কথায় কাজ নাই! এস, হৃদয়েশ্বরি! হৃদয়ে ধরিয়া আজ তোমায় প্রাণভরে আদর করি। বল, বল, তোমার সেই প্রিয় সহচরী কিন্নর কন্যার পরিণয় ব্যাপার কিরূপ উৎসবে সমাধা হইল? আমি ত তোমার বিরহে দিনযামিনী দগ্ধ হইতেছিলাম, বল, বল, তুমি সুখে ছিলে ত?"

এইরূপ আদর, সোহাগ ও প্রেমালাপে সুখের শর্ব্বরী অবসান হইল। প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া প্রতাপ কহিলেন "জীবনময়ি! চল সেই যুবাকে দেখিয়া আসি।"

হাত ধরাধরি করিয়া মৃদুগমনে দুজনে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রোগী এখনো নিদ্রিত। একটী পরিচারিকা পার্শ্বে বসিয়া।

পরিবালা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন "রজনীতে রোগী কিরূপ ছিলেন?"

পরিচারিকা বলিল "একবার অনেকটা উপদ্রব করিয়াছিলেন। বলপূর্ব্বক উঠিতে চান, কত কি প্রলাপ বকেন। দুই প্রহরের পর অবধি এইরূপ অকাতরে ঘুমাইতেছেন।"

প্রতাপের পানে চাহিয়া ঈষদ হাসিয়া পরিবালা কহিল "প্রাণের আশঙ্কা কাটিয়া গিয়াছে। এই নিদ্রা ভাঙ্গিলেই রোগী সম্পূর্ণ নীরোগ হইবে।"

প্রতাপ পরিবালার পশ্চাতে ছিলেন, একটু অগ্রসর হইয়া রোগীর নিকটে গেলেন। যুবার মুখমণ্ডলে দৃষ্টি পড়িবামাত্র সবিস্ময়ে চমকিয়া "আমার জীবনতারা!" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সেই কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বিদ্যুৎ প্রবাহে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। "প্রতাপ! প্রতাপ!" বলিয়া রোগী নয়ন উন্মীলন করিল। অবিরল ধারে নীরবে অজস্র অশ্রুবারি তাহার গণ্ড বহিয়া বক্ষ ভাসাইয়া প্রবাহিত হইল। আজ জীবনতারা প্রতাপকে পাইল! প্রতাপ এতদিনে সেই প্রাণের জীবনতারাকে দেখিল! দানবীপ্রেমে উন্মত্ত ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও প্রতাপ জীবনতারাকে ভুলিতে পারেন নাই—শৈশবস্মৃতির ন্যায় সেই উষারূপে জীবনতারা তাঁহার জীবনমন্দিরে সকল সময়েই উঁকি মারিত! সেই প্রেম পাগলিনী বিনোদিনী প্রবল প্রেমে মাতিয়া প্রমত্তা তরঙ্গিনীর ন্যায় প্রতাপ সিন্ধুর উদ্দেশ্যে একাকিনী পুরুষবেশে নানা দেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন! প্রতাপের জন্য জীবনতারার লাঞ্ছনা ও অপমানের একশেষ একবার ভাবিয়া দেখ! কিন্তু সেই তেজস্বিনী রমণী স্বীয় স্বাভাবিক তেজের উপর নির্ভর করিয়া প্রলোভনে পতিত হয় নাই—যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বলে নাই। অকস্মাৎ আজ এই মিলনে হৃদয় যে অভাবনীয় অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইবে তাহা বিচিত্র কি? উভয়েই নীরব—নিস্তব্ধ; উভয়েই অনিমিষ নয়নে উভয়ের পানে চাহিয়া; উভয়েরই নয়নে অদৃশ্য ভাবে জলধারা বিগলিত।

কতক্ষণ পরে প্রতাপ হৃদয়বেগ সংবরণ করিয়া জীবনতারাকে বক্ষে ধরিয়া বার বার প্রেমাদরে তাঁহার বদনকমল চুম্বন করিয়া কহিল "জীবনতারা! প্রাণাধিকে! এতদিনে কি তোমাকে পাইলাম! প্রাণময়ি! তুমি ভাল ছিলে ত? আমাকে তোমার মনে পড়িত! জীবনতারা! আমি অতি নরাধম, অতি নির্দ্দয়!

তা নাহলে এ কষ্ট কি জন্য ভোগ করিবে? আমি তোমাকে এক দিন এক ক্ষণের জন্য ও ভুলি নাই—মহামায়ায় মোহিত হইয়া তোমাকে যন্ত্রণা দিয়াছি! জীবনতারা! এখন আমি সে দরিদ্র প্রতাপ নাই। প্রাণাধিকে! প্রিয়তমে! তোমার অবস্থা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কতবার মনে করিয়াছি, তোমার কথা জিজ্ঞাসিব তোমার সন্ধান করিব—কিন্তু কেমন একটা মায়া অমনি আমাকে ভুলাইয়া ফেলিত! জীবনতারা! আনন্দবেগ হৃদয়ে ধরিতেছে না—আজ আমি যথার্থ সুখী!"

পরিবালা যে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রতাপের তাহা স্মরণ নাই—সে জ্ঞান নাই। জীবন কেবল জীবনতারাময়! জীবনতারাকেই দেখিতেছেন, জীবনতারাকেই ভাবিতেছেন—জগৎও যেন জীবনতারাময়!

এতদিন প্রবলপ্রবাহ হৃদয় গহ্বরে চালিয়া, সন্তাড়িত ও তরঙ্গিত হইয়া বিষম আবর্ত্তে ঘুরিতেছিল, আজ তাহা বাঁধা ভাঙ্গিয়া প্রমত্তভাবে ধাবিত হইল! জীবনতারা সংজ্ঞাশূন্য! সে দুর্ব্বল শরীরে এ অপরিসীম আনন্দবেগ সহিবে কেন? নয়ন পদ্ম উন্মীলিত—দৃষ্টি প্রতাপের বদনে নিবদ্ধ!

প্রতাপ ও জ্ঞানশূন্য! জীবনতারার জ্ঞানশূন্য দেহকে বক্ষে ধরিয়া কতবার আলিঙ্গন, কতবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

পরিবালা নীরবে অনিমিষনয়নে যুবক যুবতীর এই অপূর্ব্ব সম্মিলনে সুখোদয় দেখিয়া উভয়কে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ঈর্ষ্যায় হৃদয় ক্ষুব্ধ কি না, প্রকাশ নাই—আনন্দে অথচ বদনচন্দ্র হাসিতেছিল। জীবনতারাকে অচেতন দেখিয়া সত্বর শয্যা সমীপে উপস্থিত হইয়া সুললিতস্বরে কহিল "প্রতাপ! একে-

বারে উন্মত্ত হলে? জীবনতারা জীবনহীন দেখিতেছ না? শীঘ্র সুশীতল জল লইয়া আইস।"

পরিবালা অতি যত্নে অতি আদরে জীবনতারার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিচারিকা সুবাসিত সুশীতল বারি আনিয়া দিল। নয়নে বদনে সিঞ্চন করিতে করিতে জীবনতারার চৈতন্য হইল। তিনি মৃদুমধুস্বরে বলিলেন "কি সুখের স্বপ্নই ভঙ্গ করিলে!"

প্রতাপের জ্ঞানোদয় হইল। পরিবালাকে মনে পড়িল। কুণ্ঠিত হইয়া সলজ্জভাবে শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া বিষাদ পূর্ণ নয়নে পরিবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। হৃদয় ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত ও পতিত হইতে লাগিল—অথচ বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই!

জীবনতারা ক্ষীণমৃদুস্বরে বলিল "প্রতাপ! সরে এস, এইখানে ব'স; একবার তোমাকে ভাল করিয়া প্রাণভরিয়া দেখি।"

অমনি আবার দৃষ্টি পরিবালার উপর পড়িল। বলিয়া উঠিলেন "না, না এ আমার ভ্রান্তি—স্বপ্নমাত্র! তুমি ঐখানেই ব'স।"

যুবতীর মনের ভাব পরিবালার নিকট অপ্রকাশ রহিল না। তিনি মৃদুহাসিয়া অতি আদর ও স্নেহের সহিত জীবনতারার মুখচুম্বন করিয়া বীণাস্বরে কহিলেন "ভগিনি! আমি রাগ করিব না, রাগ করি নাই!"

জীবনতারার বদনচন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন বেলা দুই প্রহরের সময় গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে পথে পথে মসজিদে মন্দিরে আগ্রা নগরের সর্ব্বত্র এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল।

"কল্য বেলা দুই প্রহরের সময় নরাধম আলিখাঁর নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করা হইবে। সমস্ত নগরবাসীকে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে, সকলে উপস্থিত হইয়া কৌতুক দেখিবেন।"

এই ঘোষণাপত্রে আগ্রা যেন গভীর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইল। সকলের মুখেই এই কথা। কিন্তু কে এই ঘোষণাপত্র লিখিল, প্রচার করিল বা দ্বারে দ্বারে দিন দুই প্রহরের সময় লাগাইয়া গেল, কেহই বলিতে পারি না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কোন বাতুলের কাজ স্থির করিলেন। বস্তুত আলিখাঁর নাক কান কাটিবে এমন লোকই বা কে? কেনই বা লোকে বিশ্বাস করিবে? আলিখাঁ সম্রাটের সহকারী রাজস্ব সচিব অতি প্রিয়পাত্র। তাহার প্রতাপ ও ভয়ঙ্কর।

আলিখাঁর হস্তে ও ঘোষণাপত্র পড়িল। সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বিজয় প্রতাপের পাগলামি ভাবিলেন। অথচ সকলেই পরদিনের দুই প্রহরের পানে উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

কে এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য আলিখাঁর গুপ্তচর সকল চতুর্দ্দিকে বহির্গত হইল। সহরে

মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল। কতলোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল।

পরদিন দুই প্রহরের সময় আলিখাঁ প্রধান সচিব নবাব আবদুল হোসেনের নিকট বসিয়া রাজস্ব সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছে। চতুর্দ্দিকে প্রহরীবর্গ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া সমদগম্ভীর ভাবে বিচরণ করিতেছে। মনে একটা ভয় ও হইয়াছে, একদল সৈন্যও সেই ভবন রক্ষার্থ নিযুক্ত আছে। পক্ষিটারও প্রবেশ-করিবার সাধ্য নাই।

আবদুল হোসেন মৃদুহাসিয়া দাড়ি নাড়িয়া বলিল "এই ত বারটা বাজে বাজে হইয়াছে, তোমার কর্ণ নাসিকা ছেদনের কি হইল ?"

আলিখাঁও হাসিয়া উত্তর করিল "ও কোন্ পাগলের কাজ। আমার কর্ণ নাসিকা ছেদন করিবে, স্পর্দ্ধাও সামান্য নয় !"

আলিখাঁর বাক্যও শেষ হইল, ঘড়িতেও বারটা বাজিল। আলিখাঁর প্রাণটা কেমন চমকিয়া উঠিল। অমনি দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সভয়ে আলিখাঁ ফিরিয়া দেখিল। সর্ব্বাঙ্গ বীরভূষণেভূষিত উষ্ণীষে ময়ূরপুচ্ছ শোভিত অসিধারী এক যুবা পুরুষ নির্ভয় পদবিক্ষেপে গম্ভীর ভাবে গৃহে প্রবেশিল। উভয়েই চমকিত—বিস্মিত। যুবা গৃহে প্রবেশিয়া দুইজনকে একবার জ্বলন্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিল। মুসলমানদ্বয় বাক্‌শক্তিহীন— জড়বৎ হইয়া পড়িল। সেই দৃষ্টির কি ভয়ঙ্কর ভাব !

যুবা একবার উচ্চ হাসি হাসিল—সেই হাসিতে যেন রাশি রাশি বিদ্যুত মাখান !

"কে তুমি !" সাহসে ভর করিয়া আবদুল হোসেন জিজ্ঞাসিল।

"এখনি জানিবে!" বলিয়া যুবা তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া ধীরে ধীরে আলিখাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইল! আলিখাঁ চিত্র-পটের ন্যায় বসিয়া! চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলিত; কিন্তু দেহ পাষাণবৎ! জ্ঞান আছে, শক্তি নাই! কি ভয়ঙ্কর অবস্থা!

আবদুল হোসেন চীৎকার করিয়া ডাকিল "প্রহরি!" অমনি মুসলমান বীরপুরুষে গৃহ পূর্ণ হইল।

যুবা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অগ্নিরাশি বর্ষণ করিতে করিতে তাহাদের পানে চাহিয়া দূরসিন্ধুগর্জ্জনের ন্যায় বলিল "খবরদার!"

মুসলমান প্রহরীবর্গ একেবারে হতবুদ্ধি—জীবনশূন্য হইয়া আলেখ্যের ন্যায় তরবারি হস্তে শূন্যনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবা আলিখাঁর কানে কানে "বিজয়ের স্ত্রী তোমাকে বড় ভালবাসে, তাহাকেই উপহার দিব!" বলিয়া নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিল এবং তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা জ্বলন্ত অক্ষরে কপালে "পাজি" লিখিয়া দিল। যন্ত্রণায় আলিখাঁ ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। অবিরল ধারে ক্ষতস্থানে শোণিত প্রবাহিত হইল। কেহ নড়িল না, একটা কথা কহিল না।

যুবা যেরূপ গম্ভীর নির্ভয়ভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল সেই ভাবে অবিচলিতচিত্তে কর্ণনাসিকা লইয়া প্রস্থান করিল। অমনি মুসলমানগণ নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন-সহকারে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। যুবা ফিরিয়াও চাহিল না। গোলাগুলি অস্ত্র শস্ত্র মুষলধারায় তাহার উপর বর্ষণ হইতে লাগিল। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। দেখিতে দেখিতে যুবা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল।

এ সংবাদ গোপন থাকিবার নয়। নিমেষ মধ্যে সমস্ত

সহর তোলপাড়—সত্যই আলিখাঁর নাসা কর্ণ কাটা গিয়াছে! তিলে তাল হইয়া ক্রমে ক্রমে শুভসমাচার চৌদিকে ধাবিত হইল।

বিজয় ও প্রমদার কর্ণেও এ সংবাদ পৌছিল। প্রতাপও প্রফুল্লমুখে তথায় উপস্থিত হইয়া "ভগিনি! তোমার জন্য এক অপূর্ব্ব উপহার আনিয়াছি লও!"

বলিয়া নাসাকর্ণ প্রমদার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

প্রমদা উত্তর করিল "পাপিষ্ঠের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়াছি। দাদা! তুমি ছিলে তাই আমার মানরক্ষা ও দুর্জ্জনের দর্পচূর্ণ হইল।"

বিজয়। ভাই, কিরূপে এই অসাধ্যসাধন করিলে, বল? আমিত পরিহাস ভাবিয়াছিলাম।

প্রতাপ। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছি, ইহাই আনন্দের বিষয়, কিরূপে এ দুরুহ কাজ সমাধা করিলাম, এখন শুনিয়া কাজ নাই।

প্রমদা। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, দাদা, কখনও আমার সঙ্গে পরিহাস করিবেন না।

বিজয়। ভাই, তোমাকে, তোমার শক্তি ও সাহসকে ধন্যবাদ! তুমি কখন সামান্য মনুষ্য নহ!

আগ্রায় মহাবিপ্লব উপস্থিত। সম্রাট হইতে ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত মুসলমান দল এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যে রাজ-দ্রোহী দুরাত্মাকে ধরিয়া বা তাহার মস্তক আনিয়া দিবে, দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবে, এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চতুর গুপ্তচর সকল চতুর্দ্দিকে ফিরিতে লাগিল। হিন্দুজাতির উপর অত্যাচার দ্বিগুণ বাড়িল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে জনরব উঠিল দুরাত্মা রাজদ্রোহীরা ধৃত হইয়াছে। তাহারা আর কেহই নহে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও একজন ভৈরবী। আবার নগর তোলপাড়। সন্ন্যাসী ও ভৈরবীর ফাঁশী হইবে। কৌতুক দেখিতে সহর ভাঙ্গিয়া লোক ধাবিত হইল। ফাঁশীর সমস্ত প্রস্তুত। এক সঙ্গে সন্ন্যাসীর ও ভৈরবীর গলায় ফাঁশ লাগাইয়া টানিয়া তুলিবে, এমন সময় এক যুবা পুরুষ অস্ত্রাভরণভূষিত মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ, শাণিত তরবারি হস্তে গম্ভীর নির্ভয়ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া ভীমস্বরে কহিল "খবরদার!"

যুবকের সেই দৃষ্টি সেই ভাব সমাগত ব্যক্তিগণকে একেবারে স্তম্ভিত করিল। সম্রাট প্রভৃতি বিস্তর উজীর ওমরা স্বয়ং আলিখাঁ অবধি ফাঁশী দেখিতে আসিয়াছিল, সকলেই চমকিত—জড়বৎ! যুবাসন্ন্যাসী ও ভৈরবীর বন্ধন ছেদন করিয়া কহিলেন "এস।"

সন্ন্যাসী ও ভৈরবী সবিস্ময়ে যুগপৎ বলিয়া উঠিল "প্রতাপ! "দাদা!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জীবনতারা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। বর্ষার সলিলে ধৌত হইয়া শারদচন্দ্র পরম লাবণ্যে উদয় হইল! শীতান্তে বসন্তাগমে প্রকৃতি যেন নব পরিচ্ছদে অলঙ্কৃত হইলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া জীবনতারার আনন্দের সীমা রহিল না। জীবনতারার মুখে নরেন্দ্র সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে প্রতারিত করেন নাই।

নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল "ভাই, কিছু মনে করিও না। পিতার মুখে শুনিয়া তোমাকে অপরাধীই স্থির করিয়াছিলাম। ঘটনাবলী ও তোমাকে দোষী করিল। যাহাহউক, ভাই, আমাকে ক্ষমা করিও। দুইবার তুমি আমার প্রাণদান করিলে, তোমার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।"

"নরেন্দ্র!" প্রতাপ গম্ভীরভাবে বলিলেন "তুমি আমার সহোদর তুল্য, তোমার উপর আমি রাগ করিব? পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অবধি আমার অন্তঃকরণ কিরূপ ব্যথিত হইয়াছে, তোমাকে বলিতে পারি না। তিনি যে আমাকে অপরাধী জানিয়া গেলেন, এই দুঃখ রহিল। এখন কেমন করিয়া কোথা প্রাণের সরলাকে পাইলে, বল? সরলা! আমি অতি নির্দ্দয়, নতুবা কিরূপে তোমাকে ভুলিয়া থাকিব? তোমাকে এত কষ্ট দিব? সরলা! বল, বল, তোমার দুঃখের বিবরণ আমাকে বল।"

বলিয়া প্রতাপ প্রিয়ভগিনী সরলাকে বক্ষে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সরলার বক্ষ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। মৃদু মধুর স্বরে বলিল "দাদা, কাঁদিও না। তোমার দোষ নয়; দোষ আমার অদৃষ্টের। নতুবা রাজা ভাই থাকিতে আমি পথের কাঙালিনী হইব কেন?"

ক্ষণকাল সকলেই নীরব। নরেন্দ্র পুনর্ব্বার বলিল "সরলা তোমার ভগিনী—তোমার এক ভগিনী আছে, আমি জানি-

তাম না। কই ভ্রমেও তুমি একথা আমাদের কথনও বল নাই!”.

প্রতাপ উত্তর করিলেন “ভাই, অনেক দুঃখেই একথা তোমাদের বলি নাই। আমি নিজে তোমাদের গলগ্রহ হইয়াছিলাম, আবার ভগিনীর কথা উত্থাপন করিয়া তোমার মহানুভ স্বর্গীয় পিতাকে ক্লেশ দিতে সাহসী হই নাই। সরলার বিশেষ কোন ক্লেশ ছিল না, আমাদের এক দূর আত্মীয় ছিলেন, সরলা তাঁহার বাটীতেই প্রতিপালিত হয়। তাঁহারও আর কেহ ছিল না। আমি মধ্যে মধ্যে গিয়া সরলাকে দেখিয়া আসিতাম। গত তিন চারি বৎসর ক্রমাগত দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি, সুতরাং কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। যাহাহউক পরিশেষে তোমাদের সকলকে পাইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম।

সরলার সহিত যে জীবনতারার পরিচয় ছিল, সরলা যে প্রতাপের ভগিনী তিনি জানিতেন, নানা কারণে জীবনতারা একথা প্রতাপকে বলেন নাই।

নরেন্দ্র কহিলেন “আমি আজমীর পরিত্যাগ করিয়া জীবনতারার অন্বেষণে নানাদেশ ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইলাম না। হৃদয় হতাশানীরে নিমগ্ন হইল; সংসারে বিষম বৈরাগ্য জন্মিল। পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্বারকা, জলামুখী, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, কাশী নানাতীর্থ দর্শন করিয়া বিন্ধ্যাচল দর্শনে কৌতূহল জন্মিল। কাশী হইতে আমরা চারি পাচ জন সন্ন্যাসীতে বহির্গত হইয়া স্থির করিলাম মৃজাপুরের সুমেরুশৈলের রুদ্রেশ্বর দর্শন করিয়া যাইব। মৃজাপুরে উপস্থিত

হইয়া রুদ্রেশ্বর দর্শন করিয়া আমরা পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলাম! সমস্ত প্রদেশ জঙ্গল ও পাহাড়ে পূর্ণ। পথিমধ্যে ভয়ঙ্কর বসন্তরোগ আমাকে আক্রমণ করিল। আমার সঙ্গী সন্যাসীগণ সংসারের মায়া একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাকে সেই জঙ্গলে ফেলিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। আমি মৃতপ্রায় হইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে একটী যোগীর পর্ণকুটীরে উপস্থিত হই। সেই যোগী প্রাণের সরলা। সরলার যত্নে আমি সেই দুরন্ত রোগের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাই। কয়েক মাস সেই শান্তিধামেই অতিবাহিত হইল। সরলা যে রমণী—তাহাও জানিতে পারি নাই। যাহাহউক পরিশেষে সরলা পুরুষ নয়, জানিলাম। যাহার সেবায় যত্নে মোহিত হইয়াছিলাম, যাহার মধুময় নবীন যোগীর বেশে মোহিত হইয়াছিলাম, তাহাকে প্রেমপ্রতিমা ললনা জানিয়া, আর কি সন্ন্যাস ধর্ম্মে আস্থা থাকে, ভক্তি থাকে? ধর্ম্ম সাথ্য করিয়া সরলাকে বিবাহ করিলাম। কিন্তু সরলা সুখী নহে; তীর্থ দর্শনে সরলার একান্ত অভিলাষ জন্মিল। আবার সন্ন্যাসীবেশে প্রাণের সরলাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আগ্রায় উপস্থিত। আমরাই দোষী—রাজদ্রোহী ও ধৃত হইলাম! যাহাহউক অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তন অতি বিচিত্র! কে ভাবিয়াছিল অসুখের আরম্ভ এই অসীম সুখে পরিণত হইবে?”

একদিন পরিবালা কহিল, “প্রতাপ! তুমি জীবনতারার সম্মুখে আমার এত ভালবাসা, এত আদর দেখাইও না। তাহার মনে কষ্ট হবে। জীবনতারাকে বিবাহ করিলে তোমরা উভয়েই সুখী হবে।”

"জীবনতারাকে বিবাহ করিব!" বিস্মিত হইয়া শূন্যনয়নে পরিবালার পানে চাহিয়া প্রতাপ উত্তর করিল। "প্রাণেশ্বরি! এ পরিহাস কেন?"

পরিবালা হাসিয়া প্রতাপের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, "প্রাণাধিক! আমি পরিহাস করি নাই। তুমি কি ভাবিয়াছ আমি রাগ করিব? আমিই জীবনতারাকে এত কষ্ট দিতেছি. আমিই তাহাকে এখানে আনিয়াছি। তাহার পরীক্ষার এক শেষ হইয়াছে—তুমি কিছুই অবগত নহ।"

পরিবালা জীবনতারার দুঃখের কথা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল; কেবল বিপিনের বিষয়টী উল্লেখ করিল না।

প্রতাপ বাকশক্তিহীন। পরিবালা পুনর্ব্বার বলিল "তুমি কি মনে করেছ তোমাদের শৈশবের মনে মনে গাঁথা হৃদয়দুটীকে একেবারে ছিঁড়িয়া দিব?"

প্রতাপ অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "জীবনতারা এক অসামান্য রমণী! কিন্তু প্রাণেশ্বরি! জীবনতারার সুখের সম্ভাবনা কই? আমার ত তাহাকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিবার অধিকার নাই!"

পরিবালা ধীরে ধীরে বাম হস্ত দ্বারা প্রতাপের স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া প্রেমপ্রফুল্লনয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া আদরে অধর চুম্বন করিয়া কহিল "প্রতাপ! প্রাণাধিক! আমি তোমাকে অসুখী করিতে পারিব না। আমি দানবী কখন কোথা থাকি— আমার এ প্রণয় স্বপ্ন—মরীচিকা মাত্র, মনুষ্যের ইহাতে সুখের সম্ভাবনা কোথা? তুমি জীবনতারাকে বিবাহ কর। আমি কে জীবনতারাকে বলিও না।"

প্রতাপ দানবীর সৌজন্যে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া পরিবালাকে প্রেমাদরে পরমানন্দে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন ও অকলঙ্ক বদনচন্দ্র চুম্বন করিয়া কহিলেন “পরিবালা! তুমি দানবী কি দেবী! দৈত্যকুলেও কি এমন সরল প্রাণা নিঃস্বার্থ কামিনী সম্ভবে? না প্রাণেশ্বরী! আমি তোমার ও সরল প্রাণে ব্যথা দিতে পারিব না। আমি সহস্রবার জীবনতারাকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।”

পরিবালা একটু হাসিল—সে হাসির কি বিচিত্র মাধুরী! দেখিলে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত—ভয়ে চমকিত হয়।

প্রতাপ পরদিন আত্মীয়বর্গকে লইয়া ইন্দ্রপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্থূর্পনখা-মহম্মদ খাঁ মুরসিদাবাদে প্রত্যাগত হইয়া বঙ্গবাসীর উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। বাটীলুণ্ঠন, সতীর সতীত্বসংহার, বিনাপরাধে প্রাণদণ্ড প্রভৃতি উৎপীড়নে বঙ্গদেশ জর জর হইল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত জাতির অধিকাংশকে মুসলমান করিল। অরাজকতারূপ ভীষণ দৈত্য সমস্ত রাজ্য উৎসন্ন করিয়া তুলিল।

জমীদারীর খাজানা লইয়া অনেক দিন ধরিয়া বিনয়ের পিতার সহিত নবাবের বিবাদ চলিতেছিল। এমন কি একবার একটি সূত্র ধরিয়া পিতাপুত্র উভয়কেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে। বিনয়ের পিতার মৃত্যুর পর দুরাত্মা কিছু দিন ক্ষান্ত ছিল। বিনয়ের স্ত্রী নলিনীর রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া অবধি দুরাত্মার হৃদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কত ভয় প্রদর্শন কত প্রলোভন দেখাইল—পিতাপুত্র কেহই ভয়ে বা অর্থলোভে কলুষকূপে নিমগ্ন হইতে স্বীকার করিলেন না—সুতরাং উভয়েই কারারুদ্ধ হইলেন। কয়েক মাস কারাগারের লাঞ্ছনা সহিয়া অনেক কষ্টে সে দায় হইতে পরিত্রাণ পান।

পাঠকের স্মরণ আছে প্রাণের নলিনীকে বিনয় কিরূপ ভালবাসিত। তাহার শোকে বিনয় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া

বনবাসী হয়। কারামুক্ত হইয়া উভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের অনুপস্থিতিকালে বিশ্বাস-ঘাতিনী নলিনী পরানুরাগিনী হইয়া বাটী হইতে পলায়ন করে! বিনয় প্রাণের রমণীর এই আচরণ দৃষ্টে যার পর নাই কাতর হইয়া সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরী হইলেন।

জীবনতারাকে পাইয়া আবার তাঁহার চিত্ত সংসারের দিকে আকর্ষিত হয়। শুষ্ক প্রণয়সরসী সরস হইয়া উঠে। যোগ ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করেন। অল্পকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং জমিদারীর সমস্ত ভার তাঁহার স্কন্ধে পড়ে।

নবাব মহম্মদ খাঁ মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইয়া বিনয়কে পত্র লিখিল "তুমি যদি আপনার মঙ্গল চাও, জীবনেও ঐশ্বর্য্যে যদি তোমার মায়া ও যত্ন থাকে, তবে তোমার সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনীকে আমায় দান কর। নতুবা সবংশে তোমাকে নির্ব্বংশ করিব, তোমার জমিদারী অনলে ভস্ম করিয়া উড়াইয়া দিব।"

নলিনীর সংবাদই বিনয় কিছুই জানিতেন না—জানিলেই বা এ প্রস্তাবে মনুষ্যনামধারী কোন জীব স্বীকৃত হইতে পারে? বিনয় সে পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। নবাব ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাঁহার জমিদারী দগ্ধ করিতে ও তাঁহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। নবাবের আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত ও বিনয় পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ হইল।

একদা রজনীতে নবাব একটী বিলাসগৃহে এক পরমা সুন্দরী কামিনীকে লইয়া কৌতুক করিতেছে। কামিনী ভাবে বিভোর,

যৌবন ঢল ঢল, লাবণ্যে তর তর, সহাস্যমুখে নবাবের পাশে উপবিষ্ট। নাসাকর্ণহীন ভীষণ মূর্ত্তি নবাবের প্রতি বসন্তরূপিনী কামিনীর কি প্রেমাদর কি ভালবাসা! প্রেম তোরে ধন্য!

নবাব কামিনীর কমনীয় অধরবিম্ব চুম্বন করিয়া বলিল "তোমাকে যে কি শুভক্ষণে পাইয়াছিলাম বলিতে পারি না! তোমার ঢল ঢল মুখকমল দেখিলে সুধাময় কথা শুনিলে সমস্ত জ্বালা বিস্মৃত হই। না জানি! তুমি আমার মরুভূমি জীবনকে বসন্তের বিলাসক্ষেত্র করিয়া রাখিয়াছ! কি উপায়ে প্রতাপকে পদানত করিব—তাহার কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া জীবন শীতল করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ভাবিতে ভাবিতে কত কাল গত হইল। আমি কখনও কি আর এই পাপ নগরে প্রত্যাগমন করিতাম? সুন্দরি! কেবল তোমার জন্যই আবার জগতে মুখ দেখাইতে হইল। তোমাকে ভুলিতে পারিলাম না। কি দিয়া তোমায় তুষিব, তোমার প্রেমের তোমার ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করিব, আমার এমন কি আছে? সুন্দরি! এই অমূল্য রত্ন লাভ করিতে আমি যে কঠোর ব্যবস্থার বশীভূত হইব তাহা কি বিচিত্র! সুতরাং পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃতি জলে ডুবাইয়া দাও। অনেক কষ্টে—তোমার ও তোমার স্বজনের মনেও বিস্তর কষ্ট দিয়া তোমাকে পাইয়াছি; কিন্তু সুন্দরি! সে পাপের কি আমি প্রায়শ্চিত্ত করি নাই? অনেক সময়ে আমি নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকি সত্য; কিন্তু সময়ে সময়ে রমণীর এমন বশীভূত হইয়া পড়ি যে আমি যেন সে মহম্মদ খাঁ নই! তোমার ব্রত উদ্যাপনের জন্য তুমি দুই বৎসর সময় চাহিয়াছিলে —জানি না কি খেয়ালের বশীভূত হইয়া তাহাই অঙ্গীকার

করি। দুই বৎসর আমি হৃদয় আকাশে শরৎশশীর উদয় প্রতীক্ষা করিয়া আছি—এই দুই বৎসরে তোমার প্রেমের ভালবাসার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি—দূরে থাকিয়া চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় আমার এই লৌহময় হৃদয়কে ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ করিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে তোমার আজ্ঞাধীন করিয়াছ। সুন্দরি! তোমার ব্রত উদ্যাপনের দিন সমাগত—আর দুই সপ্তাহ মাত্র বাকি আছে—দুই সপ্তাহ পরে তুমি আমার হইবে! সেদিন কি সুখের দিবস! আশাই প্রণয়ের সুখ! মনে করিয়াছি, আজ তোমাকে একটী উপহার দিব; নিতান্ত ভাল না বাসিলে, আন্তরিক বিশ্বাস না থাকিলে এ উপহার আমি কাহাকেও দিই না।”

যুবতী নীরবে এক মনে নবাবের কথা গুলি শুনিয়া প্রেম-ভরে যবনের বক্ষে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল “প্রাণেশ্বর!—আর যখন দুই সপ্তাহ পরে তোমার হইব, তখন প্রাণেশ্বর বলিতে ক্ষতি কি? মনে মনে ত তোমাতে লীন হইয়া আছি!—প্রাণেশ্বর! অধিনীর প্রতি তোমার অপার স্নেহ, অসীম দয়া! প্রেম ও ভাল-বাসা ভিন্ন এ কামিনীর তোমাকে তুষিবার অন্য সম্বল নাই!”

হাসিয়া মহম্মদ খাঁ বলিল “সুন্দরি! আমি অন্য ধনের প্রত্যাশীও নহি। তোমাকে এই হীরকময় অমূল্য অঙ্গুরীয় দিতেছি, লও। ইহাতে আমার নাম ক্ষোদিত। ইহার গুণ তুমি অবগত নহ। আমার রাজ্যমধ্যে এই অঙ্গুরীয় মহৌষধ! যেমন কেন ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হও না, এই অঙ্গুরীয় প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে।”

যুবতী প্রেমপ্রফুল্ল নয়নে সহাস্য বদনে অঙ্গুরীয় লইয়া অঙ্গু-লিতে পরিল।

রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া মহম্মদ খাঁ আদরে যুবতীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান করিল। যুবতী ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

জীবনতারা বিনয় কুমারকে বিস্মৃত হন নাই। ইন্দ্রপুরে আসিয়াই তিনি বিনয়কে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া এক পত্র লেখেন। কিন্তু পত্রের কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। জীবনতারা নিতান্ত চিন্তিত হইয়া প্রতাপকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। অবশেষে বিনয় মুরসিদাবাদে কারারুদ্ধ সংবাদ পাইয়া জীবনতারার বিষাদের পরিসীমা রহিল না।

কি উপায়ে তাঁহাকে প্রবল প্রতাপ যবনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন তাহারি মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আবার বসন্ত কাল আসিল। নবযুবতীর ন্যায় অভিনব সৌন্দর্য্যে প্রকৃতি বিভূষিত হইল। জীবনতারা পুষ্পলতিকার সেবা বিস্মৃত হয় নাই। ইন্দ্রপুরে প্রমোদকাননে একদা দিবাবসানে সহকারের সহিত নব মুকুলিত মাধবী লতিকার বিবাহ দিতেছেন। চারিদিকে বিবিধ কুসুমরাজি বিকসিত। কোকিল কোকিলা, পাপীয়া প্রভৃতি বিহঙ্গ আনন্দমনে মঞ্জরিত তরুশাখায় বসিয়া মধুরতানে গান করিতেছে—ঝঙ্কার মারিতেছে। অলি রসিকতা দেখাইয়া নূতন ফুলে কলি তুলিয়া হুল ফুটাইয়া অধর চুম্বিয়া মধুপান করিতেছে। ফুল ব্যথিত—অথচ প্রেমা-

দরে হাসিমাখা মুখে মৃদু মলয়হিল্লোলে নাচিতেছে, সোহাগে গলিয়া পড়িতেছে। সৌরভে কানন আমোদিত! সেই রূপের লাবণ্য সরসে লাবণ্যময়ী জীবনতারা স্বর্ণ সরোজরূপে আপনিও নাচিতেছে গান করিতেছে, সেও যেন পাগলিনী।

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

প্রাণান্তে প্রণয়ে কি ভুলিব।
প্রেমেতে সঁপেছি প্রাণ, প্রেমে প্রাণ বলি দিব॥
জীবনের তারে তারে, প্রেম শতদল হারে
গঁথিয়া ভুজঙ্গমালা হৃদিমাঝে আরাধিব।
অমৃতে লাবণ্য ভাসি, ছড়াইবে রূপরাশি
আঁধারে আলোক হাসি, ইন্দ্রধনু বিরচিব!
তিমিরে শশাঙ্কোদয়ে, শ্মশানে রাগিণী হয়ে
বসন্তে ভ্রমর গুঞ্জে প্রেমস্রোতে বহাইব॥

সুললিত কণ্ঠস্বরে কুঞ্জকানন আমোদিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ শাখায় নীরব। এত আনন্দ যার তার আবার নিরানন্দ কোথা? জীবনতারা কি বিপিনকে ভুলিয়া গিয়াছে? রমণী কি কখন তাহা ভুলিতে পারে? সেই সব ভুলিবার জন্যই জীবনতারা ফুলের সঙ্গে নাচিতেছে—কোকিলের সঙ্গে গান করিতেছে। সেই অপূর্ব্ব কমলকোরকে কীট প্রবেশিয়া ভিতরে ভিতরে ছিন্ন করিতেছে; আর কি সে কলিকা প্রস্ফুটিত হবে?

প্রতাপ চিন্তাকুলচিত্তে ভ্রমিতে ভ্রমিতে জীবনতারার নাচ দেখিতে পাইলেন। সেই যুবতীর অঙ্গসৌষ্ঠব, রূপমাধুরী প্রতা-

পকে অধীর করিল। তিনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জীবনতারার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জীবনতারা আপনার ভাবে আপনি পাগলিনী, প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন না। আপনার মনে নাচিতে গাহিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে প্রতাপ কহিল "জীবনতারা!"

জীবনতারা চমকিত হইয়া উঠিল। প্রতাপ অগ্রসর হইয়া সেই অমূল্যনিধিকে আদরে বক্ষে ধরিল। অমনি সেই অকলঙ্ক শরতের পূর্ণশশধর মেঘমালায় আবৃত হইল। সেই হাসি সেই আনন্দ কিছুই নাই। জীবনতারার মস্তক আতপতাপিত লতিকার ন্যায় প্রতাপের বিশাল বক্ষে হেলিয়া পড়িল। নয়ন জলভারাক্রান্ত হইল। নীরবে জীবনতারা অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে ভূতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটী অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস বহিল।

প্রতাপ প্রেমাদরে প্রমদার অধরচুম্বন করিয়া কহিলেন "জীবনতারা! রাগ করিলে? মরি মরি তোমার রূপে মন প্রাণ মোহিত হইল। এমন রূপ দেখি নাই!"

বলিয়া প্রতাপ ষোড়শীর চিবুক ধরিয়া অতি সুমধুর স্বরে একটী গান করিলেন ঃ—

বসন্তবাহার—আড়া।

বসন্তে সেজেছ কিবা বসন্তরূপিনী।
আনন্দ সরসী মাঝে সুখ সরোজিনী॥
ভাবের হিল্লোলে হেলি, মলয় মারুতে খেলি
নাচিতেছ দুলে দুলে চারু সৌদামিনী॥

হৃদয়ে বসন্ত কত, প্রেমস্রোত অবিরত
মৃদুল লহরে বহে প্রেমমন্দাকিনী॥
ভাবেতে বিভোর প্রাণী, প্রেমরাজ্যে রাজরাণী,
গান করে বীণাপাণি, ভুবনমোহিনী॥

আবার চৌদিক নীরব। স্বরলহরী নাচিতে নাচিতে মলয় পবনে সুরভিরাশির ন্যায় মিশিয়া গেল।

জীবনতারা অঞ্চলে নয়নের অশ্রুজল মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "প্রতাপ! পতি অধরচুম্বন করিলে সতী কি রাগ করে? আমি তোমায় শৈশবে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি—জীবন, মন, প্রেম, যৌবন, আমার সকলি তোমায় দান করিয়াছি—তুমি আমার পতি। যখন প্রেম জানিতাম না, পতি চিনিতাম না—তখন তোমাকে প্রেম দিয়াছি, পতি করিয়াছি;—তুমি আমাকে আদর করিলে, হৃদয়ে ধরিলে, রাগ করিব?"

"তবে নির্দ্দয় হইয়া আমাকে এত ক্লেশ দিতেছ কেন?"

"তাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তোমায় আর আমার ভাল বাসিবার অধিকার নাই। এ জগতে কাহাকেও প্রেমের ভাল-বাসা বাসিবার শক্তি নাই। নতুবা প্রতাপ! তোমাকে পাইয়া তোমাকে পেলাম না! তোমার জন্য বিবাগিনী, উন্মাদিনী, সন্ন্যাসিনী হইয়াছি—তুমি কেন আমার জন্য কাঁদিবে, আমিই দিনযামিনী তোমার জন্য কাঁদিতেছি!"

কথা জড়িত হইয়া আসিল। দরবিগলিত ধারে জীবনতারার নয়নতারায় বারিধারা বিগলিত হইল। প্রতাপের ভুজবন্ধন ছাড়াইয়া ভূতলে দুর্ব্বাদলে বসিলেন। প্রতাপও তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া হস্ত ধরিয়া বলিল "প্রাণাধিকে! পরিবালা রাগ করিবে

না, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে অনুমতি পাইয়াছি! তুমি জান না তোমাকে প্রীতিহ্রদে সুখশতদলে কিরূপে হৃদয়ে সাজাইয়া রাখিয়াছি

সাহানা। ঝাঁপতাল।

হৃদয়ে কুঞ্জেতে প্রেম,.. কত, মরকত মাঝে।
রেখেছি প্রেয়সীশশী সাজাইয়া চারুসাজে॥
কত বা যে ভালবাসি, ভালবাসা অভিলাষী
কোথা সে ঊষার হাসি, হের সদা মরে লাজে।
কণক-কমল-লতা, পবিত্রতা সরলতা
গোলাপের মধুরতা, শারদচন্দ্রমাতাজে॥
কোথা ইন্দ্রধনুরূপ, সে মাধুরী অপরূপ
গভীর প্রেমের কূপ ভব মরুভূমি মাঝে।
অধরে অমৃত ঝরে, রাগিণী পুড়িয়া মরে;—
অনন্ত আনন্দ সরে সুখ বসন্ত বিরাজে॥
আজি কি আনন্দ মরি পূর্ণিমা-মাধুরী ধরি
প্রেমেতে বিভোর করি প্রেমের পুতলী রাজে॥
মরি কি আনন্দ-রব, প্রেমেতে মোহিত সব
জগত নীরব শব—মোহন মুরলী বাজে॥

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া জীবনতারা উত্তর করিলেন "প্রতাপ! আমি তোমায় বিবাহ করিতে পারিব না! আমি মহা—না; না,

প্রতাপ! আমাকে ক্ষমা কর; আর বিবাহের কথা, প্রেমের কথা, তুলিও না। প্রেমসরসী বাড়বানলে পুড়িয়া ভস্ম হইয়াছে; হৃদয়কানন মরুভূমি হইয়াছে; ভালবাসা কালভুজঙ্গের বিষে পূর্ণ হইয়াছে—সাপিনীকে সাধ করিয়া কুসুমদামে ভ্রমে গলায় পরিও না!"

সহসা জীবনতারার মুখমণ্ডল প্রভাতকালীন ভাস্করের ন্যায় রক্তবর্ণ ও শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। উচ্চ হাসিয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন "প্রতাপ আজ একটা কথা মনে পড়িল, কত দিন ভাবি তোমাকে জিজ্ঞাসিব, কিন্তু আবার ভুলে যাই। তোমার ঐশ্বর্য্যের, শক্তির, সীমা নাই। তোমার সকলই অদ্ভুত। আমার একটী অনুরোধ রাখিবে?"

জীবনতারার ভাবভঙ্গী দেখিয়া প্রতাপ চমকিত হইলেন, ভাবিলেন জীবনতারা যথার্থই উন্মাদিনী। আদরে চিবুক ধরিয়া বলিলেন "কি ইচ্ছা বল, এখনি পূর্ণ হবে।"

আনন্দে জীবনতারার মুখকমল হাসিয়া উঠিল। "আমি কোন পরম বন্ধুর সহিত দেখা করিব। যখন পথের ভিখারিণী হইয়া উদরান্নের জন্য দাসত্ব করি, ত্রিবেণীর বিপিন বাবু আমার বিস্তর উপকার করেন। তাঁরে একবার দেখিতে সাধ হয়েছে। তিনি যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় আমার কাছে আনিয়া দিতে পার? তিনি ধনবান, প্রতাপ! পারিবে কি?"

হাসিয়া প্রতাপ উত্তর করিলেন "প্রাণময়ি! এত সামান্য কথা! এই রাত্রিতেই তুমি তোমার প্রিয়বন্ধুকে দেখিবে।"

আবার জীবনতারার মুখশশী মলিন হইল, বলিলেন "একি পরিহাস?"

"না জীবনতারা! আমি পরিহাস করি নাই। এখনি দেখিবে।" বলিয়া প্রতাপ চলিয়া গেলেন।

রজনী ক্রমে তিমিরাবরণে বসুমতীকে, অবগুণ্ঠিত করিল; জীবনতারা স্বীয় সুসজ্জিত কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া একটী ভৃত্যকে ডাকাইয়া কোন উপদেশ দিলেন। ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল। জীবনতারা গাঢ়চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

এক বৎসর হইল দেবীপ্রসাদ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিপিন সমস্ত ধনসম্পত্তির অধিকারী। তাহার অত্যাচারে ত্রিবেণী উৎসন্ন প্রায়।

বিপিন ত্রিবেণীর হারানন্দ ভট্টাচার্য্যের বিধবা কন্যা কামিনীকে বলপূর্ব্বক পিতৃগৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তিনি চারি জন ইয়ার লইয়া বৈঠকখানায় সুরাপান ও নৃত্যগীতে মত্ত। কামিনী দ্বিরদপদদলিত নলিনীর ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত। সহসা এক যুবাপুরুষ—মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ, করে তরবারি, বৈঠকখানায় প্রবেশিয়া বিপিনের কান ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া গেল। কেহ নিবারণ করিতে অবসর পাইল না। বিপিন চীৎকার করিতে লাগিল।

রজনী প্রায় দশটা। জীবনতারা চিন্তানিমগ্ন! প্রতাপ বিপিনকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। জীবনতারা বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিময়; নয়ন ও বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ। গ্রীবা, উন্নত করিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বিপিনের পানে চাহিয়া কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসিলেন "বিপিনবাবু আমাকে চিনিতে পার?"

বিপিন জীবনতারার বিশ্ববিনাশিনী ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া

স্তম্ভিত। প্রতাপ ও সহসা এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"বিপিন!" জীবনতারা পুনর্ব্বার কহিলেন "তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ভাল বাসি"—"ভালবাসা।" যেন সেই পাপিষ্ঠের কর্ণে প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা বোধ হইল!—"তোমার বিরহে দিন যামিনী আমার অন্তরাত্মা কামানলে দগ্ধ হইতেছে। বিপিন! আজ আমার দুঃখ বিভাবরী অবসান ও সুখ রবি প্রকাশিত হইল!"

প্রতাপ অবাক! এই জন্যই জীবনতারা তাঁহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত? তাঁহার মুখ মণ্ডল বিবর্ণ ও শুষ্ক হইল।

জীবনতারা বলিতে লাগিলেন "বিপিন! আমি তোমাকে ভুলি নাই,—কোন্ প্রাণে ভুলিব? এস একবার প্রেমভরে তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করি।"

জীবনতারা উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল—সেই হাসি তাহার স্তরে স্তরে যেন বিদ্যুৎ মাথান!

বিপিন পাপী—ভীরু, তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে জড় সড় হইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

"বিপিন! লজ্জা কি? যুবতী পুনর্ব্বার বলিল "ভয় কি? চুপ করিয়া রহিলে যে? এস আলিঙ্গন করি!"

জীবনতারা ক্ষুধার্ত্ত কেশরিণীর ন্যায় বিপিনকে ধরিয়া বলিল "প্রতাপ! শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে বড় বড় লোক খোজা চাকর রাখিত। আমার একটী খোজার প্রয়োজন আছে। একবার বিপিনবাবুকে ধর।"

জীবন এই বলিয়া চলিয়া গেল। পূর্ব্ব শিক্ষিত কিঙ্কর

অল্প পরে আরো দুইজন ভৃত্যের সঙ্গে আসিয়া বিপিনকে খোজা করিয়া দিল!

প্রতাপ বাকশক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জীবন-তারা সহাস্য প্রেমপ্রফুল্ল বদনে বসন্তোদয়ের ন্যায় আসিয়া বিপিনের পার্শ্বে বসিয়া বাতাস ও মুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। কি ভয়ানক প্রতিশোধ! সেই ইন্দ্রিয় সেবক দুরাত্মা বিপিন আজ পুরুষত্বহীন! জীবনতারা! তোমার ক্রোধ—তোমার দণ্ডবিধানকে ধন্য!

"বিপিন! প্রাণাধিক!" জীবনতারা তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া মধুর স্বরে বলিল "এখনি সারিয়া যাইবে। ভয় নাই, কাঁদিও না! বড় জ্বালা করিতেছে? খোজা বাবু! অত কাতর হলে চলিবে কেন?"

বিপিন জীবনতারার পদসেবায় নিযুক্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবনতারা সুকোমল কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া। খোজা বাবু পদতলে বসিয়া চরণ সেবা করিতেছে। প্রতাপ তথায় আসিলেন।

"প্রতাপ! এস, আমার পাশে ব'স। এই পাপিষ্ঠের জন্য মনে কষ্ট বোধ করিও না।" বলিয়া জীবনতারা প্রতাপের হস্ত ধরিয়া পাশে বসাইলেন।

"প্রাণাধিকে!" প্রতাপ উত্তর করিলেন "এই ভীষণ কাণ্ডের মর্ম্ম ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"প্রাণাধিক!" জীবনতারা প্রতাপকে বক্ষে ধরিয়া ছল ছল সজল নয়নে বলিল "প্রতাপ! আমার আশা পরিত্যাগ কর —আমি কলুষিত!"

"জীবনতারা!" প্রতাপ চমকিত হইয়া বলিলেন "তুমি কলুষিত! না না, ও কথা বলিও না!"

"প্রিয়তম!" কাতর বচনে জীবনতারা উত্তর করিল "তোমার জীবনতারা কলুষিত! এই নরাধম বলপূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগে আমাকে অজ্ঞান করিয়াছিল! আমার এ শ্মশান জীবনে আর সুখের সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের সাক্ষাতে কলঙ্কিনী না হলেও হতে পারি—লোকনয়নে আমি কলঙ্কিনী! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমার কাছে আর প্রেমের কথা তুলিও না।"

"জীবনতারা!" উন্মত্তভাবে প্রতাপ সেই শারদপূর্ণিমারূপিনী কামিনীকে হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "জীবনতারা! আমারি সব দোষ! আজ অবধি আমি তোমাকে শত গুণ অধিক ভাল বাসিব। তোমার সৌন্দর্য্যে আমি মোহিত হইয়াছিলাম—তোমার তেজস্বীতা আমাকে উন্মত্ত করিল। তুমি আমার—আমার ভিন্ন কাহারো হবে না! আমি তোমাকে সুখী করিব,—তোমার শুষ্ক প্রেম সরসী অমৃত সলিলে পূর্ণ করিব। তোমার শ্মশান হৃদয়ে বসন্তকাননের সৃষ্টি করিব! আজ আমি তোমাকে কি প্রাণের সহিত ভাল বাসিলাম! জীবনতারা! আজ জানিলাম তোমাকে না পেলে আমি সুখী হব না!"

জীবনতারা ও অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। তরঙ্গিনী আজ সাগর তরঙ্গে মিলিত হইয়াছে!

"প্রতাপ!" জীবনতারা কতক্ষণ পরে মৃদুস্বরে কাতর ভাবে বলিল "জীবনতারার জীবন প্রতাপময়! প্রতাপের প্রসন্ন মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াই জীবনতারা জীবিত আছে—এত ক্লেশ এত অপমান সহ্য করিয়াছে। পতিত হইয়াও কেবল এই দুরাত্মাকে দণ্ড দিবার জন্য প্রাণত্যাগ করে নাই। আজ আশা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু প্রতাপ! যথার্থ বল, ভাল রূপে মন বুঝিয়া প্রাণ খুলিয়া বল, এই পতিত রমণীর সহবাসে তুমি কি সত্য সুখী হবে?"

"প্রাণাধিকে! সুখী হব না? শতগুণ সুখী হব!"

বলিয়া প্রতাপ পুনর্ব্বার প্রমদাকে প্রেমাদরে আলিঙ্গন করিল।

"কি খোজা বাবু!" জীবনতারা হাসিয়া জিজ্ঞাসিল "আমাদের প্রেমালাপ দেখিতেছ? দেখ, দেখ!—প্রতাপ! আর একটী কথা ভাবিয়া দেখিতে হবে; তোমার প্রাণের পরিবালার প্রাণে আমি ব্যথা দিতে স্বীকৃত নহি।"

প্রতাপ উত্তর করিল "জীবনতারা! পরিবালার একান্ত অনুরোধ আমি তোমাকে বিবাহ করি।"

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া জীবনতারা বলিলেন "এই দুরাত্মাকে দলিত করিয়া অবধি, হৃদয় অনেকটা স্থির হইয়াছে নতুবা দিবাবিভাবরী তুষানলে দগ্ধ হইতেছিল। ভাল আজ আমাকে বিবেচনা করিতে দাও।"

ইন্দ্রপুরে মহা সমারোহ- মহারাজের জীবনতারার সহিত ও

মহারাজের ভগিনী সরলার নরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হইবে। অর্থের অভাব নাই; কতদিন ধরিয়া আয়োজন চলিতেছে। সমস্ত রাজ্য আনন্দোৎসবে আনন্দিত।

শুভদিনে শুভক্ষণে দুটী শুভকার্য্য নূতন শাস্ত্র মতে নূতন পুরোহিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইল। রাজ্যবাসী সকলেই সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একদিন জীবনতারা প্রতাপকে কহিলেন "প্রাণেশ্বর! আমি তোমাকে পাইয়া সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি। হৃদয় শতদল সুখ সলিলে মলয় হিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। কিন্তু বিনয় কুমারের জন্য নিতান্ত চিন্তাকুল। তোমার শক্তি অদ্ভুত। দুরন্ত যবনকে দলিত করিতে পার?"

হাসিয়া প্রতাপ উত্তর করিলেন "প্রাণেশ্বরি! তুমি ইচ্ছা করিলে আজ তোমাকে ভুবনেশ্বরী করিতে পারি! অথবা তোমাকে বলিতেই বা দোষ কি? আমার শক্তি কি তবে শোন।"

প্রতাপ জীবনের সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। জীবনতারা স্থিরভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আমি পূর্ব্বেই এইরূপ ভাবিয়াছিলাম! যাহা হউক বড় আক্ষেপের বিষয়; এই ভয়ানক শক্তি তুমি সাধ করিয়া নষ্ট করিতেছ! এই শক্তি আমি পেলে, পদাঘাতে কোন দিন যবনবংশকে পবিত্র

ভারতভূমি হইতে দূরীকৃত করিতাম! এক্ষণে বিনয়কে যবনের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার কি বল? ভাল বঙ্গদেশ হইতেই কেন যবনকে নির্ব্বাসিত কর না?”

প্রতাপ ক্ষণকাল অনিমিষ নয়নে প্রমদার মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন “তাহাই করিব!”

বড় হইতে হইলে অনেক কাজ লোক দেখান করিতে হয়। প্রতাপ অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সিন্ধু প্রবাহের ন্যায় সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া মুরসিদাবাদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নবাব ও সংবাদ পাইয়া প্রতাপের দর্পচূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সেনাপতিকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। প্রতাপের শিবির নগরের অনতিদূরে এক প্রান্তরে সন্নিবেশিত হইল।

দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। রণবাদ্যের গভীর নিনাদ ও সৈন্যগণের সিংহধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

নবাব, যুদ্ধভার সেনাপতিবর্গের উপর নির্ভর করিয়া প্রেমকেলিতে নিরত। আজ তাহার অতি সুখের রজনী। রাজ্যধ্বংস হলেও দেখিবার অবকাশ নাই। প্রাণাধিকা রমণীর ব্রত উদ্যাপন হইয়াছে। আজ সুখের মিলনের নিশি। সেই পূর্ণযৌবনা কামিনীর পাশে কুসুমশয্যায় বসিয়া প্রেমালাপ ও সুরাপান করিতেছে। আনন্দের পরিসীমা নাই। সহসা যুবতী বক্ষস্থল হইতে একখানি ছোরা বাহির করিয়া “পাপাত্মা! আমি কে জান?” বলিয়া সবলে নবাবের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিল। নবাব প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে পতিত হইল।

যুবতী গৃহ হইতে নির্ভয়ে বহির্গত হইয়া আপনার মনে চলিলেন। পূর্ব্বেই সমস্ত সন্ধান লইয়াছিলেন। অবিলম্বে ভীষণ কারাগারের দ্বারে উপস্থিত। প্রহরী অঙ্গুরীয় দেখিবা মাত্র দ্বার ছাড়িয়া দিল। যুবতী বিনয়ের কক্ষে ধীরপদে প্রবেশ করিলেন। বিনয় দীনভাবে অধোবদনে চিন্তানিমগ্ন—নিদ্রার সহিত নয়নের সাক্ষাৎ নাই। সহসা সেই রমণীকে দেখিয়া চমকিত হইলেন।

"কে নলিনী!"

নলিনী মৃদুস্বরে বলিল "হাঁ, চুপ কর। ভয় নাই।"

"তুমি কি আমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছ?"

নলিনী বিনয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল "আমি কলুষিত নহি। পরে সব বলিল। বিলম্ব করিও না। আমার সঙ্গে এস।"

বিনয় নলিনীর অনুগামী হইলেন। সমস্ত বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া উভয়ে নগরের বাহির তোরণে উপস্থিত।

প্রহরী রজনী দুই প্রহরের সময় যুবকযুবতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল "তোমরা কে? কোথা যাবে?"

নলিনী অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করিল। প্রহরী দ্বার ছাড়িয়া দিল।

নগরের বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইয়া নলিনী বলিলেন "ভয় নাই। এখন চল প্রতাপের শিবিরের অভিমুখে যাই। একবার তথায় উপস্থিত হইলে আর বিপদের সম্ভাবনা নাই।"

উভয়ে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। প্রতাপ জাগ্রত। শিবির মধ্যে বসিয়া প্রভাতে কিরূপ যুদ্ধ হইবে জীবনতারার

সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন, জনৈক প্রহরী বিনয় ও নলিনীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। জীবনতারা অকস্মাৎ বিনয়কে দেখিয়া পরমানন্দে হাত ধরিয়া বসাইয়া কহিলেন "প্রতাপ! এই মহাত্মা দুইবার আমাকে প্রাণদান দিয়াছেন। ইহারি নাম বিনয়—ইহাঁর ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।"

প্রতাপ সমাদরে তাঁহার ও নলিনীর অভ্যর্থনা করিলেন। বিনয় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিলেন "জীবনতারা! আমার নলিনী কলুষিতা নয়। নলিনী! তোমার বিষয় সমস্ত জীবনতারাকে, বল।"

নলিনী বলিল "তোমাকে ও তোমার স্বর্গীয় পিতামহাশয়কে কারামুক্ত করিবার অব্যবহিত পরেই আমাকে দুরাত্মা নবাবের কর্ম্মচারীবর্গ কৌশলক্রমে বাটী হইতে চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং কোন চর দিয়া প্রকাশ করিয়া দেয় আমি পরানুরাগিণী হইয়া পলায়ন করিয়াছি! তোমরা বাটী প্রত্যাগমন করিয়া তাই আমাকে দেখিতে পাও নাই। তোমাদের দোষ কি, লোকে যেমন শুনাইল তোমরা তাহাই বিশ্বাস করিলে। আমাকে যবনেরা বরাবর মুরসিদাবাদে লইয়া গেল। তথায় উপস্থিত হইলে দুরাত্মা মহম্মদ খাঁ পরম আহ্লাদিত হইয়া আমাকে কত ভালবাসা কত সুখৈশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইল। আমি সেই মানবদেহধারী পিশাচকে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহার ভালবাসায় গলিয়া গিয়া কপট প্রণয় ও ভালবাসা দেখাইয়া যবনকে বশীভূত করিলাম। দুটী প্রতিজ্ঞা করিলাম—ধর্ম্মরক্ষা ও শত্রুসংহার। আমি অন্য উপায় না

পাইয়া কোন ব্রতের ভান করিয়া যবনের নিকট দুই বৎসর সময় চাই। অনেক সাধনা অনেক রোদন ও অনেক মিনতির পর যবন তাহাতে স্বীকৃত হয়। এবং এ পর্য্যন্ত আমি পতিত নহি। দুরাত্মা যবনের হৃদয় শোনিতে হস্ত কলুষিত করিতে হইয়াছে সত্য—কিন্তু তদ্ভিন্ন প্রতিজ্ঞাপালনের অন্য উপায় দেখিলাম না। কাল আমার দুই বৎসর গত হইয়াছে। যখন শুনিলাম মিথ্যা ছল করিয়া প্রাণাধিক বিনয়কে পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ করিয়াছে, তখন যেরূপে পারি দুরাত্মার প্রাণসংহার করিয়া প্রাণনাথকে মুক্ত করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। দুরাত্মা ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ স্বনাম ক্ষোদিত এই অঙ্গুরীয় আমাকে না দিলে এই বিপদসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না।

সকলেই বার বার নলিনীকে সাহস ও অধ্যবসায়ের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। নবাব জীবিত নাই শুনিয়া প্রতাপ আশায় উৎসাহিত হইয়া জয় নিশ্চয় জানিলেন। সুখের স্বপ্নে যামিনী প্রভাতা হইল।

শর্ব্বরী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুযবনে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আবার রণবাদ্যের ও সমরীগণের গভীর নিনাদে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রুধির প্রবাহে বসুমতী প্লাবিত।

প্রতাপ এক পরম সুন্দর তুরঙ্গারোহণে স্বয়ং সৈন্যদিগকে চালনা করিতেছেন। সেই বীরাভরণভূষিত দীর্ঘ সুন্দর দেহ, মস্তকের কিরীটে ময়ূরপুচ্ছ—করে সুশাণিত তরবারি—প্রতাপের সেই স্বর্গীয় কান্তি দর্শনে শত্রুসৈন্য চমকিত। পার্শ্বে ভুবনমোহিনী জীবনতারা বীরাঙ্গনা সাজে বাজী-

পৃষ্ঠে আসীনা—বাসব যেন শচীর সহিত দৈত্যকুলদলনে উপস্থিত!

সংগ্রামের বিরাম নাই। প্রতাপ দুই পার্শ্বে যবনদলকে কর্ত্তন করিতে করিতে স্বীয় সৈন্যগণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছেন। সহসা পরিবালা আসিয়া কহিল "প্রতাপ! আমি চলিলাম!"

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "প্রাণাধিকে! চলিলে—কোথা চলিলে? আমি তোমার মন বুঝিতে পারিতেছি না!"

পরিবালা উত্তর করিল "হাঁ আমি চলিলাম। তুমি সমস্ত স্বপ্ন—মায়ামরীচিকা জানিও!"

পরিবালা দেখিতে দেখিতে নবোদিত রবির হিরণ্ময়ী কিরণে মিশাইয়া গেল!

প্রতাপ ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। জীবনতারা হতবুদ্ধি

সহসা একটী তীর আসিয়া জীবনতারার ললাটদেশ বিদ্ধ করিল! জীবনতারা "প্রতাপ!" এই কথাটী বলিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন। প্রতাপ "জীবনতারা! জীবনতারা!" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া জীবনতারাকে হৃদয়ে ধরিলেন। বিলাপ, আদর, যত্ন,—আর সমস্ত বৃথা। জীবনতারা জীবনশূন্য! প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া গিয়াছে!

প্রতাপ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। বিপদের উপর বিপদ! পরিবালা ও জীবনতারা উভয়কেই হারাইলেন। চৈতন্য নাই—পাগলের ন্যায় পুনর্ব্বার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঘোরতর সমরে শত্রুদল দলন করিতে লাগিলেন। তাহার

প্রদীপ্ত বিরাটমূর্ত্তিদর্শনে যবনদল চমকিত। সহসা কামানের একটী গোলা আসিয়া প্রতাপের বক্ষে লাগিল। প্রতাপ ভূতলে পতিত হইলেন।

অমনি যবনদলে ঘোর জয়ঃধ্বনি ও আল্লা আল্লা হো রব উঠিল। হিন্দুসুখরবি অস্তগত হইল।

উপসংহার।

আর আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কেবল সরলা ও নলিনীর কোলে পাঁচটা বাচ্ছাকাচ্ছা দিতে পারিলেই হয়।

নরেন্দ্র ও সরলা যুদ্ধে আসেন নাই। বিনয় ও নলিনী কোন কৌশলে, সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। তাঁহাদের মুখে প্রতাপ ও জীবনতারার মৃত্যু এবং যুদ্ধে পরাজয় সংবাদ শুনিয়া নরেন্দ্র ও সরলা অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন হন। কিন্তু শোক চিরকাল থাকে না। সময়ে সকলি সহিয়া থাকে।

নরেন্দ্র সরলাকে লইয়া পরমসুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে—তাহাকে লইয়াই কত আনন্দ। সরলা পুনর্ব্বার পাঁচমাস অন্তসত্ত্বা—পঞ্চামৃত উপলক্ষে নরেন্দ্র দশটাকা ব্যয় করিবেন শুনিতে পাই।

নলিনীর একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছে। তাঁহারাও পরম সুখী।

সম্পূর্ণ।